সমাজ।

ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত।

(প্রথমাভিনয় রজনী, শনিবার, ২৮শে বৈশাখ, সন ১৩১৪ সাল)

শিবজী, সংসার, মুরলা ও পৃথ্বিরাজ প্রণেতা

শ্রীমনোমোহন গোস্বামী বি, এ.

প্রণীত ও প্রকাশিত।

বালি।

—o—

মূল্য এক টাকা মাত্র।

অভিন্নহৃদয় বন্ধু

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

করকমলে

এই গ্রন্থ

অকৃত্রিম প্রীতিনিদর্শন স্বরূপ

অর্পিত হইল।

—০—

নাট্যোল্লিখিত চরিত্রবৃন্দ।

পুরুষ।

হরনাথ মুখোপাধ্যায়	...	জমীদার।
পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	ঐ পুত্র।
সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	ধনবান যুবক।
অতুলচন্দ্র ঘোষ	...	ঐ
দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়	...	গৃহস্থ ভদ্রলোক।
রামকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য রতিকান্ত ঘোষাল	...	হরনাথের মোসাহেব।
শরচ্চন্দ্র পাঠক।	...	উচ্ছৃঙ্খল যুবক।
রামলোচন সরকার	...	নূতন দাওয়ান।
স্বামীজি	...	পরমহংসদেবের শিষ্য।
বুদ্ধু	...	বেহারা।

দাওয়ান, ইন্‌স্‌পেক্টর, জমাদার, পাহারাওয়ালা, দ্বারবান,
লাঠিয়ালগণ, গ্রাম্য প্রাচীনগণ, ডাক্তার, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট
নরনারীগণ, কাঙ্গালীগণ, রাতভিখারী,
ব্যারিষ্টারগণ, ইণ্টারপ্রিটার, খানসামা,
কয়েকজন লোক ও জনৈক বৃদ্ধ
ইত্যাদি।

স্ত্রী।
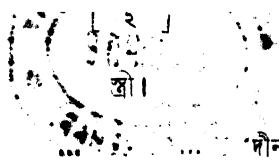
অনুপমা	...	...	দীনবন্ধুর স্ত্রী।
কমলা	...	...	ঐ কন্যা।
লীলা	...	...	ঐ কন্যা।
ক্ষান্ত	...	...	প্রতিবেশিনী।
রেবতী	...	...	হরনাথের কন্যা।
মুন্না	...	...	বাইজি।

জনৈক স্ত্রীলোক, বালিকাগণ, বেশ্যাগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

— o —

দরদালান

অনুপমা ও ক্ষান্ত।

অনু। কি যে হ'বে মা, কিছু বুঝতে পারছি না; যা ভা'বতে ভা'বতে বেরুলেন তাই হ'ল!

ক্ষান্ত। কি ক'রবে বল মা, কিছু উপায় ত আর নেই। যখন মেয়ে দিয়েছ, তখন সবই সইতে হ'বে।

অনু। আমার কি পোড়া কপাল! ভাল ছেলে দেখে, যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে, বড় মানুষের ঘরে মেয়ের বে দিলুম, শেষে কি না এই হ'ল, অমৃতে গরল উ'ঠল! স্বপ্নেও যে কখন এমন ভাবিনি!

ক্ষান্ত। আচ্ছা বউ মা, বড় মানুষদের কি চ'খের পরদা নেই গা? আমাদের চাষাভুষোর ঘরে ত কখন এমন হয় না।
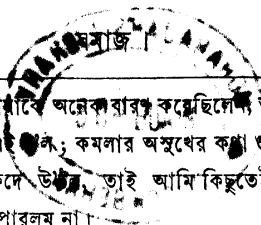
অনু। তিনি আমাকে অনেক বারণ করেছিলেন, তাঁর কথা না শুনেই এ[illegible]ল; কমলার অসুখের কথা শুনে আমার প্রাণ কেঁদে উঠল, তাই আমি কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারলুম না।

ক্ষান্ত। আহা তা হ'বে না! নাড়ী ছেঁড়া ধন ত বটে। তার ওপর আজ চার বৎসর বাছাকে একবার চ'খের দেখাও দেখতে পাওনি।

অনু। মাসের শেষ, হাতে একটী পয়সাও নেই, অনেক দিনের একটা মাকড়ী বাক্সর ভেতর পড়েছিল, তাই বাঁধা দিয়ে আটটী টাকা আ'নলুম; যা হো'ক একটু মিছরী আর বাতাসা দিয়ে লোক পাঠালুম, তা এই অপমানটা ক'রলে! তিনি এলে মুখ দেখাব কেমন করে?

ক্ষান্ত। বাতাসা কি মা? এই ত কত জিনিস দি'ছলে। আমি ত পাড়ার আরও পাঁচজনের তত্ত্ব নিয়ে যাচ্ছি, তা তা'রা কি আর হাতী ঘোড়া দেয় গা? তাদের কুটুম ত সোনা হেন মুখ করে তাই নেয়। আমি কি না জানি?

অনু। তোমার সঙ্গে মেয়েটাকে একবার দেখা ক'রতেও দিলে না! কে জানে কেমন আছে।

ক্ষান্ত। দেখা করতে দেবে! বাড়ীতে ঢুকে আমি যেন হকৃ চকিয়ে গেলুম! ননদগুলো ত একেবারে রায়বাঘিনীর মত ঘাড়ে প'ড়লো! আঃ-কি অহঙ্কার গো, তেজে যেন মটমটাচ্ছে!

অনু। বেনের সঙ্গে দেখা হ'ল না? তিনি একটু ভাল বলে শুনেছি।

ক্ষান্ত। হ্যাঁ, মাগিকে যেন একটু ভালমানুষ বলে বোধ হ'ল, সে তবু দু চারটে মিষ্টি কথা কইলে। এমন সময় কর্ত্তা এসে হাজির হ'লেন।

অনু। তিনি কি ব'ললেন?

ক্ষান্ত। আমাকে দেখেই ত মিনষে তেলে বেগুনে জ্বলে উ'ঠল। একেবারে "নিকালো হিঁয়াসে", "নিকালো হিঁয়াসে" করে চেঁচাতে লা'গল। "নিকালো" কিরে বাবু? কুটুমবাড়ী থেকে গেছি, কোথায় যত্নআত্মি করবি, তা না হয়ে "নিকালো"! কত তা বড় তা বড় বড় মানুষের বাড়ী তত্ত্ব নিয়ে গেছি, "নিকালো" ত কেউ কখন বলেনি।

অনু। কি ক'রবে বল মা, আমার বরাতে হয়েছে।

ক্ষান্ত। গিন্নী অপ্রস্তুত হ'ল, কর্ত্তাকে বোঝাতে লা'গল, কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী", কর্ত্তা না তেড়ে এসে, লাথি মেরে জিনিস পত্তর সব ফেলে দিলে, আর আমাকে ব'ললে দরোয়ান্ দিয়ে বাড়ি থেকে বা'র করে দেব।

অনু। মা! তোমার হাতে ধরে বলছি, কিছু মনে ক'র না; তুমি আমায় মাপ কর।

ক্ষান্ত। তোমার অপরাধ কি মা? আমার বরাতে ছিল হয়েছে, কি ব'লব, কমলাকে হাতে করে মানুষ করেছি, তা না হ'লে জমিদারই হন, আর যাই হন, আমি মিনষের ধুড়ধুড়ি নেড়ে দিয়ে আসতুম। শুধু কমলার মুখ চেয়েই পারলুম না।

অনু। তুমি কমলাকে আশীর্ব্বাদ কর, এমন পোড়া কপাল ভারতে কা'র হয় ?

ক্ষান্ত। আমি চলে আসছি, দেখি যে জামাই বাবু বারান্দায় দাঁড়িয়ে. আমাকে দেখে একটা নিশ্বাস ফেলে সরে গেলেন। আচ্ছা বউমা, তোমাকে কতদিন থেকে বলছি, একটা ওষুধ টষুধ কর না। নাপ্তেদের কাদী ভারি ওস্তাদ; এই বোসেদের ছোট মেয়েকে শ্বশুর বাড়ীর সকলে দুর ছাই ক'রত, জামাই অবধি মুখ দে'খত না; কাদী এমন একটু শেকড় দিলে যে এখন তার মুখ ধরে না, জামাই ভেড়া হয়ে গেল, বউ বলতে এখন সকলে অজ্ঞান।

অনু। না বাছা, শেকড় মাকড়ে আমার কায নেই। ওতে অনেকের অনেক সর্ব্বনাশ হয়েছে।

ক্ষান্ত। ওই তোমার কেমন কথা। খোকা কেমন আছে ?

অনু। তেমনি আছে। ওই যে একটু গুমোগুমো জ্বর, সে টুকুর ত আর আসান নেই।

ক্ষান্ত। তাই ত মা! এ পোড়ারমুখো ব্যায়রাম কোথা থেকে এল ? আমাদের সময়ে ত এমন ছিল না। আজকাল ভদ্দর ঘরে খোকা হলেই দিন কতক বাদে শুনি যে "নিবার" হয়েছে। সন্ধ্যে হয়ে এল, এখন আসি মা, রাত্রে আবার আ'সব এখন।

অনু। না বাছা, তুমি আর রোজ রোজ অত কষ্ট ক'র না, আমার বড় লজ্জা করে।

ক্ষান্ত। সে কি মা! আমি তোমাদেরই খেয়ে মানুষ, ছেলে

পুলেদের না দেখলে কি থাকতে পারি? কত দিনই বা বাঁচবো, আর আমার কেই বা আছে? যে ক'টা দিন আছি, ওদের নেড়ে চেড়েই কাটিয়ে যাই। আমি এলুম বলে।

[প্রস্থান।

অম্বু। ক্ষান্ত! তোমার ঋণ কখনও শোধ ক'রতে পা'রব না! বাড়ীতে থা'কলে পাছে খেতে দিতে হয়, তুমি বাড়ীতে থাক না, অথচ দাসীর বেহদ্দ খাটছ! তুমি ছেলেদের যে যত্ন কর, কোন আপনার লোক তার সিকিও ক'রতে পারে না। সন্ধ্যে হ'ল এঁর আসবার সময় হয়েছে, এলে কি ব'লব? কি করে মুখ দেখাব?

(দীনবন্ধুর প্রবেশ)

আজ যে একটু সকাল সকাল এলে?

দীন। শরীরটে তত ভাল নেই। আর নানা কারণে মনটাও খারাপ হয়ে আছে, তাই চলে এলুম।

অম্বু। আফিসের সব খবর ভাল?

দীন। তা' যদি হ'বে, তা' হ'লে আর মন খারাপ ব'লব কেন বল? আমরা বাঙ্গালী, চাকরী ক'রতেই আমাদের জন্ম, চাকরির স্পৃহা আমাদের মজ্জাগত; শিশুকাল হ'তে আমরা পুত্রকে শিক্ষা দিই, 'ভাল করে লেখাপড়া কর, বড় চাকরি করবে।' চাকরিই আমাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ; সাহেব আমাদের ইষ্টদেবতা, সাহেব তুষ্ট থা'কলেই বাঙ্গালীর চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়।

অনু। কি হয়েছে, বল না!

দীন। সে কথা পরে হ'বে, খোকা কেমন আছে?

অনু। সেই এক রকম, সন্ধ্যে হ'ল, তার খ্যাঁতখ্যাঁতানিও সুরু হয়েছে। লীলা তাকে ঘুম পাড়াচ্ছে। তুমি কাপড় চোপড় ছাড়।

দীন। কমলা কেমন আছে?

অনু। তুমি হাত মুখ ধোও, তার পর সব বলছি।

দীন। ক্ষান্ত ফিরে এসেছে?

অনু। হ্যাঁ।

দীন। জিনিস পত্র নিয়েছে, না ফেরৎ দিয়েছে?

অনু। তুমি ঠাণ্ডা হও, তার পর সব শু'নবে এখন।

দীন। বুঝেছি, তত্ব ফিরে দিয়েছে। কমলা কেমন আছে, তা কিছু শুনেছ?

অনু। ক্ষান্ত কমলাকে দেখতে পায় নি।

দীন। এইবার তোমার সাধ মি'টল? সখ করে এই অপমানটা হলে! আমি তোমাকে বার বার বারণ করে ছিলুম, তুমি কিছুতেই আমার কথা শুনলে না। হায়! হায়! টাকা ক'টা থা'কলে খোকার এক মাসের ওষুধ হ'ত।

অনু। কি ক'রব বল, তুমি ত সব বুঝতে পার; আজ চার বৎসর কমলাকে একবার চ'খের দেখাও দেখতে পাই নি, অত অসুখের কথা শুনে, কি করে চুপ করে থাকি?

দীন। তোমার জেদে আমি যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে মেয়েকে বড়

মানুষের ঘরে দিলুম, তার খুব ফল পেয়েছি। আজ আমি দেনদার! তোমার গহনা সব বাঁধা, বাস্তু ভিটে বাঁধা, তার উপর আজ থেকে মাইনে attach হ'ল, চাকরিও যায় যায়।

অন্নু। ছিঃ, ও কথা ব'লতে নেই।

দীন। আর ব'লতে নেই। পয়সার জন্য ছেলেটার ভাল করে চিকিৎসা করাতে পারছি না, তার উপর লীলাকে কি করে পার ক'রব, এই ভেবে ভেবেই পাগলের মত হয়েছি। পঞ্চাশটী টাকা মাইনে পাই, লাথি ঝাঁটা খেয়েও তোমাদের মুখ চেয়ে গোলামি করি; সুদ দিয়ে আধ পেটাও খেতে পাই না; অর্দ্ধেক মাইনে attach হ'ল, পঁচিশ টাকায় কি করে চলবে?

অন্নু। তুমি অত অধীর হ'ওনা, পরমেশ্বর একটা আলে আশ্রয় দেবেনই দেবেন।

দীন। ছাই দেবেন—সে কপাল আমার নয়। রাস্তায় আ'সতে আ'সতে শুনলুম, কমলার বেশী অসুখ; একটা খবরও পেলুম না!

অন্নু। এঁ্যা, কমলার বেশী অসুখ! কি হ'বে? কেমন করে খবর পা'ব?

দীন। কি করে আর খবর পা'বে, লোক পাঠা'লে মেয়েকে দে'খতে অবধি দেয়না, অপমান করে তাড়িয়ে দেয়, তবে আর কি উপায় হ'বে?

অন্নু। তোমাকে এর উপায় ক'রতেই হ'বে। বাছাকে আজ চার বৎসর দেখিনি, তার উপর এই অসুখের খবর

শুনে,আমার বুকের ভেতর যে কি হচ্চে তা অন্তর্য্যামীই জানেন। তোমাকে কোন রকমে খবর আনতেই হ'বে, কমলাকে দেখে আসতেই হ'বে।

দীন। শুধু অপমান খেয়ে তোমার বুঝি পেট ভরেনি? আমি ঘা কতক জুতো না খেলে আর তোমার তৃপ্তি হচ্ছেনা, কেমন?

অনু। তুমি নিজে গেলে কি আর কিছু ব'লতে পা'রবে?

দীন। কমলার ফুলশয্যার তত্ত্ব যখন ফেরত দেয়, আমি গিয়ে যে হরনাথ মুখুয্যের পায়ে ধরে কেঁদেছিলুম, ষষ্ঠীবাঁটার সময় জামাইকে নিমন্ত্রণ ক'রতে গিয়ে, কমলাকে আ'নবার কথা ব'লতে গিয়ে, কি অপমানটা হয়েছিলুম, তা কি ভুলে গিয়েছ?

অনু। সত্যি, কিন্তু এ শুধু মেয়েকে একবার দেখতে যাবে, আর ত কিছু নয়। আর যেখানে পায়ে ধরে মেয়ে দিয়েছ, সেখানে অত মান অভিমান ভাবতে গেলে কি চলে?

দীন। ভাল, তোমার যখন এত ইচ্ছে, তখন জুতো খেতেই চ'ললুম।

অনু। তুমি আগে কাপড় চোপড় ছাড়, জল টল খাও, ঠাণ্ডা হও, তার পর একবার বেড়াতে বেড়াতে যেও!

দীন। না—জল টল খেলে, আর জুতো খাব কি করে? আমি এখনই চললুম।

[প্রস্থান।

(লীলার প্রবেশ।)

লীলা। মা, খোকার গা বড় তেতেছে, সে বড় কাঁদছে, তাকে কিছুতে রা'খতে পারছি না, তুমি এস।

অন্ন। চল যাই—হা ভগবন্!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—০—

জমিদারী কাছারি।

হরনাথ বাবু, দাওয়ান, নায়েব, গোমস্তা, রতিকান্ত, ভট্টাচার্য্য, দুইজন পাইক, দুইজন প্রজা।

নায়েব। হুজুর! এরা দুই বাপ বেটায় জগদীশপুরের ঘর জ্বালানি মোকদ্দমায় পুলিশের হ'য়ে আমাদের বিপক্ষে সাক্ষী দিতে গিয়েছিল; তার পর চকদিঘীর বোসেদের নায়েবের সঙ্গে সড় করে, দু'বৎসর হ'ল খাজনা আদায় দেয় না।

হর। তা এতদিন কি তোমরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে?

রতি। বটেই ত, এতদিন কি তোমরা—বুঝলে কিনা—ঘুমুচ্ছিলে?

ভট্টা। সর্ষপতৈল সংযোগেন -

নায়েব। হুজুর! আমাদের অপরাধ কি?

হর। অপরাধ কি? যে মুহূর্ত্তে টাকা খেয়ে পুলিশ আমাদের বিরুদ্ধে জেলায় রিপোর্ট দিয়েছিল, সেই মুহূর্ত্তে ওর

মাগ ছেলের হাত ধরে বের করে দিয়ে, বসত ও আবাদী জমীর পাটা কেড়ে নিয়ে, ওর বাস্তুভিটেয় সরষে বোনবার জন্যে গোমস্তাকে হুকুম দাও নি কেন ?

নায়েব। হুজুর! বোসেদের নায়েব আমাদের পেছনে যে রকম লেগেছে, আর পুলিশকে যে রকম হস্তগত করেছে—

হর। বুঝেছি; চকদিঘীর নায়েবের ভয়ে যে প্রজাশাসন ক'রবার হুকুম দিতে পারে না, মহলে কায করা তার সাধ্য নয়। জগদীশপুরের গোমস্তা কে ?

নায়েব। আজ্ঞে, রামকুমার বোস।

হর। ও সেই ঠক্‌কেশেটা! দাওয়ানজি, হাতনাগাদ এদের কাছে হিসাব দাখিলা বুঝিয়ে নিয়ে সদর কাছারিতে বদলি কর, আর দুইজন উপযুক্ত লোককে মহলে পাঠিয়ে দাও।

রতি। হ্যাঁ উপযুক্ত লোককে—বুঝলে কিনা—পাঠিয়ে দিন। ওঃ চকদিঘীর নায়েব! সে বেটাদের—বুঝলে কিনা - আছে কি ? বাবুর একখানা মহলের আয়—বুঝলে কি না—ওদের সমস্ত জমিদারীর আয়ের দ্বিগুণ।

ভট্টা। দ্বিগুণ কি হে ? কবি বলেছেন আসমুদ্র ক্ষিতীশানাং—

হর। একটু চুপ করুন ভট্টাচার্য্য মশায়।

রতি। ঠিক, ঠিক, বাবু বলেছেন—বুঝলে কি না—চুপ করুন।

হর। তো বেটাদের কি ব'লবার আছে ?

১মপ্র। ধর্ম্মাবতার! আমরা হুজুরের ছেলেপুলের মধ্যে—

হর। বাজে কথা ছাড়্।

১মপ্র। হুজুর, আমার কোন অপরাধ নেই। আমার ছেলের

ব্যায়রামের সময় মা শীতলার কাছে জোড়া পাঁঠা মানসিক করি, গোমস্তা মশাই সেই পাঁঠা দুটী চান; মানসিক পাঁঠা বলে দিতে পারি নি, কাযেই এই জুলুম।

হর। প্রমাণ আছে ?

১মপ্র। প্রমাণ আর কি দেব হুজুর! গ্রামের অনেকেই জানে; তবে গোমস্তার ভয়ে কেউ বলতে রাজী হবে না।

হর। আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে গিছলি কেন ?

১ম প্র। হুজুর, পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

হর। তবে পুলিশকে এসে বাঁচাতে বল। এ বেটার কান ধরে ঘোড় দৌড় করিয়ে চূণের গুদামে বন্ধ করে রাখ। পঁচিশ টাকা জরিমানা আদায় দিলে তবে খোলসা দেবে।

[১ম প্রজাকে লইয়া একজন পাইকের প্রস্থান।

২য় প্রজা। হুজুর যে নূতন মহল কিনেছেন, তাতেই আমার চার পুরুষের বাস; আমি ব্রাহ্মণ, ক' বিঘে ব্রহ্মত্রই আমার একমাত্র জীবিকা, তা'তেই বহুকষ্টে পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করি; নায়েব মশাই মহল জরিপ করিয়ে আমার ব্রহ্মত্রটুকু সরকারে বাজেয়াপ্ত করে নিচ্চেন।

হর। আপনার দলিল পত্র দাখিল করুন।

২য় প্র। হুজুর, কর্ত্তাদের কাছ থেকে কোন দলিল পত্র পাই নি, যা সামান্য একটু লেখা ছিল নায়েব মশাই তা নামঞ্জুর করেছেন।

হর। তবে আমি কিছু ক'রতে পারি না। উপযুক্ত দলিল ভিন্ন আমি কিছু গ্রাহ্য করি না।

২য় প্র। দয়া করুন ;—পায়ে ধরে বলছি দয়া করুন! আমার বাচ্ছাকাচ্ছা না খেতে পেয়ে মারা যা'বে! ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব নেবেন না!

হর। বাস্—বাস্, বাজে কথা শুনতে চাই না!

২য় প্র। হা ঈশ্বর!

[প্রস্থান।

হর। মনোহরপুরের গোমস্তা হাজির?

গোম। আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর!

হর। এ সনে চালান এত কম কেন?

গোম। হুজুর, এসনে অজন্মা হয়েছে, প্রজারা খেতেই পাচ্ছেনা, খাজনা দেবে কি করে? আমার চেষ্টার ক্রুটী নেই, কিন্তু তারক মণ্ডল বলে এক বেটা কিছু যোত্রওয়ালা লোক প্রজাদের সব ধর্ম্মঘট ক'রতে বলেছে।

হর। ও অজন্মা টজন্মা আমি বুঝিনা। আমার আদায় চাই! কিছুতে না পার, লাঠির জোরে আদায় কর। অজন্মা বলে কোম্পানি কিছু এক পয়সা আমার কাছে ছাড়বে না! তারক মোড়লের নামে দুটো ফৌজদারী কর, আর তার ধান লুটে গোলায় আগুন দিয়ে দাও। বুঝলে ত? ঠিক কায না হলে বরখাস্ত হবে, যেন তা' মনে থাকে। দাওয়ানজি, কি বল?

দাও। আজ্ঞে—

হর। "আজ্ঞে" কি? তোমার মত কি বল! মনোহরপুরে এবার সিকি চালানও হয়নি!

দাও। সে কথা সত্য। কিন্তু মনোহরপুরের অবস্থা অতি ভয়ানক, চালান অত কম দেখেই আমি স্বয়ং মনোহরপুর তদারকে গি'ছলুম; সে অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ আগতপ্রায়; আমার মতে প্রজাদের এ সনে খাজনা রেহাই দেওয়াই ভাল। এর পরে আবাদ ভাল হ'লে, তা'রা আপনারাই বাকি খাজনা দিয়ে দেবে।

হর। হাঃ হাঃ দাওয়ানজি! ওই তোমার কেমন একটু ভ্রম আছে। দয়াধর্ম্ম সব সময় দেখাতে গেলে জমিদারী করা চলে না। তা যদি হ'ত, তা' হ'লে হরনাথ মুখুয্যের নামে বাঘে গরুতে জল খে'ত না। জমিদারী লাঠির আগায় রা'খতে হয়, দাওয়ানজি লাঠির আগায় রা'খতে হয়।

ভট্টা। দাওয়ানজি কুলপাংশুল লেখন্যা বিজয়ী বীরং —

রতি। আহা! ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদের—বুঝলে কিনা—দোফলা কালিদাস।

(পরেশের প্রবেশ)

পরেশ। আপনি আমাকে স্মরণ করেছেন?

হর। হ্যাঁ. একটু অপেক্ষা কর। দেখ দাওয়ানজি, মনোহর'পুরের গোমস্তাকে বলে দাও যেন আমি ষোল আনা আদায় পাই, নইলে আমি ওকে বরখাস্ত ক'রব। যেমন করে হ'ক আদায় চাই। যদি লাঠিয়ালের দরকার হয় নায়েবের উপর পরোয়ানা দাও।

পরেশ। বাবা, আমার একটা নিবেদন আছে।

হর। কি?

পরেশ। আমি সে দিন মনোহপুরে বেড়াতে গিয়েছিলুম, স্বচক্ষে প্রজাদের যা অবস্থা দেখলুম তা' বর্ণনাতীত। তাদের উদরে অন্ন নেই, পরনে বস্ত্র নেই, চালে খড় নেই, এমন কি পানীয় জল পর্য্যন্ত নেই। উদরান্নের জন্য মহাজনদের কাছে ধার পাচ্ছে না। খাজনা দেওয়া ত দূরের কথা, আমি অনুরোধ করি তাদের জমিদার সরকার হ'তে কিছু সাহায্য করা হ'ক।

হর। বাপু, তোমাকে যে এই এত করে লেখা পড়া শেখালুম, তা কি একটী গর্দ্দভ তৈয়ারি করবার জন্যে? বি, এ, এম এ, পাশ ক'রলে কি বিষয়বুদ্ধি একেবারে লোপ পায়? আমার অবর্ত্তমানে দেখছি বিষয় আশয় সব বরবাদে যা'বে। যুধিষ্ঠির ছেলে, আর বিদুর দাওয়ান মিলেই আমাকে খেলে দেখছি।

পরেশ। বাবা, বিষয়বুদ্ধি আমার নেই বটে, কিন্তু যে দৃশ্য দেখে এসেছি, তা কখনও ভু'লব না, যদি আপনি দে'খতেন, আপনিও বিচলিত হ'তেন।

হর। বাপু, এ সব বিষয়ে যখন তোমার পরামর্শ চাইব, তখন দিতে এস। এখন তোমার কায করগে, যা'তে এমেটা ভাল করে পাশ ক'রতে পার তার চেষ্টা করগে। হ্যাঁ দেখ দাওয়ানজি! ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর যে চাঁদার কথা লিখে পাঠিয়েছেন, তা'র কি করা যায়? Kangra Valley Fundএ হাজার টাকা আর

Commissionerকে গার্ডেন পার্টি দিতে দু'হাজার,এর কম কিছু আর হ'বে না। আর কলকেতার Memorial Fundএ, যা'র জন্যে কমিশনার সাহেবের মেম স্বহস্তে— বুঝলে দাওয়ানজি—স্বহস্তে লিখে পাঠিয়েছেন—

ভট্টা। চারুনিকর করপল্লবং, ধৃত লেখনী প্রিয়বল্লভং —

রতি। লিখবে না ত কি? বাবুর মত—বুঝলে কি না— জমিদার কোন বেটা আছে? শুনেছি যে লাট সাহেব বাবুকে—বুঝলে কিনা শীঘ্রই রাজা খেতাব দেবে।

ভট্টা। খেতাব আবার কি? বাবু ত রাজাই। এ রকম মেজাজ কা'র আছে? শালপ্রাংশুসমোন্নত—

রতি। তুমি ত বড় জ্বালাতন ক'রলে হে ভট্‌চায্! তোমার সংস্কৃতের জ্বালায়—বুঝলে কিনা—দেশে যে বাস করা ভার হ'য়ে উ'ঠল দেখছি।

হর। চুপ কর। বুঝলে দাওয়ানজি, মেমোরিয়েল ফণ্ডে দশ হাজার টাকা দেখছি দিতেই হবে।

পরেশ। বাবা, আপনার পায়ে ধরে বলছি, দিন কতক অন্ততঃ চাঁদা দেওয়া রহিত করুন। এই তের হাজার টাকা, চাঁদা না দিয়ে, দাওয়ানজিকে দিন, তিনি মনোহর-পুরের প্রজাদের ওই টাকায় সাহায্য করুন।

হর। বাঃ—বেশ বলেছ। আমি চাঁদা দেওয়া রহিত করি, আর আমার সর্ব্বনাশটা হ'ক। কেমন, তা হলে খুসী হও?

পরেশ। এতদিন চাঁদা দিয়ে দেশের কি উন্নতিটা হয়েছে?

হর। এই সব দুগ্ধপোষ্য দেশহিতৈষীদের জ্বালায় যে প্রাণ

গেল দেখছি। তুমি ছেলে মানুষ, এর বুঝবে কি বল? যদি এই চাঁদাগুলি বরাবর পত্র পাঠ না দিতুম তা হ'লে তোমার পিতাঠাকুরকে হয় ত এতদিন শ্রীঘরে বাস ক'রতে হ'ত। কোম্পানির কাছে কি কোন খাতির থা'কত? খুন, জুলুম, ঘরজ্বালানি প্রভৃতির হজমি-গুলি, খাতিরের দ্বার, খেতাবের সোপান, হ'ল চাঁদা —বুঝলে বাপু,—এই চাঁদা। স্বার্থ না থাকলে, হরনাথ মুকুয্যে এত মূর্খ নয়, যে টাকা গুলো জলে ফেলে দেয়। বড়মানুষী ক'রতে গেলে,জমিদারী রা'খতে হ'লে, বছর, বছর এ সব ছেলামী দিতে হয়। দাওয়ানজি! নায়েব, গোমস্তাদের এখন যেতে বল। যেন হুকুম মত কার্য্য হয়, নইলে বেটাদের ভিটে মাটি চাঁটি হ'বে, যেন মনে থাকে!

[নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতির প্রস্থান।

পরেশ। বাবা, আমার অনুরোধ—

হর। অনুরোধ যদি কিছু ক'রবার থাকে, এখানে নয়, তোমার গর্ভধারিণীর কাছে গিয়ে, আদুরে ছেলের মত আবদার করগে। তুমি ক্রমেই অবাধ্য হয়ে পড়'ছ দেখছি! আমার কথার উপরও কথা কইতে সাহস কর? আর এক কথা, তোমাকে ডেকে ছিলুম কেন তা জান?

পরেশ। আজ্ঞে না।

হর। শুনলুম, তুমি নাকি স্বদেশীর ধুয়ো ধরেছ?

পরেশ। দেশী দ্রব্য ব্যবহারে কি ক্ষতি আছে? তা'তে ত দেশীয় শিল্পের উন্নতি, বাণিজ্যের উন্নতি, দারিদ্র্য দূর—

হর। অত উন্নতির আমার দরকার নেই। সাহেবেরা যখন এতে চ'টছে,তখন আমার ইষ্টমন্ত্র হ'লেও ত্যাগ ক'রতে হ'বে, তা দেশের উন্নতি! যদি কোম্পানি টের পায়, যে স্বয়ং কল্কি অবতার আমার বাটীতে পুত্ররূপে বিরাজ করে দেশ উদ্ধার ক'রছেন, তা' হ'লে কি আর রক্ষা থা'কবে?

পরেশ। আমি ত বিশেষ কিছু অন্যায় কায করি নি।

হর। ন্যায় অন্যায় বিচারের ভার তোমার নয়, আমার। ফের যদি ওই সমস্ত হুজুকে তোমার সহানুভূতি দেখি, আমি তোমার মুখদর্শন ক'রব না। এখন যাও।

[পরেশের প্রস্থান।

আজ কালকার ছেলে গুলো হ'ল কি? বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চায়! সাহেবদের সঙ্গে পাল্লা দিতে যায়! যাদের কটাক্ষে আমাদের মুণ্ডুগুলি ধড় ছেড়ে এক নিমেষে ভুঁয়ে লোটা'তে পারে, তা'দের সঙ্গে চালাকি? এঁ্যা এ হ'ল কি!

ভট্টা। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং—

রতি। আশ্চর্য্যের কথা যদি ব'ললে তবে—বুঝলে কি না—শোন। কি আশ্চর্য্যই বা দেখেছ, আর—বুঝলে কিনা—কি আশ্চর্য্যই বা শুনেছ! আমি ত—

(দীনবন্ধুর প্রবেশ)

হর। কে হে, বেই মশাই যে! কি সৌভাগ্য, আজ কোন ঘাটে মুখ ধুয়েছিলুম! যা হোক, আজ কি মনে করে, এতদিন পরে অধীনের গৃহে পদার্পণ হ'ল?

দীন। মশাই, আমার মত সামান্য লোককে বিদ্রূপ করা আপনার শোভা পায় না।

হর। তুমি সামান্য লোক কি রকম? চাকরে বাবু! মাস-কাবারি বাঁধা আয়!

দীন। মশাই, কমলার বড় অসুখ শুনে, খবর নিতে লোক পাঠিয়েছিলুম, তা'কে ত তাড়িয়ে দিয়েছেন। তা' দিন তা'তে আমার অপমান নেই। যখন মেয়ে দিয়েছি আমি সব সইতে বাধ্য। এখন যদি দয়া করে একবার কমলার সঙ্গে দেখা ক'রবার হুকুম দেন, তা হ'লে বড়ই বাধিত হই!

হর। ওঃ—এতদিন বাদে মেয়ের শোক যে তোমার উথলে উ'ঠল হে? ভবু ভাল! তবু ভাল!

দীন। মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা কেন?

হর। আচ্ছা দীনবন্ধু বাবু, এ বেগোড় ক'রলে কে?

দীন। আমার দুর্ভাগ্য, তা' ছাড়া আর কার দোষ দিব? বিবাহের সময় আপনি যা' চাইলেন, আপনার পক্ষে সামান্য হ'লেও তাই দিতে আমার প্রাণ বেরিয়ে গেল। আপনার ত কিছু অবিদিত নেই, আমার ভদ্রাসন খানি বাঁধা পড়লো; তারপর বিবাহের রাত্রিতে দ্রব্যাদি পছন্দ না হওয়ায়, আপনি যখন বর নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হন, আপনার পায়ে ধরে আমার স্ত্রীর অলঙ্কার গুলি দিয়ে তবে রক্ষা পাই।

হর। ওঃ—ভারি ত অলঙ্কার!

দীন। আজ্ঞে গরীবের ওই যে সর্ব্বস্ব। তার পর যথাসাধ্য

ফুলশয্যা পাঠালেম, আপনি লাথি মেরে ফেলে দিলেন। আমি আপনার পায়ে ধরে কাঁদলুম, তবু আপনার রাগ প'ড়ল না। সেই দিন থেকে কমলা আর আমার বাটী মুখো হ'তে পেলে না।

হর। যদি ক্ষমতাই নেই, তবে বড়লোকের ঘরে মেয়ে দিতে এসেছিলে কেন?

দীন। আমার চৌদ্দপুরুষের ঝকমারি! ডান হাতে করে নিজে যা' খেয়েছি, তা'র ত আর উপায় নেই। আপনি বড়লোক, জমিদার, আমার কাছ থেকে সামান্য টাকা পেলে না পেলে, আপনার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। আমাকে দয়া করুন, গরীবকে মাপ করুন।

হর। দয়া, মাপ, এ সব নিয়ে ঘর ক'রতে গেলে জমিদারের বিষয় রক্ষা হয় না। তোমার মত ছোটলোকের সঙ্গে আমি কোন সম্পর্ক রা'খব না, এ কথা ত আমি অনেক পূর্ব্বে বলে দিয়েছি, তবে আবার তুমি আজ বিরক্ত ক'রতে এসেছ কেন?

দীন। প্রাণের জ্বালায় এসেছি। কমলার অসুখের কথা শুনে—

হর। তাই কি ডাক্তার সঙ্গে করে এসেছ? আমার বউমার চিকিৎসা করা'তে পারি, সে ক্ষমতা আমার আছে; সে জন্যে তোমার কাছে আমাকে সাহায্য চাইতে হ'বে না।

দীন। আজ্ঞে তা' জানি, তবে শুধু একবার দে'খবার অনুমতি দিন। আজ চার বৎসর তা'কে একবার চ'খের দেখাও দেখিনি।

হর। আমার অন্দরের ভিতর আমি যা'কে তা'কে ঢু'কতে দিই না।

দীন। আপনাকে হাত জোড় ক'রে বলছি, দয়া করুন। এই দেখুন, আমি আফিসের পোষাক ছাড়ি নি, মুখে জল অবধি দিই নি, বেশী অসুখের খবর পেয়ে ছুটে আসছি।

হর। তোমার এ ছাড়া আর অন্য কোন কথা যদি না থাকে, তা হ'লে যেতে পার।

দীন। আপনার পায়ে ধ'রছি, আমায় একবার দে'খতে দিন; আপনারও কন্যা আছে, আমার প্রাণের জ্বালা কি বুঝতে পা'রছেন না?

হর। তুমি যদি ভাল মানুষিতে না যাও ত—

দীন। কি এতদূর!

হর। ইস্, চোখ রাঙ্গাও যে হে? কই হ্যায়?

(দ্বারবানের প্রবেশ)

দ্বার। হুজুর!

দীন। তুমি কি বড়লোক, তুমি কি ভদ্রলোক? হাড়ি, মুচির ঘরেও যে এমন ব্যবহার নেই। তোমার এই তেজ, এই অহঙ্কার কি চিরদিন থাকবে? বেশ জে'ন ভগবান কখনও এতদুর সহ্য ক'রবেন না।

[প্রস্থান।

হর। উল্লুকো মাফিক কেয়া দেখতা? পাকাড়ো—শালেকো।

রতি। পাকাড়ো—পাকাড়ো, এই কোন হ্যায়—বুঝলে কি না —পাকাড়ো—

ভট্টা। যঃ পলায়তি স জীবতি।

দ্বার। হুজুর, উতো বড় বাবু কো শ্বশুর হ্যায়।

হর। শ্বশুর হ্যায়, ত' তোমরা বাবাকো কেয়া হ্যায়, শালে ? তোমকো বরখাস্ত করেঙ্গে।

[দ্বারবানের প্রস্থান।

এত বড় মাথার উপর মাথা! হরনাথ মুকুয্যের জমিদারীতে বাস ক'রে, তা'রই বাটীতে ঢুকে তা'কে অপমান! আচ্ছা থাক তুমি, এর শোধ নেব। এস বৈঠকখানায় যাই।

রতি। এস ভটচায্—বুঝলে কিনা— বৈঠকখানায় যাই।

ভট্টা। চল, স্ফটিকপাত্রবিলাসিনী তীব্ররাগসুরঞ্জিতা—

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

পথ।

অতুল, শরৎ ও কতিপয় যুবক।

অতুল। ভাই সব! আমরা জাতীয়মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছি। কে কোথায় আছ ভারতবাসী, কে কোথায় আছ বঙ্গবাসী, সকলে ছুটে এস, এই মন্ত্র গ্রহণ কর, সমপ্রাণে, সমতানে একবার প্রাণ ভরে বল বন্দে মাতরং—

সকলে। বন্দে মাতরং।

সুরেন। ওই দেখ আমাদের ভাগ্যাকাশ উষার বিমল বরণে

রঞ্জিত হয়েছে। এ সময়, জীবনের এ সুমধুর প্রভাতে, আর নিদ্রিত থে'ক না। অলসনিদ্রা পরিত্যাগ ক'রে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। এস ভাই হিন্দু! এস ভাই মুসলমান! এস ভাই খৃষ্টান! আমরা সকলে জাতিগত পার্থক্য ভুলে, মনের সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ ক'রে, ভাই ভাই বলে আলিঙ্গন করি, সকলে মাতৃভূমির সেবায় প্রবৃত্ত হই, আর সকলে এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হই। ভাই সব একবার প্রাণভরে বল, বন্দে মাতরং।

সকলে। বন্দে মাতরং।

অতুল। চল, চল, জাতীয়ধনভাণ্ডারের জন্য আমরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রব। কে কোথায় স্বদেশহিতৈষী আছ, আমাদের ভিক্ষা দাও। ভাই সব, আর একবার প্রাণভরে বল, বন্দে মাতরং। তোমাদের কণ্ঠধ্বনি উচ্চ হতে আরও উচ্চে চলে যা'ক।

সকলে। বন্দে মাতরং, বন্দে মাতরং, বন্দে মাতরং—

[প্রস্থান।

(ভট্টাচার্য্য ও রতিকান্তের প্রবেশ)

ভট্টা। ভায়া! কি রকম, কি রকম ঠে'কছে যে! দুর্গা শ্রীহরি!

রতি। ঠে'কবে আবার কি?

ভট্টা। মাতরংএর দল বেরিয়েছে শুনলুম না? নারায়ণ!

রতি। আমাদের তা'তে আবার—বুঝলে কি না—ভয় কি? ওঃ, ওঁদের জন্যে আমরা—বুঝলে কি না—সুখস্বচ্ছন্দ ত্যাগ ক'রব! ডবল দাম দিয়ে—বুঝলে কি না—গুণচট কাপড় প'রতে হ'বে।

ভট্টা। সে কথা আর বল কেন ভায়া; যজমানেরা আজকাল ওইরূপ বস্ত্র প্রদান করে। আর তাই পরিধান ক'রে গৃহিণীর পশ্চাদ্দেশ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। সুতরাং তাঁহার আদেশ মত মিহি বিলাতী বস্ত্র ক্রয় করিতে হইল। মধুসূদন!

রতি। কি'নব না ত কি? আমরা হলুম—বুঝলে কি না—হরনাথ বাবুর বন্ধু, আমাদের এক কথা বলে কা'র বাবার সাধ্য? আমি ত এই ডাক ফোকর—বুঝলে কি না - বিলাতী কাপড় কিনে নিয়ে যাচ্ছি। এ রকম কাপড় না হ'লে,—বুঝলে কি না,—প'রে সুখ?

ভট্টা। ভায়া! ভায়া! মাতরংএর দল যে এই ধারেই আ'সছে! কালি, তরাও!

রতি। তাই ত! কি করা যায় ভটচায্?

(শরৎ সহ দলের প্রবেশ)

সকলে। বন্দে মাতরং—

শরৎ। মশাই জাতীয় ভাণ্ডারে কিছু ভিক্ষা দিন।

ভট্টা। পাঁচজন বড়লোক ধর বাবা, আমরা কি ভিক্ষে দেবার মানুষ? হরি বল!

শরৎ। আজ্ঞে, যা আপনাদের প্রবৃত্তি হয় তাই দিন।

ভট্টা। কিসে ভিক্ষা চাইচ?

শরৎ। জাতীয় ধন ভাণ্ডারের জন্য।

রতি। সে আবার কি?

শরৎ। দেশীয় শিল্পের উন্নতি কল্পে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে জাতীয় ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রতি। ভিক্ষে শিক্ষে—বুঝলে কি না—আমাদের হ'তে হ'বে না। অন্য লোক ধর।

শরৎ। কেন মশাই, কিছু দিলেনই বা ক্ষতি কি?

রতি। লাভই যে বিশেষ কিছু আছে,—বুঝলে কি না—তা' ত বুঝতে পারি না।

শরৎ। বগলে আপনাদের কি?

ভট্টা। নৈবিদ্য। হরি বল! হরি বল!

শরৎ। বগলে নৈবিদ্য কি রকম?

রতি। চালের পুঁটুলি।

শরৎ। বগলে যখন নৈবিদ্য আবার চালের পুঁটুলি, তখন দে'খতে হ'বে।

রতি। আমরা দেখা'ব না।

শরৎ। জোর করে দে'খব।

ভট্টা। কি দিন দুপুরে রাস্তার মাঝে বলাৎকার!

(শরতের জোর করিয়া কাপড়ের পুঁটুলি বাহির করন)

শরৎ। এ বেড়ে নৈবিদ্য ত? দেশ শুদ্ধ লোক বিলাতি জিনিস ত্যাগ করেছে, আর আপনারা বিলাতী কাপড় স্বচ্ছন্দে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন!

রতি। তা হয়েছে কি? আমাদের ইচ্ছে।

শরৎ। বটে! ভাই সকল এ কাপড় পোড়াতে হবে।

রতি। জান, আমরা হরনাথ বাবুর ইয়ার!

(অতুলের প্রবেশ)

অতুল। কি হয়েছে? কি হয়েছে?

শরৎ। দেখুন মশাই, এঁরা লুকিয়ে বিলাতী কাপড় কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। আবার এখন চোখ রাঙ্গাচ্ছেন।

অতুল। মশাই, এই কি আপনাদের উচিত কায?

ভট্টা। কি ক'রব বল বাবা! গৃহিণীর আদেশ, তাঁর পশ্চাদ্দেশ যে ক্ষত বিক্ষত, নারায়ণ

অতুল। এ কাপড় পুড়িয়ে ফেলা হ'বে। তবে আমি আপনাদের কাপড়ের দাম দিচ্ছি। আপনারা তাতে দেশী কাপড় কিনুন।

রতি। দেশী কাপড় যে গুণচট্।

অতুল। তা' যা'ই হ'ক, আপনাদের তা'ই কি'নতে হ'বে। আপনাদের কাপড়ের দাম কত?

ভট্টা। আমার দাম তিন টাকা পাঁচ আনা—দুর্গে দুর্গতিহরা।

রতি। আমার তিন টাকা তের আনা।

অতুল। সে কি মশাই, এ কাপড়ের জোড়া আড়াই টাকার বেশী যে হ'তে পারে না।

ভট্টা। সে কি বাবা! তোমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রব? মধুসূদন!

রতি। শিব! শিব!

অতুল। ভাল আমি তা'ই দিচ্ছি! শরৎ,কাপড় দুজোড়া পুড়িয়ে ফেলবার ব্যবস্থা কর।

সকলে। বন্দে মাতরম্!

(সুধীরের প্রবেশ)

সুধীর। কি অতুল বাবু! ব্যাপারখানা কি?

অতুল। এঁরা বিলাতী কাপড় কিনে নিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি

এঁদের দাম দিয়ে কাপড়গুলো পুড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা ক'রছি।

সুধীর। তা'তে লাভ?

অতুল। বিলাতী জিনিস কা'কেও ব্যবহার ক'রতে দিব না।

সুধীর। ভ্রম অতুল বাবু! মহা ভ্রম! ধরে বেঁধে জোর জবরদস্তি ক'রে কি কোন কায হয়? যা'দের প্রাণে দেশের মায়া নেই, স্বার্থ ভিন্ন যা'দের অন্য দীক্ষা, অন্য শিক্ষা নেই, দশের জন্য, দেশের জন্য যা'রা সামান্য একটু স্বার্থ, সামান্য একটু বিলাস ত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত নয়, যা'রা দেশ্ বলে কোন একটা পদার্থ আছে বলে মনে করে না, সেই সব লোকের উপর জোর ক'রে আপনি দেশের কি কায ক'রবেন, তা' আমি বুঝতে পারি না।

অতুল। এ রকম ক'রলে লোকে ভয়ে আর বিদেশী জিনিস কি'নবে না।

সুধীর। ভয়ে কোন কায হয় না অতুল বাবু! প্রাণের টান চাই, দেশের জন্য সত্য সত্য প্রাণ কাঁদা চাই। যদি আমাদের সে টান থা'কত, তা হ'লে আজ কি আমাদের এতদুর অধঃপতন হয়? এই যে সুজলা, সুফলা, স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতভূমি, যার শিল্পনৈপুণ্যে একদিন সমস্ত সভ্যজগৎ স্তম্ভিত হ'ত, আজ তা'র অধিবাসীরা লজ্জানিবারণের জন্য পরমুখাপেক্ষী; যে ভারত দেশে দেশে অন্ন বিতরণ করে, যেখানে টাকায় একদিন আটমণ চাল বিক্রীত হ'য়েছে, সেই স্থানের লোক আজ দুর্ভিক্ষে অন্নকষ্টে প্রাণত্যাগ ক'রছে;

যে ভারত সমস্ত জগতে বিদ্যালোক দান করেছে, সেই ভারত এখন বিদ্যালাভের জন্য পরের দ্বারে ভিক্ষার্থী! এতদূর অধঃপতন আমাদের কেন হ'ল? সে কি আমাদের দোষ নয়? স্বজাতিপ্রেম, দেশের মায়া আমাদের প্রাণে বিন্দুমাত্র থা'কলে কি কখন এমনটা হয়? এ মোহনিদ্রা কি পিঁপড়ের কামড়ে ভাঙ্গে? এ শুধু পাশ ফিরে শোওয়া; বিছের কামড় দরকার, অতুল বাবু, বিছের কামড় দরকার; ভয় দেখিয়ে কায হয় না!

অতুল। সকলেই কি দেশহিতৈষী হয়? সকলের প্রাণই কি দেশের জন্যে কাঁদে? অনেক সময় ভয় দেখিয়ে কায সারতে হয় বই কি; রাণা প্রতাপ মেষপালকের ফাঁসি দি'ছলেন কেন, তা'ত জানেন? যে ভয়ে আর কেউ সে ধারে যা'বে না।

সুধীর। কা'র নাম ক'রছেন অতুল বাবু? কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা? যে মহাপুরুষ রাজভোগ পরিত্যাগ করে, বিলাস-লালসা তুচ্ছ করে, জটাবল্কল পরিধান করে, দেশের জন্যে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, যাঁর তুলনা পৃথিবীতে নাই, যিনি লোককে দেশের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করতে শিখিয়ে গেছেন, তাঁর সঙ্গে কি আপনাদের তুলনা? আপনাদের বাক্য আছে, কার্য্য কই? উপদেশ আছে, উদাহরণ কই? ইচ্ছা আছে, কিন্তু আত্মত্যাগ কই? আপনারা নিজেরা স্বার্থত্যাগ না ক'রলে, সাধারণ লোক কি দেখে আত্মত্যাগে প্রণোদিত হবে?

অতুল। কেন, এই যে আমরা এত পয়সা খরচ ক'রছি, এত সময় নষ্ট ক'রছি, এগুলো কি স্বার্থত্যাগ নয় ?

সুধীর। হ'তে পারে। আপনারা কেউ কেউ একটু আধটু স্বার্থ-ত্যাগ ক'রছেন বটে, কিন্তু এই অধঃপতিত দেশকে পুনরায় উন্নতির মার্গে আ'নতে, এই নির্জ্জীব নিশ্চেষ্ট জাতিকে সজীব ক'রতে, বহুকালের এই মোহনিদ্রা ভাঙ্গাতে যে টুকু আয়াসের আবশ্যক, যে পরিমাণ আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন, তার সিকির সিকিও আপ-নাদের নেই। বহু শতাব্দীর নিষ্পেষণে আমাদের যে জড়তা, যে নির্জ্জীবতা এসেছে, তা' দূর ক'রতে সমবেত শক্তি, ধৈর্য্য ও কর্ম্মের প্রয়োজন, তা দূর ক'রতে নিষ্কাম-ভাবে আমাদের বক্ষশোণিত দান ক'রতে হ'বে। শুধু হুজুক, শুধু নাম কেনবার ইচ্ছা, আর বৃথা চেঁচামেচিতে এ কায হ'বে না।

অতুল। আপনি যা' ব'লছেন, তা' ত এক দিনে হয় না, ক্রমে ক্রমে হ'বে।

সুধীর। নিশ্চয়ই, আমিও ত সেই ক্রমে ক্রমের কথাই ব'লছি। আপনারা লাফিয়ে মনুমেণ্টে উ'ঠতে চাইচেন, তা'ও এক রকম লাফানি নয়; যাঁর যেমন ইচ্ছে, তিনি সেই রকম লাফাচ্ছেন; কেউ তুড়ি লাফ দিচ্ছেন কেউ ডিগ্-বাজী খাচ্ছেন, কেউ লম্বা লাফ দিচ্ছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ, রৈ রৈ, গোলযোগ হচ্ছে। কাযের মধ্যে দর্শকদের হাততালি, আর আপনাদের হাত পা ভাঙ্গা। ফলতঃ there is no method in your movement.

আমি বলি কি—ধৈর্য্য ধরে, সকলে ভাল করে পরামর্শ করে, প্রাণপণ করে মনুমেণ্টে ওঠার সিঁড়ি ত'য়ের ক'রতে লেগে যান; গাঁথুনি যেন শক্ত হয়, বনিয়াদ যেন পাকা হয়।

অতুল। পাকা বনিয়াদ হ'বে কি রূপে? আপনার মতটা কি শুনি?

সুধীর। বনিয়াদ হ'ল আমাদের ভবিষ্যৎ আশাভরসার স্থল এই ছাত্রমণ্ডলী। কিন্তু বনিয়াদ আপনারা কাঁচা করে ফেলছেন। হুজুকে মেতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কার্য্যক্ষতি করা উচিত নয়। গলাবাজী করে "বন্দে মাতরং" ব'ললে কায হ'বে না, তাতে লেখাপড়ার ক্ষতি এবং গভর্মেণ্টের বিরক্তির উদ্রেক হবে মাত্র। আপনারাও প্রাণে প্রাণে "বন্দে মাতরম্" বলুন এবং ওদেরও ব'লতে শেখান। প্রাণের সহিত ভগবানকে ডা'কলে, তিনি কখনই ভক্তের সে ডাক উপেক্ষা করেন না। কিন্তু লোক দেখিয়ে আড়ে আড়ে বিকল্পে স্ত্রীলোক দে'খতে দে'খতে গঙ্গাতীরে দু'বার পৈতা না'ড়লে কি কায হয়? মাতৃভূমির প্রতি যথার্থ ভক্তি, স্বদেশের জন্য স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ এবং দেশের যথার্থ কার্য্য ক'রতে শেখান, তখন যথার্থ "বন্দে মাতরং" ব'লবার অধিকার হ'বে, নইলে বৃথা গোলমালে কায হ'বে না, National universityতে কোন দুঃখই হরিপালে যা'বে না, দুখানা বিলাতি কাপড় পোড়া'লে আমাদের কোন লাভই হ'বে না।

অতুল। বলেন কি সুধীর বাবু, আপনি যে পাগলের মত কথা কইতে লা'গলেন! বিলাতী কাপড় নষ্ট ক'রে আমাদের লাভ নেই? স্বদেশীশিল্পের উন্নতিতে আমাদের লাভ নেই?

সুধীর। স্বদেশীশিল্পের উন্নতিতে আমাদের লাভ নেই, একথা আমি একবারও বলি নি। তাইতেই ত আমাদের লাভ, সেই কাযই ত আমাদের ক'রতে হ'বে, সেই হ'লেই ত আমাদের প্রকৃত উন্নতি হ'বে। আমি ব'লছি, আপনাদের প্রদর্শিত পন্থা ঠিক নয়।

অতুল। কিসে?

সুধীর। আপনাদের উদ্দেশ্য দুইটী; স্বদেশী শিল্পের উন্নতি, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিলাতীবর্জ্জনে বিলাতকে জব্দ করা। দেখুন, আমরা এত পেছিয়ে পড়েছি, যে বিলাতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আমাদের অসম্ভব। আমরা সস্তায় প্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যবহারে এত অভ্যস্ত হয়েছি, যে হঠাৎ তা' ত্যাগ ক'রতে লোকে প্রস্তুত হ'বে না। জনকতক ভদ্রলোক, কাপড়, চিনি, আর লবণ ছা'ড়লে বিলাতের ক্ষতি কত হ'বে? আর আমাদের স্বদেশী শিল্পেরই বা কত উন্নতি হ'বে? এই যে আপনারা কাপড় পোড়া'বার ব্যবস্থা ক'রছেন, এটা কত ভ্রম! তা'দের কাপড় দু'খানা বিক্রয় হ'ল ত, অথচ কোন ব্যবহারে লা'গল না। এটাকে কি ব'লব?

অতুল। তবে ঠিক পন্থাটা কি?

সুধীর। আমার সামান্য বিবেচনায় আমাদের দেশের লোকের অন্নকষ্ট দূর ক'রতে হ'বে। এই দুর্ভিক্ষপীড়িতজাতিকে পেট ভরে খেতে দিতে হ'বে। পেটে খেতে পেলেই সব লোক স্ফূর্ত্তি করে উৎসাহ সহকারে কায ক'রতে পা'রবে, শিল্পীর হাত তখন আপনিই খু'লবে।

অতুল। অন্নকষ্ট যা'বে কি ক'রে?

সুধীর। যে দেশে টাকায় আট মণ চাল বিকিয়েছে সে দেশে এখন আট টাকায় একমণ চাল কি'নতে হয় কেন?

অতুল। দেশের চাল সব বেরিয়েই যায় ত দাম চ'ড়বে না কেন?

সুধীর। তবে? দেশের চাল, দেশের গম, সব বেরিয়ে গিয়ে বিদেশের লোককে খেতে দেবে, আর দেশের লোক দুর্ভিক্ষে ম'রবে না ত কি? আপনারা যেমন স্বদেশী ক'রছেন করুন, তা'র সঙ্গে সঙ্গে এই আসল কাযটা করুন দেখি; দে'খবেন দশ বৎসরের মধ্যে দেশের চেহারা ফিরে যা'বে।

অতুল। তা'হ'লে যে Free Trade Principle এ আঘাত পড়ে, আমরা ত তা' হ'লে loser হই।

সুধীর। ও সব সিদ্ধান্ত ছাড়ুন। নিজেদের খা'বার উপযুক্ত চাল, গম, প্রভৃতি আগে রেখে, উদ্বৃত্ত অংশ নিজেরা পরের বাজারে বেচুন দেখি, তাঁ'রাও জব্দ হ'বেন, আর দেশের লোকের অন্নকষ্টও যা'বে। আর তখন দে'খবেন National Wealth বা'ড়লেই আপনা আপনি শিল্পের উন্নতি হ'তে থা'কবে।

অতুল। হ্যাঁ, আপনি অনেকটা ঠিক ব'লছেন বটে, তবে কাযটা বড় শক্ত।

সুধীর। শক্ত নয় ত কি মোলায়েম কায? অনেক জমিদার আছেন, অনেক বড় লোক আছেন, সকলে মিলে চেষ্টা করুন, টাকাটা ওইতে ফেলুন, নিশ্চয় কায হ'বে। আর একটা কথা, হাল ফিল মোকদ্দামা গুলো কমিয়ে ফেলুন দেখি। সমস্ত দাওয়ানী মোকদ্দামা আর Police cognizable case ছাড়া, সমস্ত ছোট খাট ফৌজদারী মোকদ্দামা গুলো, সব গ্রামে গ্রামে সালিসিতে মেটান দেখি। জরিমানার টাকা গুলো সব এক ক'রে, ওই চাল, ডাল, গম আটকানর কাযে দিন। সকলে এক প্রাণে লাগুন, দশ বৎসরের মধ্যে দেশের শ্রী ফি'রবে!

অতুল। আপনার কথা গুলো ভাববার বিষয় বটে। দাও শরৎ, কাপড় ওঁদের ফিরিয়ে দাও। সুধীর বাবু kindly একবার দেখা ক'রবেন, এ সম্বন্ধে কথা কইব।

সুধীর। যে আজ্ঞে।

রতি। তাই ত কিছু লাভ হচ্ছিল—বুঝলে কি না—তাও হ'ল না!

ভট্টা। বরাত, ভায়া বরাত! হরি বল! হরি বল!

——০——

চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

পাঠাগার।

কমলা।

কমলা। আমার কি পোড়া অদৃষ্ট! ধনরত্ন, পোষাকপরিচ্ছদ, দাসদাসী, কিছুরই অভাব নাই; মুকুয্যেদের বাড়ীর এক ছেলের একমাত্র বউ; মনের মতন দেবতা স্বামী আমা বই আর জানেন না! আশ্চর্য্য! তবুও আমার প্রাণে শান্তি নাই, তবুও আমার বুকের ভিতর দিবা নিশি আগুন জ্ব'লছে। বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! কি অদ্ভুত বিড়ম্বনা! এত সুখের মধ্যে থেকেও আমি সুখী নই! স্ত্রীলোকের শ্বশুর বাড়ীতে আর বাপের বাড়ীতে যদি অমিল হয়, বিশেষতঃ এক পক্ষ বড়মানুষ, আর অন্য পক্ষ যদি গরীব হয়, তা' হ'লে হাজার সুখের মাঝেও তার দুঃখের সীমা থাকে না। হয় বাপের লাঞ্ছনা, নয় স্বামীর লাঞ্ছনা, সদাই তার প্রাণে তপ্ত শলাকা বিদ্ধ করে। রূপে, গুণে, ধনে, মানে, কুলে, শীলে, বিদ্যাবুদ্ধিতে অমন স্বামী কা'র হয়? কা'র স্বামী তা'র স্ত্রীকে অত ভালবাসে? কিন্তু গরীবের মেয়েকে স্বামী ভালবাসেন বলে সকলেই আমার উপর খড়্গ-হস্ত, তাঁ'রও উপর বিরক্ত। বাপমার লাঞ্ছনা আর সহ্য ক'রতে পারি না। ভগবন্! আমার কি মরণ নেই?

(পরেশের প্রবেশ)

পরেশ। কি কমল, কি হচ্ছে ?

কমলা। তোমার বই টই গুলোতে সব ধূলো জমে গেছে, তাই ভাল করে গুছিয়ে রা'খছি।

পরেশ। থাক, তুমি এখনও খুব কাহিল, পরিশ্রম ক'রে কি আবার ব্যায়রামে প'ড়বে ?

কমলা। এতে আর পরিশ্রম কি? এতে আমি খুব ভাল থা'কব।

পরেশ। আচ্ছা, দুপুর বেলা হঠাৎ তুমি এ ঘরে হাজির যে ?

কমলা। ওই ত ব'ললুম বই গুলো গুছিয়ে রা'খতে।

পরেশ। তা নয়, আদত কারণ আমি জানি।

কমলা। কি ? শুনতে পাই না ?

পরেশ। তুমি আমাকে একবার চুরি করে দেখতে এসেছ।

কমলা। ওঃ, কি একেবারে অপূর্ব্ব সামগ্রী যে চুরি করে দে'খতে হ'বে !

পরেশ। যা'ই হৌক ধরে ত ফেলিছি।

কমলা। যদি তা'ই হয়, তা কি হয়েছে ?

পরেশ। হ'বে আর কি ? তবে কেউ টের পেলে এখনি হুলস্থূল হ'বে তা জান ত ?

কমলা। সে তখন দেখা যা'বে, "পেটে খেলে পিটে সয়" একটা প্রবাদ আছে না ?

পরেশ। তোমার পড়া শুনা কেমন হচ্ছে ?

কমলা। মাষ্টারেরই যদি খোঁজ না থাকে, ত ছাত্রী ক'রবে কি ?

পরেশ। এস, আজ তোমাকে একটু পড়াই। তোমার বই কোথা ?

কমলা। আমার ঘরে।

পরেশ। আচ্ছা থাক, সে দিন জল থেকে বাষ্প হ'য়ে কি রকম করে মেঘের উৎপত্তি হয়, তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছি, তোমার মনে আছে ত ?

কমলা। আছে।

পরেশ। মেঘ থেকে কি রকম করে বৃষ্টি হয়, আজ বলি শোন। আগে বলেছি জল তা'তলেই বাষ্প, আর বাষ্প ঠাণ্ডা হ'লেই জল। মেঘ বাষ্পের সমষ্টি মাত্র। উপরে ঠাণ্ডা বেশী, তাই—তুমি শু'নছ না, অন্যমনস্ক হচ্ছো!

কমলা। না, শু'নছি বই কি।

পরেশ। কই, কি ব'ললুম বল দেখি ?

কমলা। বাষ্পে তাত লেগে—মেঘ হয়ে—

পরেশ। বেশ শুনেছ, মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছ কেন ? কি দেখছ ?

কমলা। কি দেখছি ? যা' দে'খলে আমি জগৎসংসার ভুলে যাই, যা' দেখলে আমি আত্মহারা হই, দিবানিশি শয়নে স্বপনে যা আমার চ'খের সামনে থাকে, যা' দেখে আমি সব জ্বালাযন্ত্রণা ভুলে যাই, যা' দেখা প্রায়ই আমার ভাগ্যে ঘটে না, সেই মুখখানি আমি প্রাণ ভরে দেখছি, কই তবু ত সাধ মেটে না।

পরেশ। কমল! কমল! আমার কমল! আমার প্রাণের

জ্বালা কে বুঝবে? এক দিকে জন্মদাতা পিতা, অন্য দিকে প্রাণস্বরূপিণী, লক্ষ্মীরূপিণী অর্দ্ধাঙ্গিনী!

কমলা। আমার জন্মজন্মান্তরের কত পুণ্য, যে তোমার চরণে স্থান পেয়েছি।

পরেশ। কমল! তোমার প্রাণের কষ্ট আমি সব বুঝতে পারি। যে পিতার আদেশ আমি অন্যায় জেনেও অবহেলা ক'রতে পা'রছি না, সেই পিতামাতাকে তুমি কত দিন একবার চ'খের দেখাও দে'খতে পাও নি! দেখা ত দূরের কথা, তাঁদের অপমান, তাঁদের প্রতি কটূক্তি, তোমার বুকে যে শেলসম বাজে, তা কি আমি বুঝতে পারি না? কিন্তু কি ক'রব কমল, উপায় নেই, আমার হাত পা বাঁধা!

কমলা। যাক, ও কথা ছেড়ে দাও।

পরেশ। ছেড়ে দিব কি? ওই কথাই যে আমার দিবারাত্র চিন্তা, শয়নেস্বপনে, ভোজনেভ্রমণে, ওই কথাই যে আমার জপমালা! তোমার প্রাণের কষ্ট শুধু আমি বুঝি, এ বাটীতে আর কেউ বোঝে না। কিন্তু কমল! সে কষ্ট দূর ক'রবার হাত আমার নেই।

কমলা। আমার জন্য তুমি তোমার সাধ্যের অতীত কাযও করেছ; পিতার আদেশ অবহেলা করে পুনর্ব্বার বিবাহ ক'রতে সম্মত হও নি; সেই অবধি তিনি তোমার উপর বিরক্ত। আর তুমি কি ক'রবে! আমার কপাল খারাপ। কিন্তু তুমি ভেব না তোমার শরীর খারাপ হ'বে, পড়া শুনাও ভাল হ'বে না।

পরেশ। আর পড়া শুনা! পড়াশুনার ব্যাঘাত হ'বে মনে ক'রে, তোমার সঙ্গে দেখাশুনা করা এক রকম বারণ। প'ড়ব কি, পুস্তকের প্রতিপত্রে প্রতিছত্রে তোমার মুখখানি দে'খতে পাই,তোমার একটী কথার আওয়াজ শু'নব ব'লে সদাই উৎকর্ণ হ'য়ে থাকি, তোমার চিন্তাই আমার ধ্যান জ্ঞান!

কমলা। ছিঃ! তুমি পুরুষমানুষ, এ সব কথা কি তোমার মুখে শোভা পায়? দাসী ব'লে যে চরণে স্থান দিয়েছ, সকলের বিরক্তি উপেক্ষা ক'রেও যে আমাকে পায়ে ঠে'লে ফে'লে দাও নি, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট, তা'র বেশী আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র তোমার সম্মুখে, সামান্যা এক নারীর জন্য কর্ম্মে অবহেলা ক'র না।

পরেশ। কমল! আমি সব বুঝি, কিন্তু—

কমলা। কিন্তু নয়, আর এই ক'টা মাস একটু চেপে প'ড়লেই এম, এ, টা পাশ করে ফে'লবে, তার পর—

পরেশ। তা' ত ফে'লব; কিন্তু মন ঠিক থা'কলে ত পড়ার চাড় আ'সবে। যদি তোমার উপর দিবারাত্রি নিষ্ঠুর ব্যবহার না হ'ত, যদি তোমাকে আমি দিন অন্ততঃ এক বার শুধু চ'খেও দে'খতে পেতুম, তা'হ'লে আমার পড়া এখনকার চারগুণ হ'ত। যে সব কর্ত্তৃপক্ষ ছেলের পড়ার ক্ষতি হ'বে ব'লে, স্ত্রীকে বাটীতে রেখেও দেখাশুনা ক'রতে দেন না, তাঁ'রা জানেন না যে তাঁ'দের মুষ্টিযোগ রোগের উপশম না ক'রে রোগীর

প্রাণনাশ করে। তাঁদের উচিত যে পঠদ্দশায় ছেলের বিবাহ না দেওয়া।

কমলা। ও সব কথা ছেড়ে দাও,এখন তুমি পড়,আমি চ'ললুম।

পরেশ। দাঁড়াও, আর একটু দাঁড়াও; আর একবার ওই মুখখানি প্রাণভরে দেখি। ওকি কমল! তোমার চ'খে জল কেন?

কমলা। কিছু না, আমি যাই, আমাকে ছেড়ে দাও।

পরেশ। যাবে? কমল! আমার কমল!

কমলা। ছিঃ! মনের উপর তোমার জোর নেই? আমার অপরাধ নিও না, আমি চ'ললুম।

(রেবতীর প্রবেশ)

রেবতী। ওমা, কি ঘেন্না! আজ কালকার ছেলে মেয়ে গুলো হ'ল কি গো! পরেশ, তুই বে ক'রে একেবারে গোল্লায় গেছিস? এমন মাগমুখো বেটাছেলে ত কোথাও দেখি নি!

পরেশ। হ্যাঁ দিদি, কি ক'রব বল? তোমরা ত বে না দিলেই পা'রতে।

রেবতী। আর ছুঁড়ীরই বা আক্কেল কি! আমরাও ত বউ ছিলুম, এ কি বেহায়া গো! তবু যদি বাপের পয়সা থা'কত, তা'হ'লে না জানি আরও কত হ'ত! ওঃ! রাঙ্গাচোখের পানি যে অমনি পেনপেনিয়ে ঝ'রতে সুরু হ'ল!

পরেশ। দিদি! আর কেন, ক্ষান্ত হও।

রেবতী। তুই কি হলি রে! মাগের হ'য়ে আমার সঙ্গে যে কোমর বেঁধে লাগলি! কালে কালে কতই হ'বে!

[কমলার প্রস্থান।

রেবতী। যাস্ কোথা? আজ বাবাকে ব'লে তোর কি শতেক খোয়ার করি, দে'খবি এখন।

[রেবতীর প্রস্থান।

পরেশ। এততেও আমাকে ভাল ক'রে প'ড়তে হ'বে! পড়াশুনায় মন দিতে হ'বে! কমল! কমল! তুমি কেন আমার হাতে প'ড়লে?

(শরতের প্রবেশ)

শরৎ। পরেশ বাবু! পরেশ বাবু! অতুল বাবু এসেছেন, অতুল বাবু এসেছেন! আসুন, আসুন, আস্তে আজ্ঞা হ'ক?

(অতুলের প্রবেশ)

পরেশ। কি সৌভাগ্য! আসুন, আসুন, বন্দে মাতরং।

অতুল। বন্দে মাতরং—অনেক দিনের পর পরেশ বাবুর সঙ্গে দেখা, ভাল আছেন ত? আপনি আর বড় একটা বাড়ী থেকে বেরুনই না।

পরেশ। আজ্ঞে, এক্জামিনেশন এসে পড়েছে কি না।

শরৎ। হ'লেই বা এক্জামিন, পড়াশুনা কি আর কেউ করে না, পরেশ বাবু? একটু আমোদ আহ্লাদ না ক'রলে বাঁ'চবেন কি ক'রে?

পরেশ। ওঃ, শরতের যে বড় গ্রাণ্ড ড্রেস দেখছি হে!

অতুল। শরতের কথা ছেড়ে দিন। শরৎ হচ্ছে "I am monarch of all I survey."

শরৎ। আজ্ঞে তা' নয়,আমি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থা'কতে ভালবাসি।

অতুল। আজ রাত্রে আপনাকে আমার ওখানে আহার ক'রতে হ'বে। পাঁচজন বন্ধুবান্ধব মিলে একটু আমোদ আহ্লাদ ক'রব।

পরেশ। আমার শরীরটে ভাল নেই।

শরৎ। তা ব'ললে আমরা ছাড়ছি না পরেশ বাবু! আপনাকে যেতেই হ'বে।

পরেশ। রাত্রে গুরু আহার ক'রলে শরীর খারাপ হ'বে, আর পড়াশুনারও ক্ষতি হ'বে।

অতুল। একটা রাত্রে ঘণ্টা কতক বই ত নয়, তা'তে আর কি ক্ষতি হ'বে? তা'হ'লে সন্ধ্যার পর বাগানে আপনাকে expect ক'রব।

পরেশ। বাগানে!

শরৎ। বাগান বৈ কি, তা না হ'লে কি স্ফূর্ত্তি হয়?

অতুল। পাঁচজন বন্ধুবান্ধব থা'কবে, একটু গাওনা বাজনা হ'বে। বাগানে একটু বেশী Freedom feel করা যায়।

পরেশ। আমি সন্ধ্যার পর যা'ব, কিন্তু বেশীক্ষণ থা'কতে পা'রব না, ঘণ্টা খানেক থেকেই চলে আ'সব।

অতুল। আচ্ছা, আচ্ছা তাই হ'বে। এখন আমি বড় ব্যস্ত আছি, তা' হ'লে ভু'লবেন না। বন্দে মাতরং—

পরেশ। বন্দে মাতরং

পঞ্চম দৃশ্য।

— ৭ —

কক্ষ।

রুগ্নশয্যায় খোকা শায়িত।

অনুপমা ও ক্ষান্ত।

অনু। কি উপায় করি? কেমন করে বাছার প্রাণ পাই? হে মা কালি! তোমাকে বুক চিরে রক্ত দেব মা, আমার বাছাকে পায়ে ক'রে ঠেলে ফেলে দাও।

ক্ষান্ত। চুপ কর মা, তাঁর মনে যা' আছে হ'বে, আমরা কি ক'রতে পারি?

অনু। গোড়া থেকে ভাল করে চিকিৎসা করা'তে পা'রলে কি বাছা আমার এমন জেরবার হ'য়ে পড়ে? সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, আমার বংশের দুলাল একটী মাত্র ছেলে, আমার শিবরাত্রির সলতে, সে সলতে কি জ্ব'লতে না জ্ব'লতেই নিভে যা'বে?

ক্ষান্ত। কপালে যা' লেখা আছে কা'র সাধ্য তা খণ্ডন ক'রবে? তুমি ভেব না মা! বাবু কলকেতা থেকে ভাল ডাক্তার আ'নতে গেছেন।

অনু। আর ডাক্তার কি ক'রবে? একেবারে যে নিদেন হয়েছে; এখন যদি মা কালী মুখ তুলে চান, তবেই রক্ষে! কিন্তু মা! আর জন্মে তুমি আমার মা ছিলে, নইলে তুমি কেন এত ক'রবে?

ক্ষান্ত। ছিঃ, ও কথা ব'লতে নেই, আমি আর কি ক'রেছি?

অনু। কি ক'রেছ? আজকালকার কালে কেউ যা' করে না তা'ই ক'রেছ। আমাদের জন্যে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছ, গতর পাত করে ফে'লছ; দিনরাত জ্ঞান না ক'রে খোকাকে নিয়ে আছ, খোকার চিকিৎসার সমস্ত খরচই ক'রছ।

কান্ত। তোমাদেরই খেয়ে গতর, তোমাদের হ'তেই দু'পয়সা ছিল, তোমাদের কাযে যে লা'গছে, এই আমার পরম ভাগ্য; এখন যদি খোকার প্রাণ পাই ত বু'ঝতে পারি।

(লীলার প্রবেশ)

লীলা। সুধীর বাবু আ'সছেন।

(সুধীরের প্রবেশ)

সুধীর। খোকা কেমন আছে?

অনু। ভাল নেই বাবা! আজ আর দুধ টুকু পর্য্যন্ত ঘিটছে না, আর গায়ে যেন হলুদ ঢেলে দিয়েছে।

সুধীর। দীনবন্ধু বাবু কোথায়?

অনু। কলকেতা থেকে ভাল ডাক্তার আ'নতে ভোরে বেরিয়ে গেছেন।

সুধীর। (খোকাকে ভাল করিয়া দেখিয়া ও নাড়ী টিপিয়া) Oh! The ebbing tide! The rapid flow of the genial warmth!

অনু। কি ব'লছ?

সুধীর। কিছু না।

দীনবন্ধু। [নেপথ্যে] লীলা! ডাক্তার সাহেব এসেছেন।

সুধীর। ভিতরে নিয়ে আসুন।

(দীনবন্ধু ও ডাক্তারের প্রবেশ)

দীন। দেখুন মশাই, যদি কিছু ক'রতে পারেন, আমি কেনা হ'য়ে থা'কব।

ডাক্তার। আপনাদের কি একটা বিশেষ দোষ আছে জানেন, eleventh hour না হইলে আমাদিগকে ডাকেন না।

সুধীর। সব সময় সকলের ঘরে ত আর একশো টাকার নোট তাড়াবন্দি থাকে না।

ডাক্তার। কে আপনি?

সুধীর। একটী মনুষ্য বোধ হয়।

ডাক্তার। আপনার boy কোথায়? I have got no time to waste.

দীন। এই যে, আসুন।

সুধীর। The tickling of a watch, every second, warns a man, that he has been nearing his grave.

দীন। কি রকম দে'খলেন?

ডাক্তার। Case খুব serious বটে,তবে আমি hopeless ব'লতে পারি না। বাইরে চলুন, আমি Prescription লিখে দিচ্ছি। এখনি Bathgateএর বাটী থেকে ঔষধ নিয়ে আসুন। দাম কিছু বেশী প'ড়বে, তিনটে ঔষধ প্রায় দশ বার টাকা প'ড়বে। কাল আমার নিকট পুনরায় খপর দিবেন। আর পথ্যের বিষয় –

সুধীর। ডাক্তার সাহেব! এত যে ব্যবস্থা ক'রছেন,নাড়ীটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছেন কি?

ডাক্তার। আপনি কি বিবেচনা করেন আমি Diagnosis না

করিয়াই Prescription করিতে প্রস্তত ? This is really most impertinent of you.

সুধীর। হ'তে পারে।

ডাক্তার। Who and what are you ? How much insight do you possess in Medical Science ? How many degrees have you got and of what University, pray ?

সুধীর। বাবা! আপনি যে একেবারে প্রশ্নের ঝাঁক ছেড়ে দিলেন! Don't you choke yourself with emotion, Doctor !

ডাক্তার। Do you mean to cut jokes at my expense ?

সুধীর। না সাহেব, ঠাট্টা ক'রব কেন? আপনার সঙ্গে ত আমার ঠাট্টার সম্পর্ক নয়। আমি ডাক্তারও নই, আর গণ্ডা কতক ডিগ্রীও আমার গায়ে ঝু'লছে না। তবে এই মাত্র ব'লতে পারি যে, আমার Commonsense ব'লছে নাড়ীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ।

ডাক্তার। Then I do not like to discuss the matter with a lay man.

সুধীর। All right, but "There are many things in this world Horatio, which your proud philosophy never dreamt of."

ডাক্তার। Now Babu, my fee—

অনু। ওগো শীঘ্র এস, খোকা কেমন ক'রছে!

লীলা। বাবা! বাবা!

দীন। মশাই, একবার দেখুন।

ডাক্তার। No use, it is going out.

দীন। Going out ?

ডাক্তার। Yes—my fee—

দীন। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

(অনুপমার মূর্চ্ছা)।

সুধীর। ডাক্তার সাহেব, বাইরে এসে একটু অপেক্ষা করুন, এখনই আপনার ফি দিয়ে আঁসছি। স্ত্রীলোকেরা শোকে অভিভূতা হয়েছেন, এ সময় ওঁদের লজ্জাসরম তিরোহিত হয়েছে, আপনার এখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়।

ডাক্তার। কিন্তু আমি অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না, My time has value.

সুধীর। ছি! ছি! ব্যবসা ক'রতে বসেছেন বলে কি দয়ামায়া, চক্ষুলজ্জা সমস্তই পরিত্যাগ করেছেন? আপনি কি মনুষ্য নন? আপনার কি হৃদয় নেই? যদি আপনার একমাত্র পুত্র আজ আপনার চক্ষের উপর আপনার পত্নীর ক্রোড়ে মানবলীলা সম্বরণ ক'রত, তা হ'লে বু'ঝতে পা'রতেন, যে এই ভদ্রলোকের এখন অবস্থা কি? তা' হ'লে দুমিনিট অপেক্ষা ক'রতে আপনি কাতর হ'তেন না। যাই হ'ক এই নিন আপনার ফি, এখন বিদেয় হোন।

[ডাক্তারের প্রস্থান।

লীলা। বাবা! বাবা! মা যে কথা কইছেন না, কি হ'বে?

সুধীর। ভয় নেই—ভয় নেই, মুখে জল ছিটিয়ে দাও।

অনু। কই কই, বাছা আমার কই? বাবা-বাবা!

সুধীর। দীন বাবু! আপনি পুরুষমানুষ, আপনি অধীর হ'লে চ'লবে না। আপনাকে বুক বাঁধতে হ'বে। আপনি স্ত্রীলোকদিগকে সান্ত্বনা করুন, আমি দেহ স্থানান্তর করি।

দীন। ওহো—হো!

(সুধীরের মৃতদেহ উঠাইয়া লওন, ক্ষান্ত ও লীলার অনুপমাকে ধারণ।)

অনু। কোথা নিয়ে যাও? আমার বাছাকে কোথা নিয়ে যাও। তোমার পায়ে পড়ি নিয়ে যেও না। ওগো আমার সোনার বাছাকে এক বার দেখতে দাও। ওহো—হো—

(মূর্চ্ছা।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বাগান-বাটী।

অতুল, শরৎ, রতিকান্ত, কতিপয় বন্ধু, মুন্না ও বেশ্যাগণ।

শরৎ। লোক পিছু একটা, বাবা লোক পিছু একটা! এ রকম বাগান কোন্ শালা দিতে পারে?

রতি। বাগানের কথা যদি ব'ললে ত—বুঝলে কি না,—আজ বিশ বৎসর আগে, সীতাপতি ঝুনঝুনওয়ালা মহারাজ—বুঝলে কি না—একবার বাগান দি'ছল! ক্রোড়পতি—বুঝলে কি না,—বিশ ক্রোড় টাকার মালিক! কিবে বাগান, আর কিবে সব কারখানা! পুকুরের জল ছেঁচে,—বুঝলে কি না,—একেবারে মদে ভরিয়ে দিলে; কত খাবে খাও। এক একটা লোকের জন্যে—বুঝলে কি না—একশ করে মেয়ে মানুষ বরাদ্দ। বস্ বাবা—বুঝলে কি না—স্বয়ম্বরা হয়ে নাও।

শরৎ। থেমে যাও না বাবা! ঢের ঢের মেড়ো দে'খলুম, আমাদের বাবুর মত খরচে কোন্ শালা?

রতি। আহা আমি তা ব'লছি না; বাবুর উপর—বুঝলে কি না—টেক্কা দিতে পারে এমন মিঞা কে আছে?

শরৎ। বাবু আমাদের রঙ্গের গোলাম, ওঁর উপর টেক্কা দেয় কোন্ শালা।

রতি। আজ কাল কিন্তু—বুঝলে কি না—ও মেড়ো বেটাদের আর সে দিন নেই। সে এঁটে তুলে, বুঝলে কি না,—কাপড় পরাও নেই, আর সে মোলায়েম ছাতু ভক্ষণও নেই। এখন ওদের অনেকেরই পালক গজিয়েছে ; উৎসন্ন যাবেন—বুঝলে কি না—উৎসন্ন যাবেন। ভাল বাড়ি, ভাল যুড়ি, ভাল বাগান, ভাল মেয়েমানুষ—বুঝলে কি না,—এখন ত ওদেরই একচেটে।

অতুল। আঃ তোমরা খালি বাজে ব'কতেই লা'গলে, গাওনা বাজনা হ'বে কখন? দাও না, এক আধটা পেগই দাও না।

শরৎ। হ্যাঁ রতিকান্ত বাবুর কেবল ওই সব আছে। এই নিন, এই নিন।

অতুল। আগে মেয়েমানুষদের দাও।

রতি। শরৎটা ক্রমেই অর্ব্বাচীন হয়ে পড়ছে।

শরৎ। এই নাও ত ভাই!

১ম স্ত্রী। আজ্ঞে আমি খাই না।

শরৎ। সে কি বাবা? কবে থেকে এমনটা হ'ল? এই ত সে দিন কেষ্টার সঙ্গে তোমার বাড়ীতে গি'ছলুম সেখানে ত মদের ফোয়ারা উড়িয়ে দিলে বাবা!

১ম স্ত্রী। আমার শরীরটে আজ ভাল নেই।

শরৎ। নাও না বাবা, আর ঢঙে কাজ কি? ঢক করে নাও।

১ম স্ত্রী। নেহাৎ ছাড়বেন না,তবে দিন। গুড হেল্‌থ! (মদ্যপান)

শরৎ। বেড়ে বাবা, ঠেকিয়ে ছেড়ে দিলে! একি বাঙ্গাল পেয়েছ? আমাদের কাছে আর ও সব পুরণ চাল চেল না। নাও টেনে নাও। ভয় নেই, কেউ তোমাদের গহনা চুরি ক'রবে না।

(সকলের মদ্যপান)

অতুল। আইয়ে বিবি সাব! (মুন্নাকে মদ্য প্রদান)।

মুন্না। বন্দেগি (মদ্যপান) বাবু সাব, আপলোক স্বদেশী চিজ্ পিতে নেহি, কাহে?

অতুল। বাবা, আর যা' বল তা' পা'রব, ওইটে মাপ ক'রতে হ'বে। খাঁটী খাওয়া আর শৃগালের বিষ্ঠা গুলে খাওয়া, ও দুই সমান।

রতি। খাঁটি খাবার কথা যদি ব'ললে—

অতুল। চুপ কর, রতি বাবু। বাইজি! যা' বলেছি তা' যদি পার, যদি আজকের কেল্লা ফতে ক'রতে পার, তা'হ'লে বু'ঝব মুন্না বিবির নাম সহরে যা' শুনেছি তা' ঠিক বটে।

মুন্না। খোদাকা মরজি, বাবু সাব।

শরৎ। পরেশ বাবু আসছেন, পরেশ বাবু আসছেন।

(পরেশের প্রবেশ)।

অতুল। আস্তে আজ্ঞা হোক, আসতে আজ্ঞা হোক, আমি মনে ক'রলুম, আপনি বুঝি আর এলেন না।

পরেশ। এঁ্যা এ সব কি? আপনি ত এ সব কিছু আমাকে বলেন নি!

অতুল। কেন? আমি ত গাওনা বাজনার কথা বলেছিলুম। Female voice না হ'লে কি Sweet হয়?

পরেশ। তা—তা—তা হ'লে আমি আসি।

অতুল। বিলক্ষণ, এও কি একটা কথা হ'ল? ঘণ্টা খানেক বসে গান শুনলেই কি একবারে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যা'বে?

শরৎ। না আপনার, চরিত্তির খারাপ হয়ে যা'বে?

পরেশ। না—না—তা' নয়, তবে কি না রতিকান্ত বাবু রয়েছেন—

অতুল। থা'কলেই বা রতিকান্ত, তা'তে আর কি হয়েছে?

রতি। হাঃ হাঃ আমার জন্যে,—বুঝলে কি না,—কিছু ভেব না পরেশ বাবু! তোমার ছেলে হ'লে—বুঝলে কি না,—আমি তা'রও সঙ্গে ইয়ারকি দেব, তোমার বাপ ত,—বুঝলে কি না,—কোন্ ছার। আমার ওই রকম। এখন—বুঝলে কি না—বস, বস।

(পরেশের উপবেশন)

অতুল। বাইজি, ইনি আমার পরম বন্ধু।

মুন্না। আপকা নাম?

পরেশ। শ্রীপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অতুল। এখন তোমার নামটী বলে দাও।

মুন্না। মুন্না, আপকা তাঁবেদার। লিজিয়ে বাবু সাব, আত্তর আওর পান।

(পরেশকে আতর ও পান প্রদান।)

এঁকি! আপনি এত ঘামছেন কেন?

(মুন্নার তাড়াতাড়ি পরেশের মুখ মুছাইয়া দেওন ও বাতাসকরণ।)

পরেশ। আমি এইবার যাই।

মুন্না। কেঁও বাবুসাব, হাম লোক আপকো কুছ দিগদারি কিয়া?

পরেশ। আজ্ঞে না তা' নয়—

শরৎ। গাও ত মেয়েমানুষ একখানা ধরত।

গীত।

ওলো সই বইছে মলয় বায়।
ঘোমটা খুলে ফুলের কলি আড়নয়নে চায়॥
আকাশে চাঁদের খেলা সলিলে হাসছে হেলা
তারার মেলা দেখে প্রাণে লহর বহে যায়।
কে এ'ল কি রূপ ধরে, প্রাণ যে কেমন করে,
বিনিমূলে ওরই পায়ে বিকিয়ে যেতে চায়॥

শরৎ। খাও ত মেয়ে মানুষ দু'এক খানা গরম গরম কটলেট মুখে দাও ত?

১ম স্ত্রী। আমার পেট ভারী আছে, আমি কিছু খাব না।

শরৎ। কেন বাবা, পেট ভার হ'ল কিসে? সেই ত কোন দুপুর বেলা কাঁচা লঙ্কা টিপে দুটো পেঁজচড়চড়ি ভাত মুখে দিয়েছ। তবে এখনও পেট ভার থাকে কিসে? মেয়ে মানুষ, তুমি এস।

২য় স্ত্রী। আমি ও সব খাই না।

শরৎ। তা খাবে কেন বাবা? এ ত আর পেঁজের ফুলুরি নয়। কি ঢঙই বাবা শিখে রেখেছ। দু'চার জন ভদ্র-লোকের সামনে পড়লেই অমনি নিখাগি বনে যাও! বলি টিনওয়ালা,রঙওয়ালা,পানওয়ালাদের সঙ্গে না হ'লে খেয়ে সুখ হয় না, কেমন?

১ম স্ত্রী। আমাদের কি অপমান ক'রতে বাগানে নিয়ে এসেছ ?

শরৎ। অপমানটা আর কি হ'ল, বাবা ? সত্য কথা বলেছি।

২য় স্ত্রী। অতুল বাবু, এ রকম ক'রে যদি অপমান করে, তা হ'লে আমরা থা'কব না, আমাদের পাঠিয়ে দিন।

অতুল। আহা শরৎ, ওদের পেছনে লেগেছ কেন ?

শরৎ। আমি কি আমাশা, যে লোকের পেছনে লেগে থাকব ?

রতি। আহা ! শরতের ওই, - বুঝলে কি না—বড় দোষ। এস, তোমরা আমার কাছে এস।

১ম স্ত্রী। ইস্—বুড়ো প্রাণে যে ভারি রস !

রতি। আমি বুড়ো ! আমার দাঁত পড়েছে ! আমার চুল কি সব পেকে গেছে ?

২য় স্ত্রী। আহা না না তুমি ছোঁড়া—।

রতি। বিবিজান ওই টুকু লিখে—বুঝলে কি না,—নাম সই করে দাও। আমার জবর সার্টিফিকেট থা'কবে।

অতুল। বিবিজান, পরেশ বাবুকে একটা গান শুনিয়ে দাও।

মুন্না। মেরা গানা কেয়া বাবু সাবকো আচ্ছা লাগেগা ?

অতুল। খুব লা'গবে, গাও না।

গীত।

এ ছুরি মাফিক কো তু হায় পাষান ?
কলিজামে কাটারি হান্‌কে ছিন লিয়া মেরি জান।
কাঁহা যায়েগা কেয়া করেগা, মগজ ত মেরা বিগড় গয়া,
শিরকা কসম তু মোর খসম, মেরা আঁখি দোনো উস্কো নিশান,
তেরা গোড়ে ধরে শোন পিয়ারে, ছাতিকা আগ্ করনা আসান॥

পরেশ। অতি সুন্দর। আপনার গান বড় মিষ্ট।

মুন্না। আপকি মেহেরবানী।

১ম স্ত্রী। ওকি রতি বাবু! আপনি গায়ে হাত দেন কেন?

রতি। তা'তে আর—বুঝলে কি না—কি হয়েছে?

শরৎ। উহুঁ বিবি জানের সতীত্ব নষ্ট হ'বে। কি লজ্জাবতী লতারে?

১ম স্ত্রী। তা' ব'লে গায়ে হাত দেবে কি?

শরৎ। তোমাদের কি এখানে আনা হয়েছে আমাদের দীক্ষা দেবে বলে? টাকাগুলি কি তোমাদের প্রণামী স্বরূপ দিতে হ'বে?

অতুল। আহা কেন গোল কর, পেগ দাও।

২য় স্ত্রী। (শরতের ইঙ্গিত অনুসারে পরেশকে) অনুগ্রহ করে যদি পান করেন।

পরেশ। আমি ত খাই না।

১ম স্ত্রী। হলেই বা—আমাদের অনুরোধ, অনুরোধে যে লোকে ঢেঁকি গেলে।

পরেশ। আমায় মাফ ক'রবেন।

রতি। অভাগাকে—বুঝলে কি না,—কেউ অনুরোধ করে না রে!

২য় স্ত্রী। আমাদের অপমান ক'রবেন?

শরৎ। মশাই, জ্ঞানী হয়ে মেয়ে মানুষের অপমান!

অতুল। কাযটা কি ভাল হ'বে পরেশ বাবু?

মুন্না! ইয়ে ক্যা বাত হায়? বাবু সাব ত পিতে নেহি। সাব আপ মৎ পিজিয়ে গা।

শরৎ। এরই মধ্যে যে বিবিজানের বাবুজীর উপর দরদ হ'ল দেখছি।

মন্না। আগর হুকুম হোয়, ত ময় খোদ ইয়ে বটনহোল লাগয় দেঁয়।

(পরেশের জামায় বটনহোল লাগাইয়া দেওন)

পরেশ। আপনি একখানি বাঙলা গান করুন।

মুন্না। যো হুকুম।

গীত।

কেনো আজি সখা, দিলে মোরে দেখা,
কহ দেখি ছোড়ি ছলনা।
কেনো নিভান আগুন জ্বালিলে পরানে,
পুড়াতে সরলা ললনা॥
হাসি হারান রতন, পেয়েছে কুড়ায়ে,
ভাসিছে হৃদয়ে জোছনা।
বলি বলি, ওগো না বলা হামার
(তেরে) কুথায় রখিব জানে না॥

১ম স্ত্রী। অনেক রাত হয়ে গেল, ঘরদোর সব ফেলে এসেছি।

শরৎ। ঘরদোর সব ত বাবা সঙ্গে করে আ'নলেই—হ'ত, বাইরে চাকরদের কাছে বসে থা'কত।

২য় স্ত্রী। আমাকে ভাই পাঠিয়ে দাও।

শরৎ। কেন? তোমারও কি গা গতর ভেঙ্গে আসছে না কি?

পরেশ। রাত হয়ে গেল, এই বার আসি।

অতুল। এর মধ্যে যাবেন কি?

মুন্না। নেই রাত হোগই, বাবুসাবকো যানে দি জিয়ে। বেয়াদফি মাফ করনা, মেরা এক আরজ হ্যায়। মেহেরবানী

করকে মেরা গরীবখানেমে এক রোজ আপকো জরুর তস্‌রিফ রাখনে হোগা। ময় দোচারঠো গানা শুনায়েঙ্গে।

পরেশ। তা—তা—তা——

মুন্না। (পরেশের হাত ধরিয়া) জি নেহি। আপ্‌ কো জরুর যানা হোগা।

পরেশ। আ—চ্ছা—

মুন্না। মেরা শিরকা কশম, বাবুসাব, মেরা শিরকা কশম।

পরেশ। আচ্ছা যা'ব, কিন্তু বেশীক্ষণ থা'কব না।

মুন্না। খয়ের দোচার মিনিট ; কিস্‌ রোজ বাবু সাব ?

পরেশ। পরশু ; কিন্তু আমি ত বাটী জানি না।

মুন্না শরৎ বাবুসে হাম কহাদেয়ঙ্গে।

পরেশ। তবে এখন আসি।

মুন্না। বন্দেগি।

[পরেশের প্রস্থান।

শরৎ। বস্‌ ! কেল্লা ফতে হো গিয়া, পেগ চালাও পেগ চালাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দরদালান।

অনুপমা ও ক্ষান্ত।

অনু। আজ আবার একি হ'ল ? কখন ত এমন হয় নি ! আমার প্রাণের ভেতর যে ধড়ফড় ক'রছে। আমি যে কোন মতে মনকে বোঝাতে পা'রছি না।

ক্ষান্ত। ভাবনা কিসের ? নিশ্চয় কোন কাযে প'ড়েছেন।

অনু। না মা, এত রাত ত তাঁ'র কখন হয় না। পোড়াকপালী আমি, তাই ত পদে পদে ভয় হয়। সোনার বাছাকে হারিয়ে এখনও আমি বেঁচে আছি; জানি না কপালে আরও কি আছে!

ক্ষান্ত। বেটাছেলের কত কি কায পড়ে, আফিসেই হয়ত দেরী হ'য়েছে।

অনু। না মা, আমার প্রাণের ভিতর কে যেন ব'লছে যে তাঁ'র কোন বিপদ হ'য়েছে। যে শরীর নিয়ে আফিসে যান তা'র আর কি ব'লব।

ক্ষান্ত। হাঁ মা, আমারও ভাবনা হয়; গুমোগুমো জ্বর আর খুকখুকে কাশি বড় ভাল নয়। তুমি ওঁকে দিন কতক ছুটি নিতে বল।

অনু। অনেক ব'লেছি উনি শোনেন না। সাহেব নাকি কিছুতেই ছুটি দিতে চায় না,—বলে যে তা'হ'লে চাকরি ছেড়ে দাও।

ক্ষান্ত। তা শরীর আগে, না চাকরি আগে?

অনু। তা'ত বুঝি মা, কিন্তু উনি যে শোনেন না। বলেন, চাকরি গেলে সকলে না খেতে পেয়ে মারা যা'ব; তুমি বাছা ওঁকে একটু ভাল করে বুঝিয়ে বল। দুঃখের কথা ব'লব কি—এই শরীর, তবু একটু ঔষধ খান না। কি যে হ'বে, কেমন ক'রে যে হাতের লোহা গাছটা থা'কবে এই ভেবেই আমি কাট হ'য়ে যাচ্ছি।

ক্ষান্ত। সে কি কথা মা? ওষুধ না খেলে ব্যায়রাম সা'রবে কি ক'রে?

অনু। কি ক'রব বল? উনি বলেন যে "ওষুধ কেনবার পয়সা কোথায়? যা'তে ওষুধ কি'নব তা'তে দশসের চাল কি'নলে কায হ'বে।" আমার হাতে ত একটা কানা কড়িও নেই। তুমি ও মা, সে শক্রটার জন্যে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছ। কি উপায় যে হ'বে আমিত ঠাউরে কিছুই পাই না।

ক্ষান্ত। এ রকম ক'রলে ত চ'লবে না, বাবু আসুন, আমি তাঁ'কে ব'লব ; ওষুধ খেতে হ'বে বইকি।

অনু। সে যা'হ'ক এখন করি কি? তুমি মা ও পাড়ার তারাপদ কাকার কাছে একবার যাও, যদি কোন খপর পাওয়া যায়, শুনেছি এঁদের আফিস পাশাপাশি।

ক্ষান্ত। ওই যে বাবু আসছেন।

(দীনবন্ধুর প্রবেশ।)

অনু। হ্যাঁগা! আজ এত রাত হ'ল কেন? আমি ভেবে সারা হ'চ্ছিলুম ; ওমা একি! তোমার চেহারা এমন কেন? কেমন আছ?

দীন। অনু! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে!

অনু। কি হয়েছে? কি হয়েছে?

দীন। আমার চাকরি গিয়েছে।

অনু। তা গিয়েছে গিয়েছে। তুমি ভাল হও আবার চাকরি হ'বে।

দীন। পাগল! এ বাজারে লেখা পড়া শিখেও, কত চেষ্টা ক'রে, কত উমেদারী ক'রে লোকে একটা চাকরি পায় না,

আমার সেই চাকরি গেল, আর এ বয়সে কোথায় চাকরি হ'বে?

অনু। কেন এমন হ'ল?

দীন। জান ত, আমার মাইনে attach হয়েছিল, তা'র উপর এই শরীর নিয়ে আফিস ক'রতে আমার মাঝে মাঝে একটু আধটু দেরী হ'ত; সেই জন্য সাহেব আমার উপর ইদানীং একটু বিরক্ত হ'য়েছিল; তার উপর পাঁচ জনে লাগিয়ে লাগিয়ে কাণ ভারী ক'রে তুলেছিল। আজ হঠাৎ একেবারে তিন খানা attachment এসে প'ড়ল; বেশী দেনদার লোককে কোম্পানী চাকরিতে রাখে না, সেই জন্যে সাহেব আমাকে ডিস্‌মিস্‌ ক'রলে। আফিসের পর সাহেবের বাড়ি গেলুম, তাঁর পায়ে ধরে কাঁদলুম, তবু তাঁ'র দয়া হ'ল না।

অনু। থাক, তা'র দরুণ আর মিছে মন খারাপ ক'র না, তুমি ভাল হয়ে উঠ, আবার যেমন করে হ'ক রোজগার ক'রবে।

দীন। ভাল হয়ে উ'ঠব! আমি আর ভাল হ'ব এ আশা তুমি কর না কি? অনাহার—অনাহার আমার সম্মুখে; ভিক্ষা—আজ হ'তে ভিক্ষাই আমার উপজীবিকা!

অনু। ছিঃ অমন ক'রনা। কত লোক যে কত কষ্টে পড়ে, আবার ত তাদের দিন ফেরে। তুমিই আমাকে কত দিন বলেছ, "ভগবান যা করেন ভালর জন্যেই করেন;" তবে তোমার কথা আজ তুমিই ভুলে যাচ্ছ কেন? এই শরীর নিয়ে তুমি আফিস কর, আমার এক তিলও

ইচ্ছা ছিল না। চাকরি গেছে ভালই হ'য়েছে। ঈশ্বর যা ক'রেছেন, বোধ হয় ভালর জন্যেই ক'রেছেন।

দীন। তুমি কি ব'লছ ? ঘরে যে একটা পয়সা নেই, আমাদের চ'লবে কি ক'রে ? তা'র উপর লীলা – আমার বুকের উপর যে কেউটে সাপ র'য়েছে তা'কি ভুলে যাচ্চ ?

অনু। ভগবান নিশ্চয়ই তা'র সদুপায় ক'রবেন।

দীন। ছাই ক'রবেন। একটা মেয়ের বে দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছি, একটা মেয়ের বে দিয়ে পথের ভিখারী হ'য়েছি, আর একটা মেয়েকে কি ক'রে পার ক'রব ? আমার কি হ'বে ? আমার জাত কুল কি করে রক্ষা হ'বে ?

অনু। তুমি অমন ক'র না, আমার বড় ভয় করে।

কান্ত। বাবু, আপনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, আপনার কি বিপদে এত কাতর হওয়া সাজে ? আপনি কোথায় আমাদের বোঝাবেন, তা নয়, আপনি অধীর হয়ে প'ড়ছেন ?

দীন। সাধে অধীর হ'চ্চি ? আমার মত অদৃষ্ট কা'র আছে ? ছেলে গেল, চাকরি গেল, নিজেও যাই। সব ভু'লতে পারি, যেমন করে হোক মনকে বুঝা'তে পারি, ভিক্ষা করে কোন রকমে সংসার নির্ব্বাহ ক'রতে পারি, কিন্তু লীলার কথা কি ক'রে ভু'লব ? অরক্ষণীয়া কন্যার কি ক'রব ? ভিখারীর মেয়েকে কে বিয়ে ক'রবে। হায় হায়, কোন উপায়ই নেই ; মৃত্যুই আমার একমাত্র আশা ভরসা।

অনু। ওকি ? ওকি ? তুমি অমন ক'রছ কেন ?

দীন। অনু! আমায় ধর, আমার শরীর কেমন ক'রছে, আমি চ'খে আর দে'খতে পাচ্চিনা।

(অনুপমার দীনবন্ধুকে ধারণ ও দীনবন্ধুর বমন)

ক্ষান্ত। ইস্! একি! এ যে পাঁটা কাটা রক্ত! ধর, ভাল ক'রে ধর, ঘরের ভেতর নিয়ে চল।

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

পরেশ।

পরেশ। কি হ'ল! কি হ'ল! আমার এ কি হ'ল? আমি যে বড় দর্প ক'রতুম, বড় অহঙ্কার ক'রতুম। সে দর্প আমার কোথায় গেল? সে অহঙ্কার আজ আমার চূর্ণ হ'য়ে গেল। মুন্না! মুন্না! তুই কি ক'রলি? আমি তোর কি করেছিলাম? আমি এত চেষ্টা করেও তোর স্মৃতি হৃদয় হ'তে মুছে ফে'লতে পা'রছি না কেন? যেন আমার অস্থিতে অস্থিতে, শিরায় শিরায়, মজ্জায় মজ্জায়, তুই জড়িত হয়ে গেছিস! যে দিকে চাই সেই দিকে মুন্না; শয়নে মুন্না, স্বপনে মুন্না, ভোজনে মুন্না, ভ্রমণে মুন্না, আরামে মুন্না, বিরামে মুন্না, সবই মুন্না ময়! আমি না বিদ্বান্, আমি না বুদ্ধিমান্, আজ তবে আমার এ কি অধঃপতন? আমি কেমন করে কমলের

কাছে মুখ দেখা'ব ? আহা সে যে বড় দুঃখিনী। শুধু আমার মুখ চেয়েই সকল যাতনা নীরবে সহ্য ক'রছে। আমার পশুবৎ নির্ম্মম আচারে আমার সোনার কমল শুকিয়ে যা'বে। ভগবন্! ভগবন্! আমার হৃদয়ে বল দাও, সাহস দাও আমার মতিগতি ফিরিয়ে দাও! নইলে আমার সব যায়—আমি যাই, কমল যায়, হরনাথ মুকুয্যের সোনার সংসার ছারখার হয়ে যায়।

(কমলার প্রবেশ)

কে'ও ? কমল! কমল, এমন সময় কেন ?

কমলা। তুমি অমন চমকে উ'ঠলে কেন ? কি ভা'বছিলে ?

পরেশ। আমি—কই না।

কমলা। হ্যাঁ তুমি ভা'বছিলে—বলনা কি ভা'বছিলে ?

পরেশ। তোমার শুনে কি হ'বে ?

কমলা। তোমার ভাবনা ভুলিয়ে দেব।

পরেশ। যে ভাবনা আমি ভাবছি, যে ভাবনার জ্বালাময়ী যাতনায় আমি অহর্নিশি দগ্ধ হচ্ছি, সে ভাবনা ভুলিয়ে দেবার ক্ষমতা মানবের নাই। স্মৃতি লোপ না হ'লে আমি সে ভাবনার হাত এড়া'তে পা'রব না।

কমলা। কি সর্ব্বনেশে কথা! বল, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে সব খুলে বল।

পরেশ। না, সে কথা ব'লতে বলো না, সে কথা শু'নতে চেয়ো না। সে কথা শু'নলে তোমার বুক ভেঙ্গে যা'বে, সে কথা ব'ললে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হ'বে!

কমলা। যদি আমাকে ব'লতে তোমার একটুও বাধা থাকে বা আমাকে ব'ললে তোমার কষ্ট হয়, সে কথা আমি শু'নতে চাই না। কিন্তু যদি আমার কষ্ট হ'বে ভেবে তুমি এই ভাবনার অংশ আমাকে না দাও, তা'হ'লে আমি তোমার কথা শু'নবই শু'নব।

পরেশ। না ব'লব না, ব'লতে পা'রব না – আহা সরলা বালিকা!

কমলা। বেশ! তোমার যদি বাধা থাকে, আমি আর কখন শু'নতে চাইব না।

পরেশ। না—ব'লব,আমি আর চেপে রা'খতে পারি না; আমার প্রাণ জ্বলে গেল, আমার প্রাণ পুড়ে খাক হয়ে গেল।

কমলা। আমি আবার ব'লছি যদি কোন গোপনীয় কথা হয়, আমি শু'নতে চাই না।

পরেশ। না কমল, আমি ব'লব, তোমার কাছে আমি প্রাণের বোঝা নামা'ব। কমল, তবে শোন, আমি তোমার সর্ব্বনাশ করেছি, বাবার সর্ব্বনাশ করেছি, নিজের সর্ব্বনাশ করেছি।

কমলা। কি—কি করেছ?

পরেশ। আর কি করেছি; স্বহস্তে নরকের পথ পরিষ্কার করেছি। তোমার দুঃখভরা জীবনে যা একটু সুখের কণা ছিল, তা একেবারে শুকিয়ে দিয়েছি। কমল,আমি একটা বেশ্যার প্রণয়ে আবদ্ধ হয়েছি।

কমলা। তা বেশ করেছ, তা'র জন্য তোমার প্রাণে এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা কেন?

পরেশ। সে কথা তুমি কি বু'ঝবে, কমল!

কমলা। যদি তুমি তা'কে ভালবেসে থাক, যদি তা'কে পেলে তুমি সুখী হও, এখনই তা'কে গৃহে নিয়ে এস ; আমি ভগ্নীর ন্যায় তা'কে যত্ন ক'রব, দাসীর ন্যায় তা'র সেবা ক'রব।

পরেশ। একি! তুমি কি পাগল হয়েছ না কি? কি বলছ? সে পতিতা, ঘৃণিতা, সামান্যা একটা বেশ্যা!

কমলা। না—সে পতিতা নয়, ঘৃণিতা নয়, বেশ্যা নয়! তুমি যা'কে ভালবেসেছ, সে কি কখন ঘৃণিতা হ'তে পারে? জগতের সমক্ষে সে যা'ই হ'ক, আমার নিকট সে ভাগ্যবতী, আমার নিকট সে গুণবতী, আমার চক্ষে সে দেবী! আমি আবার ব'লছি, তা'কে গৃহে নিয়ে এস, ভাগ্যবতীর সেবা ক'রে আমি চরিতার্থ হ'ব।

পরেশ। কমল! কমল! তুমি দেবী, যথার্থ সতী, তোমার উচ্চ হৃদয়, মহৎ প্রাণ! আর আমি—আমি নরকের কীট!

কমলা। তুমি আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, গুরু, ইষ্টদেব, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব! তোমার সুখ, তোমার শান্তিই আমার ধ্যানজ্ঞান! তুমি যা'কে ভালবেসেছ, সে আমার পূজনীয়া।

পরেশ। সে কি ভালবাসা, কমল? ভালবেসে কি অনুতাপ হয়? ভালবেসে প্রাণ কি কখন শ্মশান হ'য়ে যায়? যেখানে প্রতিপদে সন্দেহ, পদেপদে অবিশ্বাস, সেখানে কি ভালবাসা হয়? যেখানে উভয়েরই মনে হয়, যে আজ আমার আছে, কাল আর কারুর হ'বে, সে স্থলে ভালবাসা একেবারেই অসম্ভব। ভালবাসা রাস্তায়

গড়াগড়ি যায় না, বেশ্যালয়ের পূতিগন্ধময় নরককুণ্ডে ভালবাসা মেলে না। পবিত্রতায় তার জন্ম, বিশ্বাসে পোষণ, শান্তিসৌধই তা'র একমাত্র আবাসস্থল।

কমলা। বেশ্যার সঙ্গে যদি যথার্থ ই ভালবাসা হয় না, তবে লোকে বেশ্যাকে ভালবাসে কেন ?

পরেশ। সে ভালবাসা নয়, কমল! সে উন্মত্ততা, সে মনের কুয়াশা, সে লালসা মাত্র।

কমলা। যাই হোক, তা'কে পেলে যদি তুমি সুখী হও, এখনই তা'কে নিয়ে এস।

পরেশ। সুখী হ'ব! সুখকে যে আমি স্বেচ্ছায় চিরবিদায় দিয়েছি। কি কুক্ষণেই তা'কে দে'খলুম! তা'কে না দেখেও থা'কতে পারি না, দেখেও সুখী হই না; কুহকিনী আমার সব সুখশান্তি জন্মের মত হরণ ক'রলে; আমার প্রাণের উপর দু'শ' মণ একটা বোঝা চাপিয়ে দিলে। কি মায়াবলে আমার মন আকর্ষণ ক'রলে, তা' ঈশ্বরই জানেন।

কমল। তা'কে তিরস্কার ক'র না। তা'র কোন দোষ নেই। ও মুখ যে একবার দেখেছে, সে কি আর ভু'লতে পারে? আচ্ছা, সে কি বড় রূপবতী, বড় গুণবতী? তুমি কিসে ভু'ললে?

পরেশ। তা জানি না; কিসে ভু'ললুম তা' বলা আমার অসাধ্য। সে রূপবতী বটে, কিন্তু সে রূপপ্রভায় প্রাণ শীতল হয় না, পুড়ে যায়। সে রূপ যেন কৃত্রিমতাপূর্ণ। সোলার পদ্মে আর পুষ্করিণীর কাল জলের উপর ফুটন্ত

সরোজে যত প্রভেদ, তা'তে আর তোমাতে কমল তা'র চেয়েও বেশী প্রভেদ। তা'র গুণ আছে কি না জানি না, তবে তা'র ব্যবহার বড় ভদ্র, অতি কোমল। সে আমার অর্থের প্রয়াস করে না, আমাকে চায়। জানি না, কি প্রবঞ্চনা,কি চাতুরী এই ভদ্রতার আবরণে লুক্কায়িত আছে!

কমলা। যদি এত বোঝ, তবে তা'র কাছে গেলে কেন? তবে এখনও তা'র কথা ভাব কেন?

পরেশ। ওই খানেই ত যত গোল, ও "কেনর" উত্তর নেই। আমি কি বুঝি না, যে এ কার্য্য অতি গর্হিত, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই, এ কার্য্যে সুখ নেই; তবুও যে বুঝেও বুঝি না। এত করে মন ফেরা'বার চেষ্টা ক'রছি, কিন্তু কিছুতেই পা'রছি না। আশ্চর্য্য! কি মায়া! কি মাদকতা!

কমল। সত্যই কি তা'রা কুহক জানে?

পরেশ। হ্যাঁ, সত্যই তা'রা কুহকিনী, মায়াবিনী, পিশাচী! কমল, তুমি আমাকে রক্ষা কর, তুমি আমাকে উদ্ধার কর,তুমি ভিন্ন এ জগতে আর কেউ আমাকে ফেরা'তে পা'রবে না। আমি নরকের নিম্ন হ'তে নিম্নতর স্তরে পতিত হচ্চি, তুমি আমাকে হাত ধরে তুলে নাও। আমার প্রাণ পুড়ে গেল,হুহু ক'রে রাবণের চিতার ন্যায় আমার বুকের ভিতর আগুন জ্ব'লছে! শান্তিবারিদানে সে আগুন তুমি নিভিয়ে দাও, কমল!

কমলা। স্থির হও, ধৈর্য্য ধর; ওরূপ অধীর হ'লে কায হয় না।

আমি আবার ব'লছি তা'কে পেলে যদি তুমি সুখী হও, তুমি সচ্ছন্দে তা'কে নিয়ে থাক, তা'তে আমার প্রাণে বিন্দুমাত্র কষ্ট হ'বে না। কিন্তু তার জন্যে যদি তুমি অসুখী হও, যদি সেই তোমার অশান্তির কারণ হয়ে থাকে, তুমি নিশ্চিন্ত হও, আর তোমার উদ্বেগের কোন কারণ নেই। আমার আত্মা দিবানিশি ছায়ার ন্যায় তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফি'রবে। স্বর্গে এমন দেবতা নাই, নরকে এমন পিশাচ নাই, যে আমার বুক থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারে।

পরেশ। সতি! তোমার কথাই যেন সত্য হয়! আজ যেন আমার প্রাণ হালকা হ'য়ে গেল, আজ হ'তে মনে যেন নূতন বল পেলেম। ভগবন্! এ বল যেন চিরস্থায়ী হয়।

কমলা। নিশ্চয়ই হ'বে। তোমার কোন ভাবনা নেই।

পরেশ। কমল! কমল! আমার কমল! (আলিঙ্গন)।

চতুর্থ দৃশ্য।

—o—

পথ।

রতিকান্ত ও ভট্টাচার্য্য।

রতি। ভট্টাচার্য্য মশায় ও ভট্টাচার্য্য মশায়!

ভট্টা। আরে কেও ভায়া যে?

রতি। কতদূর গমন হয়েছিল যে—বুঝলে কি না—অপরাহ্নে ফি'রছেন?

ভট্টা। অধিক দূর নয়, এই নিকটেই গমনাগমন হয়েছিল।

রতি। তবে ফি'রতে এত দেরী যে?

ভট্টা। শ্রীধর বাঁড়ুয্যের দ্বিতীয় পক্ষের শ্যালিকার একটি ব্রত উদযাপন ছিল, সেই উপলক্ষেই গমন করেছিলাম। আহা! শ্যালিকাটি যদ্রূপ সুরূপা, আবার তদ্রূপ বিধবা, বুঝলে ভায়া—বি—ধবা। তাই ক্রিয়ানুষ্ঠানে আমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হ'ল। তদুপরি তিনি স্বহস্তে—বুঝলে ভায়া—স্বহস্তে আহারাদির ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। তৎপরে বিশ্রাম, হরি হে!

রতি। তোমার বড় জোর কপাল ভট্‌চায—বুঝলে কি না—বড় জোর কপাল। 'হাতে উটি কি?

ভট্টা। এটি একটি পেয়ারা। আগমনকালীন সেই শ্যালিকাটি এই সুবৃহৎ পেয়ারাটি আমাকে প্রদান ক'রলেন। দিবাভাগে গুরুআহারের জন্য উদর কিঞ্চিৎ স্ফীত আছে, রাত্রে দুটী শৈথিলান্ন সেবন করা যাবে। নারায়ণ!

রতি। কি ক'রবে?

ভট্টা। শৈথিলান্ন সেবন ক'রব অর্থাৎ পান্তা ভাত খাব, পরে এই পেয়ারাটী নিরবচ্ছিন্নরূপে ভক্ষণ করিব। আহা এরূপ সুবৃহৎ পেয়ারা ত কখন দেখি নাই!

রতি। পেয়ারার কথা যদি ব'ললে ত—বুঝলে কি না—কি পেয়ারাই বা দেখেছ আর কি পেয়ারাই বা শুনেছ। আজ বার বৎসরের আগে—বুঝলে কি না—কাশীর মহারাজ আমাকে একটি পেয়ারার চারা প্রদান

করেন। আমার খিড়কির বাগানে ত বসালুম। একটু হাড়ের গুঁড় না গোড়ায় দিয়ে, রোজ জল ঢা'লতে সুরু ক'রলুম। দে'খতে দে'খতে—বুঝলে কি না—ফল ধ'রল; পাছে পাখী টাখীতে খায় ব'লে রুমাল বেঁধে দিলুম। তিন দিন পরে—বুঝলে কি না—সকালে গিয়ে দেখি, রুমাল একেবারে দু' টুকরো। তা'র পর—বুঝলে কি না—একটা গুণথলে জড়িয়ে দিলুম; দু দিন পরে আমার মা ঠাকরুণের দ্বাদশীর পারণ, একটি পেয়ারা—বুঝলে কি না—তখনও ভাল পাকে নি তবুও পা'ড়লুম; আমি বইতেই পারি না; ব'ললে না প্রত্যয় যা'বে—বুঝলে কি না—ওজনে পেয়ারাটি ১৭ সের ৫ ছটাক হ'ল।

ভট্টা। বল কি?

রতি। তোমার দিব্য! তা'র স্বাদ কি হে, যেন একদম--বুঝলে কি না—মিছরির টুকরো।

ভট্টা। সে গাছটি আছে ত?

রতি। আর দাদা, সে দিনের ঝড়ে—বুঝলে কি না—সেটি পড়ে গেছে।

(সুধীরের প্রবেশ)

সুধীর। এই যে আপনাদের সঙ্গে দেখা হ'ল বড় ভালই হ'ল।

ভট্টা। এস, বাবা এস। আহা সুধীর বড় ভাল ছেলে; ইংরাজী লেখাপড়ায় একেবারে ব্যুৎপন্নকেশরী। "দানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ"—

রতি। সুধীরের মত ছেলে,—বুঝলে কি না—আজকাল দেখা যায় না।

ভট্টা। তবে বাবা, কি মনে ক'রে? কোন ক্রিয়াকলাপ আছে না কি? তা'র জন্য ভাবনা নাই। বংশ কেমন? বনেদি ঘর—বনেদি ঘর। যিনি যতই হঠাৎ বাবু হ'ন না কেন, বাঁড়ুয্যেরা হ'ল পুরান ঘর। মধুসূদন!

রতি। তা' আর ব'লতে। তবে সুধীর বাবু, ব্রাহ্মণ ভোজন কি—বুঝলে কি না—কালই। বাঁড়ুয্যেদের কথা যদি বললে ভট্টাচায্, তবে—বুঝলে কি না—

সুধীর। আজ্ঞে ব্রাহ্মণভোজন কি ক্রিয়াকলাপের সময় যে আপনাদের দ্বারস্থ হ'ব সে বিষয়ে ত সন্দেহই নেই। তবে এখন আমার অন্য আবশ্যক আছে।

ভট্টা। বেশ ত, বেশ ত। আবশ্যক ব্যক্ত কর।

সুধীর। আপনাদের নিকট আমার একটি প্রার্থনা আছে, আশা করি নিশ্চয়ই নিরাশ হ'ব না।

রতি। সে কি কথা! বলই না,—বুঝলে কি না—বলই না। আমাদের দ্বারা যদি হয় আমরা এখনই প্রস্তুত।

ভট্টা। বটে ত আমরা প্রস্তুত।

সুধীর। দীনবন্ধু বাবু সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত, এ কথা বোধ হয় আপনারা জানেন। মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই বলে বোধ হয়, সুতরাং তীরস্থ করা কর্ত্তব্য। তাঁর আত্মীয় স্বজন কেউ নেই! আপনারা পাড়াপ্রতিবেশী আপনাদেরই সাহায্য ক'রতে হ'বে।

ভট্টা। তা—তা—তা—দেখ আমার কোন আপত্য ছিল না, তবে কি জান—গৃহিণী আমার গর্ভবতী। হরি হে!

রতি। ও হোঃ হোঃ বড় জ্বর। সন্ধ্যে হলেই—বুঝলে কি না—

কোথা থেকে জ্বর যেন চেপে ধরে। সুধীর বাবু ম্যালেরিয়ার কোন্ ভাল ওষুধ,—বুঝলে কি না—তোমার জানা আছে ?

সুধীর। বিবেচনা করে দেখুন আপনারা তাঁর প্রতিবেশী,বিপদে আপদে আপনারা না দে'খলে, পরস্পর পরস্পরের সাহায্য না ক'রলে উপায় কি ? তাঁর স্ত্রী একা, এ দারুণ বিপদে তিনি কি ক'রবেন ?

ভট্টা। কি ক'রব বল বাবা, আমার কি অসাধ ? কিন্তু উপায় যে নেই। রাধাগোবিন্দ !

রতি। ওহোঃ হোঃ হোঃ—মাতাটা খসে গেল !

সুধীর। মড়া পোড়াবার কথা বললে "গৃহিণীর গর্ভ" আর ভিক্ষে চাইলেই "অশৌচ" এ বেড়ে বুলি শিখে রেখেছেন।

ভট্টা। কি ক'রব বল বাবু, সমাজে থা'কতে গেলে, হিঁদুয়ানী বজায় রেখে ত চ'লতে হ'বে।

রতি। তা' বটেই ত। আমরা ত আর ছোঁড়াদের মত—বুঝলে কি না—যাচ্ছে তাই হ'তে পারি না। বড় জ্বর !

সুধীর। হায় রে সমাজ ! হায় রে হিঁদুয়ানী। নিঃসহায়, শোকবিহ্বলা স্ত্রীলোকের সাহায্যে বিরত থা'কবার জন্য যা'রা সমাজের দোহাই দেয়, রোরুদ্যমানা ধূল্যবলুণ্ঠিতা রমণীর প্রাণসম পতির শবদেহ সৎকার ক'রবার ভয়ে যা'রা হিঁদুয়ানীর দোহাই দেয়, তা'রা কি মানুষ ? কই সমাজ কোথায় ? হিঁদুয়ানী কোথায় ? সমাজ যদি থা'কত—তা' হ'লে তোমাদের মত নীচপ্রকৃতি স্বার্থপর লোক কি অবাধে সমাজের বক্ষে বিচরণ ক'রতে পারে ?

হিঁদুয়ানী যদি থা'কত তা হ'লে তোমার মত শাস্ত্রজ্ঞান-হীন, চরিত্রবিহীন, আচারভ্রষ্ট ভণ্ড কি সমাজের মস্তক চর্ব্বণ ক'রে, হিঁদুয়ানীর নামও মুখে উচ্চারণ ক'রতে পারে!

ভট্টা। কি পাষণ্ড! তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা? বর্ব্বর, নাস্তিক, নরাধম—

সুধীর। তোমার মত গুরু, তোমার মত পুরোহিত, তোমার মত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রলে। বাক্য, বাক্য, শুধু অসার বাক্যই তোমাদের সম্বল, আর তোমাদের কিছুই নাই।

রতি। চলে এস ভটচায্—বুঝলে কি না,—চলে এস। বড় জ্বর!

[উভয়ের প্রস্থান।

সুধীর। যাও, নীচ চাটুকার স্বার্থপরের দল, চলে যাও। অনন্ত নরক তোমাদের একমাত্র গতি।

(শরতের প্রবেশ)

আরে কেও, শরৎ বাবু যে! এত ব্যস্ত হয়ে যা'চ্চ কোথায়? গরীবের দিকে এক বার ফিরেই চাও।

শরৎ। আজ্ঞে সুধীর বাবু, দে'খতে পাই নি মশাই, মাফ ক'রবেন। বন্দে মাতরম্।

সুধীর। তা' ত বুঝলুম, এখন একটা কায ক'রতে পা'রবে? তোমরা ত স্বদেশী Movementএর primemover, "বন্দে মাতরম্" দলের সৃষ্টিকর্ত্তা, দেশের জন্য ত প্রাণ

দিতে বসেছ! এখন দেশের একটা সামান্য কায ক'রতে পার?

শরৎ। বলুন বলুন, এখনই ক'রব। তা'তে যদি আমার প্রাণ উৎসর্গও ক'রতে হয়, আমি এখনি প্রস্তুত।

সুধীর। দীনবন্ধু বাবুর আসন্ন কাল উপস্থিত। তাঁ'কে তীরস্থ করে বা দেহের সৎকার করে, এমন লোক-জন নেই। তুমি যদি সাহায্য কর, তা' হ'লে বড় উপকার হয়।

শরৎ। আপনি যে ব'ললেন দেশের কায!

সুধীর। এটা কি বিদেশের কায না কি? দেশ কা'কে নিয়ে? দশজনকে নিয়েই ত দেশ! এক জনের উপকার নিঃস্বার্থভাবে ক'রলেই দেশের উপকার করা হয়।

শরৎ। এ আপনার ভুল বিশ্বাস।

সুধীর। হ'তে পারে; কিন্তু যা'রা প্রতিবেশীর উপকার ক'রতে প্রস্তুত নয়, তারা Universal Brotherhood preach ক'রে, একটা জাতির উপকার কি ক'রে ক'রবে, তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর।

শরৎ। আমি আপনার কথা রা'খতে পা'রতুম, কিন্তু আমার একটা বড় দরকারী Engagement আছে।

সুধীর। যা'রা পরের জন্য সামান্য একটু স্বার্থ, সামান্য একটু আমোদপ্রমোদ ত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত নয়, তা'রা "দেশের জন্য আত্মবিসর্জ্জন কর'ব" এ কথা কলঙ্কিত জিহ্বায় কি করে উচ্চারণ করে, তা' আমি বুঝতে পারি না।

শরৎ। আপনি যা'ই বলুন,দেশের জন্য আমরা সব ক'রতে পারি।

সুধীর। এই যে "স্বদেশী স্বদেশী" কর নিজের পোষাকের ভিতর ক'টা দেশী জিনিষ? পাছে সৌখিনত্ব নষ্ট হয়, এই ভয়ে শুধু মুখেই স্বদেশী বল,কাযে ত দেখা'তে পার না। এই যে Engagement এর জন্যে একটী নিঃসহায়া রমণীর চক্ষের জল মুছা'তে এগুলে না, সে Engagement তোমার কি? কোন একটা বড় লোকের বৈঠকখানা আলো করা বই ত নয়।

শরৎ। আপনি কি ব'লছেন?

সুধীর। ব'লছি ঠিক। যে প্রতিবেশীর উপকারে পশ্চাৎপদ হয়, সে আবার দেশের উন্নতি ক'রবে কি? যে নিজের মার দুঃখের জ্বালার দিকে না চেয়ে, নিজের পরিবারের অন্নকষ্টের কথা না ভেবে, বাবু সেজে বড় লোকের মোসাহেবি করে, সে আবার ভারতউদ্ধার ক'রবে! হায় দেশ! হায় ভারত! এমন কি কেউ নেই, যে এই সব বাক্যবীর দেশউদ্ধারকারকদের হাত হ'তে তোমাকে রক্ষা করে? এমন কি কেউ নেই, যে এই সমস্ত অকর্ম্মণ্য প্রশংসালোলুপ বাক্যবীরের বংশ নির্ব্বংশ ক'রে দু'চারটে কর্ম্মবীর তয়ের ক'রে দেয়!

শরৎ। আপনি কিছু লেখা পড়া শিখেছেন ব'লে, আর আমার চেয়ে কিছু পয়সা আছে ব'লে, আমাকে অপমান ক'রলেন। আমি কি আপনার পয়সায় বাবুগিরি করি? আচ্ছা চ'ললুম, একদিন দেখা যাবে।

[প্রস্থান।

স্থধীর। কি ভয়ানক জাতীয় অধঃপতন! লোকের সমষ্টি নিয়েই জাতি, তাদের নিয়েই দেশ। ব্যক্তিগত মানসিক উন্নতি না হ'লে কখন যে দেশের উন্নতি হ'তেই পারে না, এ কথা যে আমাদের দেশের লোক একবারও মনে ভাবেন না, এই বড় দুঃখ। যাক, দেখি কি ক'রতে পারি। সৎকারের ব্যবস্থা ত ক'রতেই হ'বে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

কক্ষ।

পরেশ।

পরেশ গুণবতী স্ত্রী লাভ যে বহুভাগ্যের কথা সে বিষয়ে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। পাপপঙ্কে নিমগ্ন হ'য়েও আমি যে পুনরায় উ'ঠতে পেরেছি, সে কেবল কমলারই সাহায্যে। যদি কমলা সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় অভি-মানিনী হ'য়ে আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ক'রত, যদি সে মনের উদারতা প্রকাশ করে আমার প্রতি সমবেদনা না দেখা'ত, তা'হ'লে বোধ হয় আমার উদ্ধারের কোন আশা থা'কত না, তা'হ'লে বোধ হয় দিনদিন আমি পাপের গভীর হ'তে গভীরতর স্তরে নিপতিত হ'তেম।

ভগবন্! জন্মজন্মান্তরে আমি যেন কমলার মত পত্নী পাই। সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী পত্নীই যথার্থ সহধর্ম্মিণী।

(শরতের প্রবেশ)

শরৎ। বন্দে মাতরং, পরেশ বাবু আপনার জন্য আমার ত প্রাণ যায়; আমাকে আর বাঁ'চতে দিলেন না দেখছি।

পরেশ। কি রকম?

শরৎ। আর কি রকম! আপনার ত আর দেখা নাই, ওধারে যে, সে অন্নজল ত্যাগ ক'রেছে, কেঁদে কেঁদে তা'র চ'খ ফুলে গেল!

পরেশ। বড় দুঃখিত হ'লেম।

শরৎ। আমাকে ত ক'দিন ধরে তাগাদা ক'রছে যে "আমাকে নিয়ে চল।" আমি ত নানা রকমে কাটিয়ে আসছি; আজ আমার হাতে ধ'রে কান্না যে এক বার তাকে নিয়ে এস। এখন আমার প্রাণ বাঁচান, যা' হয় করুন।

পরেশ। ক'রব আর কি?

শরৎ। আমার সঙ্গে চলুন, এক বার তা'কে দেখা দিন, যে আমি রক্ষা পাই।

পরেশ। আমাকে মাফ ক'রতে হ'বে।

শরৎ। কি রকম?

পরেশ। রকম আর কি? আর সে মুখো হ'চ্ছিনা।

শরৎ। বলেন কি মশাই? মেয়ে মানুষটা মারা যাবে যে।

পরেশ। আর বৃথা চেষ্টা শরৎ! নেশা ছুটে গেছে, মনের কুয়াশা কেটে গে'ছে, আমি আবার আপনাকে কুড়িয়ে

পেয়েছি। যে মাদকে মত্ত হ'য়ে আমি আপনাকে ভুলে গিয়েছিলুম, জগৎ সংসার ভুলে গিয়েছিলুম, পাপের গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হ'য়েছিলুম, ভগবানের কৃপায় সে মাদকতা আর নাই। আমি খুব শিক্ষা পেয়েছি, তোমাদের প্রলোভনে আর আমি ভু'লছি না।

শরৎ। আপনি কি ব'লছেন? আপনার শরীরে কি দয়া মায়া নেই? একটা মেয়ে মানুষ আপনাকে প্রাণ ঢেলে ভাল বা'সলে, আর তাকে মজিয়ে আপনি সরে প'ড়ছেন! এই কি আপনার উচিত কার্য্য?

পরেশ। দয়ামায়াটা তোমার শরীরে কিছু বেশী, তাই নিঃস্বার্থ পরোপকারে প্রবৃত্ত হ'য়েছ। যাক, আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে ইচ্ছা করি না। যদি তোমার অন্য কোনও কায না থাকে, তুমি যেতে পার।

(পুরুষবেশে মুন্নার প্রবেশ)

মুন্না। কেঁও পরেশ বাবু! মেজাজ সরিফ?

পরেশ। অ্যাঁ! তুমি! তুমি এখানে!

শরৎ। এসেছ ভালই হয়েছে, নিজে এখন বোঝা পড়া কর; বাবু ত আমাকে চ'খ রাঙ্গিয়ে তাড়িয়েই দি'চ্ছিলেন।

মুন্না। মেরা কলিজামে কাটারি হানকে, মেরা জান ছিন্‌লেকে হাম্‌কো একদম্‌ ভুলচুকা! ই আপকা কেয়সা ধরম বাবুসাব?

পরেশ। মুন্না, আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে ছেড়ে দাও।

মুন্না। কিস্কো ছোড়েঙ্গে? মেরা কলিজা জল্‌ যাতা হ্যায়। আও মেরা জান।

পরেশ। তোমার সঙ্গে আর আমি যা'ব না, আর তুমি আমাকে কিছুতে ভোলা'তে পা'রবে না।

মুন্না। মেরা সাথ্ আইয়ে গা নেহি ?

পরেশ। না।

মুন্না। নেহি আইয়ে গা ?

পরেশ। না।

মুন্না। ময় ফিন্ পুছতা হুঁ বাবুসাব, আপ্ আইয়ে গা, কি নেহি ?

পরেশ। আমিও ফের বলছি, আমি যা'বনা।

মুন্না। বাবু সা'ব মেরা কসুর মাৎ লেনা, ময় হরনাথ বাবুকা পাশ যা কর কঁহে, আপকা লেড়কা পরেশ বাবু মেরা জান্ ছিন্ লেকর,আভি মেরা সাথ বেইমানি করতেহেঁ।

পরেশ। মুন্না! মুন্না! অমন কায ক'র না, তোমার পায়ে পড়ি, অমন কায ক'র না।

মুন্না। তব মেরা সাথ আইয়ে।

পরেশ। মুন্না! কেন তুমি আমার সর্ব্বনাশ ক'রছ ? আমি ত কখন তোমার কোনও অনিষ্ট করি নি। তোমায় হাত জোড় ক'রে ব'লছি, পায়ে ধ'রছি, আমাকে রেহাই দাও, আমাকে ছেড়ে দাও।

মুন্না। নেহি বাবু সাব আইয়ে।

(হস্তধারণ)

শরৎ। এ আর শরৎ নয়, যে ধমকে ভাগিয়ে দেবেন, এখন সুড় সুড় ক'রে চলুন।

পরেশ। নারায়ণ! শেষ এই হ'ল!

(বেগে কমলার প্রবেশ)

কমলা। মা! মা! একটু দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও।

মুন্না। এ কোন হ্যায়? কিস্কো মায়ি বোলতা?

কমলা। কেন আর ছলনা কর? তুমি কি আমার চ'খে ধুলো দিতে পা'রবে? এই আমি তোমার পায়ে জড়িয়ে প'ড়লুম (পদধারণ), সতীর বুক থেকে তা'র পতিকে ছিনিয়ে নিয়ে যেও না।

মুন্না। আরে কা করতেহেঁ? কা বলতেহেঁ?

কমলা। মিথ্যা ব'লনা! তুমি স্ত্রীলোক, তা আমি বুঝেছি, তুমি আমার স্বামীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছ, তা আমি বুঝেছি। কিন্তু মা! তুমি আমার মা, মেয়েকে তা'র স্বামী ভিক্ষা দাও।

মুন্না। তোম্ কেয়া বোলতা? হাম্ কসবি হ্যায়, রেণ্ডি হ্যায়, হাম্‌কো মায়ি বোলতা?

কমলা। হ্যাঁ, তুমি আমার মা! দে মা মেয়েকে তা'র স্বামী ফিরিয়ে দে।

মুন্না। ইস্‌মাফিক আওরৎ ময়্ কভি নেহি দেখা!

(হস্তধারণ পূর্ব্বক কমলাকে উত্তোলন।)

আজসে তু হামারা বিটী হ্যায়, আউর পরেশ বাবু মেরা লেড়কা।

শরৎ। আরে বাইজি, পাগলের মতন কি ব'লছ?

মুন্না। চুপ্ রও, উল্লু! আউর একবাৎ—কসম লেকে কাহতাহুঁ আজ সে রেণ্ডিকো পেশা ছোড় দেতাহুঁ, কই আউরাৎ কা কলিজা সে উন্‌কো মরদ ছিন্ নেহি

লেগা। গাহনা করকে, মুজরা করকে মেরা রোটি ময় খোদাসে মাঙ্গ লেঙ্গে।

(সুধীরের প্রবেশ।)

সুধীর। মা! মা! তুই আমারও মা; কি শু'নলুম! কি শু'নলুম! কান জুড়িয়ে গেল। কে বলে, বেশ্যার হৃদয় নেই? কে বলে, বেশ্যা পাষাণী? কে বলে, বেশ্যা পিশাচী? যদি মূর্ত্তিমান পাপের অবতার, পিশাচের অবতার, রাক্ষসের অবতার দে'খতে চাও, যদি নরকের কীটাপেক্ষাও অধম প্রাণী দে'খতে চাও, আমাদের শরৎ বাবুর দিকে চেয়ে দেখ। সতীর কথায় বেশ্যার হৃদয় গলে গেল, তা'রও প্রাণে দয়ার সঞ্চার হ'ল, তা'রও মনে ধিক্কার হ'ল, সে বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে দেব ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রলে, আর ইনি, এই ভদ্রলোকের ছেলে তাকে বাধা দিতে গেলেন! বাবুর ঘরে অন্ন নেই, উনি লম্বা কোঁচা ঝোলান, স্ত্রীর পরণে বস্ত্র নেই, উনি টেরির বাহার দেন, মা ভিক্ষা করেন আর উনি মজলিস মারেন, দেশ উদ্ধার করেন। হ'তে পারে বেশ্যা পিশাচী, হ'তে পারে তা'রা রাক্ষসী, কিন্তু যে সব ভদ্রলোকের ছেলে, সেই বেশ্যাদের অনুগ্রহপ্রার্থী হ'য়ে তাদের জন্য বড়লোক ধ'রে বেড়ায়, তাদের মোসাহেবী ক'রে বেড়ায়, তারা কি বেশ্যাদের অপেক্ষা শতগুণ হেয়, সহস্রগুণ নীচপ্রকৃতি নয়?

শরৎ। কি পরেশ বাবু! আপনার বাড়ীতে কি আমি এই রকম করে অপমানিত হ'ব?

সুধীর। রাস্কেল, এখনও তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস? সতী তাঁর পতিকে রক্ষা ক'রবার জন্য, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হ'য়ে, যেন তোর মত পশুকে উপেক্ষা করেও ছুটে এসেছেন, তুই কোন হিসেবে এখনও সেই ঘরে দাঁড়িয়ে আছিস?

শরৎ। তোমার বাড়ী? তুমি অমন ক'রে ব'লবার কে?

সুধীর। ফের কথা কইছিস? নিকালো হিঁয়াসে।

শরৎ। তোমাকে দেখে নেব।

সুধীর। Get out, you rogue! (গলাধাক্কা)

[শরতের প্রস্থান।

মুন্না। বাবুসাব্, আবি হাম চলে।—আও বেটি।

[কমলার মুখচুম্বন ও প্রস্থান, অন্য দ্বার দিয়া কমলার প্রস্থান।

সুধীর। যাও মা শক্তিস্বরূপিণী, শান্তিবিধায়িনী মা আমার! পতি ল'য়ে চিরদিন সুখে দিনযাপন কর। যে দিন আমাদের দেশে ঘরে ঘরে তোর মতন রমণী বিরাজ ক'রবে,সেই দিন দেশের প্রকৃত উন্নতি হ'বে, সেই দিন এই পরপদদলিত, অধঃপতিত জাতি আবার উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ ক'রবে। সে উর্দ্ধগতি রোধ করে কাহার সাধ্য?

পরেশ। সুধীর হঠাৎ কোথা থেকে এলে?

সুধীর। আমি তোমার কাছেই কোনও বিশেষ প্রয়োজনে আ'সছিলুম, হঠাৎ দূর থেকে দে'খলুম, একটা মাগি ছোকরা সেজে তোমার ঘরে ঢু'কল; সেই অবধি, অন্যায় হ'লেও, কৌতূহল পরবশ হ'য়ে আমি সমস্ত

শুনেছি। পরেশ, তুমি ভাগ্যবান, এরূপ স্ত্রীলাভ বহু পুণ্যের ফল।

পরেশ। এখন থেকে তুমি বোধ হয় আমাকে খুব ঘৃণা ক'রবে।

সুধীর। There is no harm in falling, if you can rise, every time you fall.

পরেশ। এখন আমার কাছে আ'সছিলে কেন বল দেখি?

সুধীর। আমার প্রয়োজন গুরুতর। তুমি জান যে তোমার শ্বশুরের পীড়া সাঙ্ঘাতিক, তাঁ'কে আজ তীরস্থ করা হ'য়েছে?

পরেশ। বল কি! কখন?

সুধীর। কিছু পূর্ব্বে; যেরূপ অবস্থা, রাত্রি কা'টবে না সেটা স্থির। সাহায্য ক'রবার একটি লোকও নেই, আমি কা'কেও জোগাড় ক'রতে না পেরে, শেষ তোমার কাছে এসেছি।

পরেশ। চল, আমি এখনই যা'ব।

সুধীর। কিন্তু একা নয়; দীনবন্ধু বাবু তাঁহার কন্যাকে একবার দে'খবার জন্য ছটফট ক'রছেন। ব্রাহ্মণের মৃত্যুকালের শেষ সাধ পূর্ণ কর। তোমার স্ত্রীও যদি মৃত্যুকালে বাপকে একবার না দে'খতে পান, তাঁ'র বড় আপশোষ থেকে যাবে। আমি তোমাকে কখন কোনও অনুরোধ করি নি, এই অনুরোধটি রা'খতে হ'বে। ভা'বছ পিতার অনুমতি নেবে, তিনি সে অনুমতি কখন দেবেন না, তা' কি তুমি জান না? আমি তোমাকে পিতার অবাধ্য হ'তে বলি না, তবে এটাও তোমার মনে রাখা

উচিত, যে পরিণীতা ভার্য্যার প্রতিও মানুষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। মনে রে'খ, তোমার সেই স্ত্রীর পিতা আজ মৃত্যুশয্যায়।

পরেশ। তুমি এগোও, আমি এখনই সস্ত্রীক যাচ্ছি।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—০—

গঙ্গাতীর।

দীনবন্ধু, অনুপমা, লীলা, কান্ত ও সুধীর।

দীন। লীলা! মা! আমার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দাও; আহা! আমার জন্যে তোমাদের কত কষ্টই হ'চ্চে!

লীলা। না বাবা, আমাদের কোন কষ্টই হয় নি; তুমি সেরে ওঠ, তা' হ'লেই আমাদের কষ্ট সার্থক হয়।

দীন। সেরে উ'ঠব! সে কথা তোমরাও বুঝেছ, আমিও বুঝেছি। তবে আমার বড় কষ্ট রইল যে, তোমার বিয়ে দিয়ে যেতে পা'রলুম না। ঈশ্বর জানেন, তোমার অদৃষ্টে কি আছে!

অনু। এখন কেমন আছ?

দীন। এখন বেশ আছি, আমার কোন অসুখ নেই।

অনু। তবে এই ওষুধ টুকু খাও।

দীন। আর ওষুধ কেন অনু? ওষুধে আর আমার ক'রবে কি? আমি ভাল আছি ব'লছি, তাই তুমি আশায়

বুক বেঁধে আমাকে ওষুধ দিতে চাইছ? কিন্তু তুমি কি জান না যে,মৃত্যুর পূর্ব্বে মানুষের কোন ব্যায়রাম থাকে না; এও আমার তাই; আর বেশী ক্ষণ নেই।

অনু। ওগো, অমন কথা ব'ল না।

দীন। তোমাকে অকূলে ভাসিয়ে চ'ললুম, তোমাদের পথের ভিখারী ক'রে গেলুম। কি হ'বে? তোমাদের কি হ'বে? আইবুড়ো মেয়ে নিয়ে কা'র দ্বারস্থ হ'বে?

সুধীর। আপনি চুপ করুন,এখন ওসব কথা মনে আ'নবেন না।

দীন। আর কিছুক্ষণ পরে, আমি কিছু দে'খতেও আ'সব না, ভা'বতেও আ'সব না। বাবা সুধীর, তোমার ঋণ আর ক্ষান্তর ঋণ শোধ ক'রতে পা'রলুম না। ক্ষান্ত আমার মার চেয়েও অধিক করেছে, আর তুমি যা ক'রলে, লোকের উপযুক্ত পুত্রেও তা করে না। এখন আমার মৃত্যুকালের শেষ অনুরোধ, আমার বিধবা পত্নী আর অবিবাহিতা কন্যাকে দে'খ। তা'দের আর কেউ নেই, তা'দের চ'খের জল মুছাতে জগতে একটি প্রাণীও নেই।

সুধীর। সে জন্য আপনার কোন ভাবনা নেই; যতদিন আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থা'কবে, আমি ওঁদের তত্ত্বাবধান ক'রব।

দীন। আঃ—নিশ্চিন্ত হ'লেম! এখন আমি সুখে ম'রতে পা'রব। এই জন্যেই বুঝি প্রাণ বেরুতে চাইছিল না। কই কমলা এল না? এক বার তাকে দে'খতে পেলুম না!

সুধীর। পরেশ কমলাকে নিয়ে এল ব'লে।

দীন। আর কখন আ'সবে? আমার যে হয়ে আ'সছে—আর দেখা হ'ল না। একটু জল। (অনুপমার দুগ্ধদান) অনু! অনু! কই তুমি? আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দাও। ও বড় জ্বালা! এই যন্ত্রণা সুরু, এইতেই শেষ হ'বে। লীলা!

লীলা। কেন বাবা?

দীন। ব'স।

লীলা। বাবা! ওই দিদি আর মুকুয্যে মশাই এসেছেন।

(পরেশ ও কমলার প্রবেশ।)

কমলা। বাবা! বাবা। (পদতলে পতন)

দীন। কেও কমল এসেছ? এস মা, আমার কাছে এস, আমার গায়ে হাত দাও; মা! আমি চ'ললুম; বাবা পরেশ, তোমাকে আর কি ব'লব, কাঙ্গালের ধন তোমার হাতে দিয়েছি, যত্ন ক'রে রেখ।

কমলা। মাগো! কি হ'ল মা! তোমাদের কি হ'বে মা?

সুধীর। চুপ কর, ওঁর কাছে ও রকম ক'রে সকলে কেঁদ না।

দীন। ওঃ প্রাণ যায়! বড় যন্ত্রণা! যাই যে—অনু আর—দেরী—নেই।

অনু। ওগো! তোমার মেয়ে জামাইকে আশীর্ব্বাদ কর।

দীন। বাবা পরেশ, দীর্ঘজীবী হয়ে চিরসুখী হও। আর কমল, তুমি সাবিত্রী সমান হও। ওঃ—একটু জল!

অনু। কমল, তুই একটু জল দে।

(কমলার জল প্রদান)

কমলা। ওগো! বাবা যে জল গি'লতে পা'রলেন না, ওকি কেমন ক'রছেন যে, আর যে কথা ক'ন না। বাবা! বাবা! মাগো! কি দে'খতে এলুম মা!

পরেশ। ঠাকুরদের নাম কর, ঠাকুরদের নাম কর।

কমলা। বাবা, ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ কর। বল নারায়ণ, বল দুর্গা শ্রীহরি, বল রাম রাম, হরি হরি।

সুধীর। আর দেরী নেই, পরেশ, খাট ধর। বল, গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম, গঙ্গানারায়ণব্রহ্ম!

লীলা। দিদি! দিদি! কি হ'ল দিদি!

কমলা। মা! মা!

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—*—

বৈঠকখানা।

হরনাথ, রতিকান্ত ও ভট্টাচার্য্য।

হর। ভট্‌চায! ক্রিয়ে বাড়ী ছেড়ে, পাওনা গণ্ডা ছেড়ে তুমি এখানে বসে! ব্যাপার খানা কি হে?

ভট্টা। রামচন্দ্র! পাওনা গণ্ডার মুখে আগুণ। আমি সে রকম ব্রাহ্মণপণ্ডিত নই, যে সামান্য পাওনার লোভে, সে স্থলে গিয়ে একটা পাষণ্ড বর্ব্বরের শ্রাদ্ধ করাব।

রতি। আরে ছ্যা ছ্যা! লোকটা—বুঝলে কি না—কি জঘন্যই ছিল! যখন বেঁচে ছিল, কোন্ দুষ্কার্য্যই—বুঝলে কি না—না করেছে? বাবু আমাদের দয়া করে ওর মেয়েকে—বুঝলে কি না—ঘরে এনেই ত ওটার গুমোর বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ওঃ, বেটার—বুঝলে কি না—কি অহঙ্কারই ছিল!

হর। এমন অকৃতজ্ঞ লোক ত কখন দেখি নি। কন্যাদায় উদ্ধার ক'রলুম, আমার সঙ্গে কুটম্বিতা করে নিজেকে ভাগ্যবান বিবেচনা করা দূরে গেল, আমারই উপর টেক্কা দেবার চেষ্টা।

ভট্টা। তা ফল ঠিক হয়েছে। মলেন, মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মলেন। নারায়ণ!

রতি। আরও হ'ত,—বুঝলে কি না—আরও হ'ত; বাসি মড়া হয়ে পচে ম'রতেন। কোথা থেকে—বুঝলে কি না—ওই সুধরে ছোঁড়া জু'টল!

ভট্টা। হাঁ্যা, ওই এক বেটা নাস্তিক। আমরা দাহ ক'রতে গেলুম না ব'লে, আমাদের কি যা'চ্ছেতাই না ব'ললে? দর্পহারী মধুসূদন দর্প চূর্ণ ক'রবেন। রাধা-গোবিন্দ!

রতি। আমরাও—বুঝলে কি না—তেমনি অপমানটা করেছি। আমরা হলুম বাবুর লোক, ও বেটার—বুঝলে কি না—আবার তোয়াক্কা রাখব কি?

হর। দেখ না, একধার থেকে সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। ও সব তিরবিরুণি বা'র ক'রে দেব।

ভট্টা। সু'ধরে একাও কিছু ক'রতে পা'রত না, আমরা পেছনে লা'গতুম; পরেশ বাবু গিয়েই ত সব মাটি ক'রলেন, আমরা ঠুঁটো হয়ে গেলুম। হরি হে!

হর। পরেশ বাবুকে তা'র দরুণ উচিত মত শিক্ষা দেব।

রতি। আপনার পুত্রবধূকে—বুঝলে কি না—ও বাটীতে পাঠান কিছুতেই উচিত হয় নি। তার উপর চতুর্থীতে—বুঝলে কি না—কি খরচই করলেন! আপনার পুত্রবধূর কার্য্য—বুঝলে কি না—কাযেই আমাদের আহার ক'রতে হ'ল। ওঃ আহার যা হ'ল—

হর। আমার গুণধর পুত্র ঘাট থেকেই স্ত্রীকে বাপের বাড়ী

পাঠিয়েছেন, চতুর্থীর খরচা করেছেন। আমি কিন্তু সে বউকে আর বাড়ী ঢু'কতে দিচ্ছি না।

রতি। বটেই ত, বটেই ত, এতে আপনার—বুঝলে কি না—মাথা হেঁট হয়েছে। লেখাপড়া শিখে—বুঝলে কি না—পরেশ বাবুর এ কাযটা কি ভাল হয়েছে?

ভট্টা। সব ওই সুধরে ছোঁড়ার পরামর্শে। পরেশবাবু আমাদের ভাল ছেলে, এ সব অকার্য্য ওই বেটাই করিয়েছে। তার পর শ্রাদ্ধেরও শুনছি খুব জোগাড় হয়েছে। মধুসূদন!

রতি। সেও ওই পরেশ বাবুর টাকায়, নয়ত—বুঝলে কি না—ওরা কোথা পা'বে। সেটার ত—বুঝলে কি না—"অদ্য ভক্ষ্যঃ ধনুর্গুণঃ" ছিল।

হর। হ্যাঁ হে ভট্‌চায, তোমাকে যা' বলেছিলুম তা'র কত দূর কি ক'রলে?

ভট্টা। আঁজ্ঞে সে সব ঠিক। যজ্ঞ যে প'চবে সে বিষয় আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এ গ্রামে কার এমন মাথার উপর মাথা আছে যে, আপনার হুকুম অমান্য করে শ্রাদ্ধবাড়ী ঢু'কবে। সেই দণ্ডে তা'কে একঘরে হ'তে হ'বে না? তার ভিটেয় ঘুঘু চ'রবে না?

হর। আর আমি যে কিছু অন্যায় ব'লছি তা' নয়। কিছু মধু না থা'কলে ওই সু'ধরে ছোঁড়ার এত মাথা ব্যথা কেন?

রতি। নিশ্চয়। জেনে শুনে—বুঝলে কি না—কে বেশ্যার বাড়ী খেতে যাবে? মাগী বরাবরই বুঝলে কি না—যেন

কেমন কেমন। ছোঁড়া খুব দাঁওটা মা'রলে যা' হোক। অদৃষ্ট, সবই—বুঝলে কি না—অদৃষ্ট!

ভট্টা। পাড়ায় পাড়ায় এখন ঘোঁট হচ্চে, শ্রাদ্ধের জাঁক বেরিয়ে গেছে। বেটী কুলটা, একঘরে, ও বাটীতে কে পদার্পণ ক'রবে? আপনার হুকুম কে ঠে'লবে? কালি, কৈবল্যদায়িনি!

রতি। তবে একটা কথা আছে, আমাদের পরেশ বাবু—বুঝলে কি না—যেন না দাঁড়ান। তিনি দাঁড়ালে—বুঝলে কি না—কিছু বেগোড় হবে।

হর। সে বন্দোবস্ত করে দিচ্চি। পরেশকে আমি অনেকক্ষণ ডা'কতে পাঠিয়েছি, সে এলেই সব ঠিক করে দেব।

ভট্টা। হ্যাঁ, তা'হ'লে আর কোন চিন্তাই থা'কবে না। দেখা যা'বে সু'ধরে ছোঁড়া কি করে? হরি হে, তুমিই ভরসা!

(পরেশের প্রবেশ)

রতি। এই যে পরেশ বাবু এসেছেন।

হর। দেখ পরেশ, তুমি ত আমার যত দূর অবাধ্য হ'বার তা' হয়েছ। আমার মত না নিয়ে বউমাকে গঙ্গার ঘাটে পাঠালে; সেখান থেকে তাঁকে বাপের বাড়ী পাঠালে, তাতেও আমার অনুমতিগ্রহণ আবশ্যক বিবেচনা ক'রলে না।

পরেশ। তার জন্যে ত আপনার কাছে অনেক বার ক্ষমা প্রার্থনা করেছি। আমার শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ ও আর সকলে যে রকম শোকাতুরা হয়ে প'ড়লেন, তাতে সে

সময়ে প্রাণধরে তাঁদের আমি বিচ্ছিন্ন ক'রতে পা'রলুম না।

হর। সে কথা যা'ক। তার পর খুব ধুমধাম ক'রে ত পরিবারের চতুর্থ করা'লে।

পরেশ। আমি আপনাকে অনেক বার বলেছি যে, আমি একটি পয়সাও দিই নি, বা সে আমার কাছে থেকে নেয় নি। তা'র কাছে যা' দুএক পয়সা ছিল, তা'ই থেকেই সে এ কায করেছে।

হর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে সব আমি বুঝি। এখন শ্রাদ্ধ যে এত জাঁক করে হচ্চে, এটা কার পয়সায়? এটা কি সেই মাগির রোজকারের পয়সায়, না আমার উপযুক্ত সন্তান পরেশ বাবুর পয়সায়?

পরেশ। আপনি যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, তা'হলে আমি কি ক'রব? আপনার অনুমতি পাইনি ব'লে তাদের এরূপ বিপদকালে আমি একবারও সে স্থানে যাই নি। শ্রাদ্ধে আমি কিছু সাহায্য ক'রতে চেয়েছিলুম বটে, কিন্তু আমার শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ তা' নিলেন না।

হর। তবে শ্রাদ্ধের জাঁক কা'র টাকায়?

পরেশ। জাঁক ত কিছুই নয়। তিলকাঞ্চনে সামান্য শ্রাদ্ধই হ'বে বলে শুনেছি, আর সুধীর বাবুই সমস্ত খরচা ক'রবেন।

হর। তা' হ'লে মাগীই রোজকার ক'রে ক'রছে।

পরেশ। এরূপ সময়ে তাঁদের প্রতি এরূপ কটূক্তি কি ভাল?

হর। কি! আমার কার্য্যের ভালমন্দ বিচার ক'রতে সাহস

কর? আমি পাঁচশ' বার ব'লব সে মাগী বেশ্যা, কা'র সাধ্য আমাকে নিবারণ করে। আমি ও শ্রাদ্ধ পণ্ড ক'রব, বেশ্যার বাড়ী কেউ খেতে যা'বেনা, বেটীকে একঘরে ক'রব, দেখি কোন্ বেটা এতে কথা কয়?

পরেশ। তা'তে কি আপনার মুখ উজ্জ্বল হ'বে? বাবা, সতীর নামে বৃথা কলঙ্ক দেবেন না, এই বিপদের সময় তাঁ'দের মস্তকে বজ্রাঘাত ক'রবেন না, মনে রা'খবেন, তাঁর কন্যা আপনার পুত্রবধূ।

হর। চোপরাও ছুঁচো! পুত্রবধূ! অমন পুত্রবধূ আমি ত্যাগ ক'রব।

পরেশ। বাবা, আপনার পায়ে ধ'রছি। যদিও আমার শ্বশুর কোন দোষ ক'রে থাকেন, তিনি ত মৃত, তাঁর বিধবার কি দোষ? তাঁদের উপর এমন নিষ্ঠুর হ'বেন না। ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধ পণ্ড ক'রবেন না।

হর। তুমি আমার সম্মুখ হ'তে চলে যাও। তোমার মুখদর্শন করতে চাই না। বালকের কথা শুনে হরনাথ মুকুয্যে কোন কাষ করে না।

[পরেশের প্রস্থান।

দেখ দেখি একবার কাণ্ড খানা! ছেলেটা মুখের উপর উত্তর ক'রতে শিখেছে।

ভট্টা। ও সব ওই সুধরে ছোঁড়ার শেখানি; ছোঁড়ার সঙ্গে পরেশ বাবুর বড় ভাব।

হর। ভাব দিচ্ছি বা'র ক'রে।

(জনৈক খানসামার প্রবেশ)

খান। বড় বাবুর শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ একবার হুজুরের সঙ্গে দেখা ক'রতে চান। বাড়ীর ভেতর থেকে মা ঠাকরুণ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রতি। পরমা সুন্দরী!

ভট্টা। অনুপমা সত্যই অনুপমা। হরি হে!

হর। এই খানে নিয়ে আয়। তোমরা একবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াও।

ভট্টা। মধুসূদন!

রতি। চল ভট্চায--বুঝলে কি না—আমরা বারান্দায় যাই।

(রতিকান্ত প্রভৃতির প্রস্থান এবং অনুপমার প্রবেশ।)

অনু। আমি আপনার আশ্রয়প্রার্থী, আমাকে রক্ষা করুন।

হর। ব্যাপারটা কি?

অনু। আমার স্বামী জীবদ্দশায় যদি কিছু অপরাধ করে থাকেন, আপনি তা' বিস্মৃত হ'ন। তাঁ'র হয়ে আমরা ক্ষমা চা'ইছি, আমাকে ক্ষমা করুন। এখন আপনিই অনাথার একমাত্র অভিভাবক।

হর। হয়েছে কি? চাও কি? খুলে বলই না।

অনু। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার স্বামী ত অকালে ইহধাম পরিত্যাগ করেছেন, আমাদের ত একরকম পথে বসিয়ে গেছেন। কাল কি খাই তার বিলি নাই, তার উপর বুকের মাঝে আইবুড়ো মেয়ে! সে যা হোক, অনেক কষ্টে তাঁর সদগতির জন্য যা হোক শ্রাদ্ধের আয়োজন

করা হয়েছে; আপনাকে দাঁড়িয়ে থেকে কার্য্য সম্পন্ন করা'তে হ'বে, নইলে আমাদের আর কে আছে?

হর। লোকের অভাব কি? সুধীর বাবু প্রভৃতি কত লোক তোমাদের সহায়। আর ওরূপ বৃহৎ ব্যাপারে আমার মত সামান্য লোকই বা ক'রবে কি?

অনু। আমি বিধবা, আমি অনাথা, আমাকে বিদ্রূপ করা আপনার শোভা পায় না। আমি জোড় হাত ক'রে ব'লছি ক্ষমা করুন। আপনাকে এ দায় উদ্ধার ক'রতেই হ'বে।

হর। আমার শরীর অসুস্থ, আমি বাড়ী থেকে বেরুই না। আমি কোথাও যেতে পা'রব না।

অনু। একান্তই যদি যেতে না পারেন, আমাকে যে একঘরে করবার হুকুম দিয়েছেন, তা' রহিত করুন। আপনি না দয়া ক'রলে যজ্ঞ পণ্ড হ'বে, আমার স্বামীর সদ্গতি হ'বে না।

হর। আমি ক'রব কি? তোমার অনেকে সহায় আছে।

অনু। দয়া করুন, বিধবাকে দয়া করুন, আপনার পায়ে ধরছি, দয়া করুন।

হর। দেখ, তুমি যদি আমার কথা শোন, তা'হ'লে এ সমস্ত গোল ত মিটিয়ে দিইই, তা'র উপর আমি দাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করি।

অনু। বলুন, বলুন, হুকুম করুন, এই দণ্ডেই তা' পালিত হ'বে।

হর। আর কিছুই নয়, তুমি যদি মনে কর তা' হ'লেই হয়, তুমি যদি একটু দয়া কর তা' হ'লেই—

অনু। আবার আপনি আমাকে বিদ্রূপ ক'রছেন ?

হর। না এ বিদ্রূপ নয়, সত্য কথা, আমার প্রাণের কথা ; তুমি পরমা সুন্দরী, তুমি সত্যই অনুপমা, তুমি যদি আমাকে দয়া কর, আমি প্রাণ দিয়ে তোমার উপকার করি ; তুমি যা' চাও আমি তাই দিই।

অনু। তুমি পাষণ্ড ! তুমি নরাধম ! তুমি পশুরও অধম !

হর। সুন্দরি ! রাগ ক'র না, লজ্জা ক'র না ; আমি প্রাণের কথা বলেছি। তুমি আমার হও ; সুধরে ক্ষুধরেকে ছেড়ে আমার হও, তোমাকে পরম সুখে রা'খব।

অনু। নরাধম ! পতিহীনা অনাথা বিধবা, স্বামীর সদ্গতির জন্য, তোর দ্বারস্থ হয়ে আশ্রয় ভিক্ষা ক'রলে, আর তুই পশুবৎ তার প্রতি পাপ কথা উচ্চারণ ক'রলি ! তোর মস্তকে বজ্রাঘাত হ'ল না ? তোর জিহ্বা শতধা বিভক্ত হ'ল না।

হর। আহা, অত চট কেন ? দুদণ্ড ব'সই না।

অনু। স্বামিন্ ! স্বামিন্ ! স্বর্গ হ'তে নারকীয় প্রেতের ব্যবহার দেখ। এখনও ধর্ম্ম আছেন, এখনও দিনরাত্রি হ'চ্ছে, এখনও চন্দ্র সূর্য্য উ'ঠছে ; আমি সতী, সতীর বাক্য কখন নিষ্ফল হ'বে না। যদি আমি কায়মনো বাক্যে পতির চরণ পূজা করে থাকি, এর ফল তুই পাবি ! তোর বিশাল বৈভব,অতুল সম্পত্তি কখনই তার প্রতিরোধ ক'রতে পা'রবে না !

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—০—

চণ্ডীমণ্ডপ।

ভট্টাচার্য্য, রতিকান্ত ও গ্রামস্থ মুরুব্বিগণ।

১ম। তাইত, এ যে বড়ই স্পর্দ্ধা! বাবুদের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাওয়া!

ভট্টা। দেখুন দেখি একবার আশাটা? কালি তরাও!

২য়। আরে তুই ত সেদিনকার ছোঁড়া। দু'পাতা ইংরেজি পড়ে একেবারে ধরাকে সরা দে'খছেন আর কি।

৩য়। ইংরেজি কি আবার একটা বিদ্যের মধ্যে নাকি? হুট-পাট ক'রলেই যদি বিদ্যাশিক্ষা হ'ত, তা'হ'লে আর ভাবনা থা'কত না।

রতি। বাপ দু'পয়সা রেখে গেছে তাই—বুঝলে কি না—ও ভাবে, যে কি হয়েছি।

১ম। আরে রেখে দাও তোমার দু'পয়সা। তা'বলে হরনাথ বাবুর সঙ্গে পাল্লা!

২য়। হ্যাঁ, বলে—চাঁদে, আর ময়লা গাড়ীর মোসের কাঁধে—

ভট্টা। যখনই ছোঁড়া বে থা করে নি, তখনই জানি যে বিগড়ে যা'বে। মধুসূদন!

৩য়। বলি বিগড়োয়ও ত ঢের লোক, কিন্তু এমন উন্মদ হ'তে ত কা'কেও দেখি নি।

ভট্টা। আর মাগিরই বা আক্কেল কি! এখনও অশৌচান্ত হয় নি, এর মধ্যেই কাণ্ডখনা কি? নারায়ণ!

রতি। ও সব অনেক আগে থেকে—বুঝলে কি না—লটঘট হয়েছে, তা'র খপর রাখ কি?

১ম। মাগি সমাজের তোয়াক্কা রাখে না?

২য়। এই বার টেরটা পাবেন, যজ্ঞ পচলেই আক্কেল হবে। গলার দড়ি জোটে না?

৩য়। বেটীর ধোপা নাপিতও বন্ধ হওয়া চাই।

ভট্টা। নিশ্চয়ই। সে ত বটেই, তার পর তের চৌদ্দ বৎসরের আইবুড়ো মেয়ে নিয়ে কি করেন একবার দেখা যাবে। হরি বল!

রতি। আরে মেয়েটাকেও—বুঝলে কি না—ওই ব্যবসা ধরাবে হে।

১ম। এঁ্যা! এ সমাজের বুকের উপর বসে দাড়ি ওপড়ান! কালে কালে কতই হবে!

২য়। ভায়া, কেউ যাও ভাল, আর না যাও ভাল, শর্ম্মা ত যাচ্চেন না।

৩য়। আরে ও বাড়ীতে আবার যাবে কে হে? মহাভারত!

ভট্টা। আমি ত প্রস্রাব ত্যাগ ক'রতেও যাব না। হরি হে!

রতি। বেশ্যার বাটী ঢুকে কি—বুঝলে কি না—জাত দেব না কি?

(সুধীরের প্রবেশ)

সুধীর। মশাই, আমি আপনাদের কাছে এলুম।

ভট্টা। এলে—এলে—কে তোমাকে আসবার জন্যে পায়ে ধরে সা'ধতে গি'ছল? হরে মুরারে!

রতি। দুর্ভাবনায় আমাদের—বুঝলে কি না—ঘুম ধরে নি,তাই উনি এলেন।

১ম। এসেছ, তা আমাদের কি?

সুধীর। আপনারা বিজ্ঞ, আপনারা সমাজের চূড়া, তাই মহাশয়দের নিকট একটা পরামর্শের জন্য এসেছি।

রতি। চাপ প'ড়লে—বুঝলে কি না—অনেকেই বাপ বলে থাকে।

২য়। আমাদের সঙ্গে আবার তোমার পরামর্শটা কি?

৩য়। যা' ভেবে এসেছ, তা' হ'চ্ছে না বাপু, তা' হ'চ্ছে না।

সুধীর। দীনবন্ধু বাবুর শ্রাদ্ধে—

ভট্টা। রাধেমাধব! ও কথা আমরা শ্রবণ ক'রতে বাসনা করি না।

১ম। সে স্থলে কে যাবে?

রতি। বেটীকে ত—বুঝলে কি না—একঘরে করা হয়েছে।

২য়। তোমার ও সম্বন্ধে কথা কইতে লজ্জা করে না?

সুধীর। আজ্ঞে,লজ্জা সরম আমার বড় একটা নেই,তা' না হ'লে কি আর আপনাদের কাছে আসি? তবে কথা হ'চ্ছে এই, যে দীনবন্ধু বাবুর স্ত্রী শ্রাদ্ধে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে পাঁচ টাকা ও প্রত্যেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে দশ টাকা দক্ষিণা দান ক'রবেন।

ভট্টা। এঁ্যা! বল কি? বল কি?

১ম। এ খরচা বোধ হয় সবই তোমার?

রতি। আহা সুধীর বাবু আমাদের—বুঝলে কি না—বড় ভাল ছেলে।

২য়। অমন ছেলে কি আজ কালের বাজারে জন্মায়?

ভট্টা। এরূপ পরোপকারী ত দে'খতে পাই না। হবে না, বংশ কেমন। হরি হে!

৩য়। আহা, যেন মাটীর মানুষ; উচুঁ নজরটী নেই। বিনয়ী, নম্র, বিদ্বান্!

সুধীর। এখন কা'র কা'র পদধূলি প'ড়বে জা'নতে পারলে, সেইরূপ বন্দোবস্ত করা যায়!

রতি। দীনু আমার—বুঝলে কি না—আত্মীয় ছিল!

ভট্টা। আরে ওরা ত তিন পুরুষ আমার যজমান। শেষে শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন দিন কয়েকের জন্য ত্যাগ ক'রতে হয়েছিল। নারায়ণ!

১ম। আরে ওরা ত আমাদের নিকট জ্ঞাতিকুটুম্ব, পরমাত্মীয়।

৩য়। আরে নাও। আমার স্ত্রীর সইএর মাসতুতো ভাইয়ের সম্বন্ধীর মাতুল কন্যা হ'চ্চে দীনুর স্ত্রী।

সুধীর। তা'হ'লে আমার প্রতি এখন কিরূপ আজ্ঞা হয়?

ভট্টা। পুরাতন যজমান ত্যাগ ক'রব কি প্রকারে? কালি কৈবল্যদায়িনি!

রতি। আমি ত পূর্ব্বেই ব'লেছি যে—বুঝলে কি না—ওরা আমার পরম আত্মীয়।

২য়। কেউ যান আর না যান, শর্ম্মা ত যাচ্ছেন।

সুধীর। বড় অনুগৃহীত হলেম।

রতি। তা বাবা, একটা কথা—বুঝলে কি না—আমিও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সে দিন নাপতে বেটা ভ্রমক্রমে আমার টিকিটা কেটে দিয়েছে।

ভট্টা। আমার দু'চারটী আত্মীয় আছে, মধুসূদন!

৩য়। আমার ছেলে পুলে গুলি—

সুধীর। আপনাদের সঙ্গে যাঁরা যাবেন, তাঁরা সকলেই আপনাদের তুল্য সম্মান পাবেন।

ভট্টা। আহা বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক, এমন সৎছেলে ত কখন দেখি নি। হ্যাঁ দেখ, ওঁদের সময় তত ভাল নয়, সব দিক বুঝে সুজে দে'খ, কতকগুলো লোক বলে আর ভিড় ক'র না। যাঁদের, ব'লবে, তাঁদেরই তৃপ্তির দিকে নজর রে'খ।

রতি। সুধীর বাবুকে আর—বুঝলে কি না—বেশী কিছু ব'লতে হ'বে না।

সুধীর। তা'হ'লে, এখন আমি চ'ললুম।

ভট্টা। এস বাবা এস, হরি বল!

[সুধীরের প্রস্থান।

১ম। তাই ত ভায়া, এ লোভ ত সম্বরণ করা দায়।

ভট্টা। খুব গোপনে কার্য্য সম্পন্ন ক'রতে হবে। কালি তরাও!

রতি। হ্যাঁ—বুঝলে কি না—খুব গোপনে।

২য়। চল এখন বাটী গমন করা যাক।

ভট্টা। চল, নারায়ণ!

তৃতীয় দৃশ্য।

—o—

কক্ষ।

পরেশ।

পরেশ। কি চমৎকার অদৃষ্ট আমার! এই অতুল বৈভবের একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়েও মুহূর্ত্তের তরে প্রাণে শান্তি নেই। কি কুক্ষণে আমার বিবাহ হয়েছিল? বিবাহের পর থেকেই অপার পিতৃস্নেহ যেন তিল তিল করে কমে যাচ্ছে! আমার অপরাধ কি? পিতৃআজ্ঞা পালনে আমি ত সাধ্যমত কোন ক্রটী করি না। সুধীর বাবুর চেষ্টায় এই শ্রাদ্ধ যে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'ল, পিতা হয় ত তা'র জন্য আমাকেই দোষী ক'রবেন। আমি কি করি? কি উপায় অবলম্বন ক'রলে সব দিক বজায় থাকে?

(হরনাথের প্রবেশ)

হর। পরেশ বাবু!

পরেশ। আজ একি সম্ভাষণ বাবা?

হর। এ বাটী আমার না তোমার?

পরেশ। নিশ্চয়ই আপনার।

হর। এ বাটীতে কর্ত্তা কে, আমি না তুমি?

পরেশ। আপনিই ত কর্ত্তা।

হর। এ বাটীতে কার হুকুম চলবে, আমার না তোমার?

পরেশ। আপনার হুকুম অবনতমস্তকে পালন ক'রতে সবাই বাধ্য।

হর। তবে আমার নিষেধ সত্ত্বেও কি কারণে তোমার স্ত্রীকে আমার বাটীতে নিয়ে এলে? চুপ করে রয়েছ যে? উত্তর কর।

পরেশ! মা বলেছিলেন—

হর। এ বাটী ত তাঁর নয় যে তাঁর হুকুম সকলকে শু'নতে হবে। তুমি আমার অবাধ্য পুত্র, আমার অপমান করাই তোমার অভিপ্রেত। ওরূপ কুলাঙ্গারের আমি মুখদর্শন ক'রতে ইচ্ছা করি না।

পরেশ। পিতা, আমার মুখদর্শন করুন বা না করুন, সে কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু আপনার অপমান আমি ক'রব! এ কথা কেমন করে আপনি স্বপ্নেও বিশ্বাস ক'রলেন?

হর। এর চেয়ে অপমান মানুষ মানুষকে ক'রতে পারে কি? আমি যা'কে একঘরে ক'রলুম, আমি যা'কে জাতে ঠে'ললুম, আমার সৎপুত্র কিনা অর্থব্যয় করে তা'কে জাতে তু'লতে চেষ্টা ক'রলেন! আজ থেকে তুমি আমার ত্যজ্যপুত্র।

পরেশ। আপনি আমায় ত্যজ্যপুত্র করেন করুন, কিন্তু আপনার পায়ে হাত দিয়ে আমি ব'লতে পারি যে, ওদের জাতে তোলবার জন্য শত ইচ্ছা সত্ত্বেও, আপনার অবাধ্য হ'বার ভয়ে আমি কপর্দ্দকমাত্রও ব্যয় করি নি, বা কোন প্রকার সাহায্য করি নি।

হর। মিথ্যা কথা! তোমার সাহস না পেলে, এ গ্রামে কা'র

মাথার উপর মাথা আছে, যে হরনাথ মুকুয্যের হুকুম অমান্য করে? তুমি আমার বাটী থেকে দূর হও।

পরেশ। বাবা! মিথ্যা কথা ব'লতে আমার শিক্ষা হয় নি। আমি যথার্থ ব'লছি আমি কিছুই করি নি। সুধীর বাবুর চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে একার্য্য সম্পন্ন হয়েছে।

হর। পরেশ বাবুর পরামর্শ ও সহানুভূতি না পেলে, কি সে দিনকার ছোঁড়া সুধীর, হরনাথ মুকুয্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে সাহস করে? আমি কচি খোকা নই, আমি সব বু'ঝতে পারি। আগে তোমাকে শিক্ষা দিই, তার পর সে ত কীট, তাকে টিপে মেরে ফে'লব।

পরেশ। বাবা, ক্ষমা করুন!

হর। কিসের ক্ষমা? এ অপরাধের ক্ষমা নাই। তুমি বুকে বসে দাড়ি ওপড়া'বে, পুত্র হয়ে পিতার অপমান করা'বে, আর আমি সেই সমস্ত নীরবে সহ্য ক'রব, এ কথা মনের কোণেও স্থান দিও না! তুমি এখনই আমার বাটী থেকে বেরিয়ে যাও।

পরেশ। বাবা, আপনার পায়ে পড়ি, ক্ষান্ত হোন!

হর। তোমায় এক ঘণ্টা সময় দিলুম, তা'র পর যদি তোমাকে আর এ বাটীতে দে'খতে পাই, দরোয়ান তোমাকে গলা টিপে বা'র ক'রে দেবে। কুলাঙ্গার! আজ থেকে তুই আমার ত্যজ্যপুত্র!

[প্রস্থান।

পরেশ। ঈশ্বর! এও অদৃষ্টে ছিল!

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। একি ! তোমার মুখ এমন কেন ? তোমার চক্ষে জল কেন ? বল, বল, কি হয়েছে আমাকে বল !

পরেশ। বাবা আমাকে বাটী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

কমলা। সে কি ! কি দোষে ? কি অপরাধে ? ও বুঁঝেছি, আমার জন্যে ! কেন তুমি আমাকে বিবাহ করেছিলে ? এই পোড়া কপালীর তরে একদিনের জন্যেও তুমি সুখী হ'তে পা'রলে না।

পরেশ। তোমার অপরাধ কি ? সকলই আমার অদৃষ্ট !

কমলা। তুমি আমাকে ত্যাগ কর, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে ত্যাগ কর। আমার জন্যে জীবনের সুখে জলাঞ্জলি দিও না। তুমি আবার বিবাহ কর, তা' হ'লেই বাবা তোমার উপর সন্তুষ্ট হ'বেন। আমিই তোমার সুখের পথের কণ্টক। এ কণ্টক দূরে নিক্ষেপ কর।

পরেশ। ও কথা মুখে এন না। আমি এতদূর স্বার্থপর নই যে সামান্য বিষয়সম্পত্তি ভোগ ক'রবার জন্য আমি বিনা-পরাধে সহধর্ম্মিণীকে ত্যাগ ক'রব। তা' ছাড়া তুমি কি জান না কমল, যে, আমি তোমাকে কত ভালবাসি ? আমি যে তোমার তরে প্রাণ পরিত্যাগ ক'রতে পারি, তুচ্ছ সুখসম্পদ ত সামান্য কথা।

কমলা। তবে কি ক'রবে ?

পরেশ। বাটী থেকে বেরিয়ে যা'ব।

কমলা। না না তা' হ'বে না, কিছুতেই তা' হ'বে না, আমি মার

কাছে যাই, তাঁ'কে সব বলি, তিনি যেমন করে হ'ক বাবার মত ফেরা'বেন।

পরেশ। অসম্ভব,একেবারে অসম্ভব! তুমি কি বাবাকে জান না? কিছুতেই তাঁর মতের পরিবর্ত্তন হয় না, তাঁ'র হুকুম কোন মতেই ফেরে না। লাভে, মা অপমানিত হ'বেন আর দরোয়ান আমাকে গলাটিপে বা'র ক'রে দেবে।

কমলা। তবে কি হ'বে?

পরেশ। আমি এখনি বাটী থেকে চলে যা'ব।

কমলা। কোথায় যা'বে? আমাকে ফেলে কোথায় যা'বে?

পরেশ। কোথা যা'ব তা' জানি না। যে দিকে দু'চক্ষু যায়, সেই দিকেই যা'ব। এখন দূর্ব্বাদল আমার শয্যা, আকাশ আমার আচ্ছাদন!

কমলা। আমায় সঙ্গে নাও, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে সঙ্গে নাও।

পরে। না, তা' হয় না। তুমি স্ত্রীলোক, কত কষ্ট সহ্য ক'রতে হ'বে তা' তুমি ধারণা ক'রতে পার না।

কমলা। তুমি আজন্ম সুখে প্রতিপালিত; দুঃখ কষ্ট কা'কে বলে তা' কখন জান না, তোমার সহ্য হ'বে—আর আমি, যে দরিদ্র গৃহস্থের ঘরে জন্মগ্রহণ করে, তোমার চরণে স্থান পেয়ে সৌভাগ্যবতী, সেই গরীবের মেয়ে আমি, আমার সহ্য হবে না?

পরেশ। না কমল, তোমাকে সঙ্গে রা'খলে আমি বিপদ ডেকে আ'নব।

কমলা। কিসের বিপদ? আমি তোমার পদসেবা ক'রব

ছায়ার ন্যায় তোমার অনুবর্ত্তিনী হ'ব, তোমার দুঃখের অংশ গ্রহণ করে যাতনার লাঘব ক'রব।

পরেশ। কমল! তোমার পতিভক্তি অতুলনীয়; তবে শীঘ্র প্রস্তুত হও। বিলম্ব ক'রবার সময় আমার নেই।

কমলা। আপাততঃ কোথায় যা'বে মনে করেছ?

পরেশ। মনোহরপুরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে; সেখানকার প্রজাদের আমি যথাসাধ্য সাহায্য ক'রব স্বীকার করে এসেছিলাম, কিন্তু কার্য্যগতিকে এত দিন তা' হয় নি। প্রথমেই আমি মনোহরপুর যা'ব, সেখানে সাধ্যমত প্রজাদের দুর্গতি নিবারণের চেষ্টা পা'ব। তার পর সুধীর বাবুতে আর আমাতে মিলে দেশের কার্য্য ক'রব।

কমলা। দেশের কার্য্য কি?

পরেশ। দুর্ভিক্ষের গতিরোধ করাই এখন বঙ্গবাসীর প্রধান কর্ত্তব্য। দেশের লোক যা'তে দুমুটো খেতে পায়, তা'র চেষ্টা সকলকে প্রাণপণে ক'রতে হ'বে। দেশবাসীকে অনাহারে রেখে, দেশের চাল, দেশের গম, যা'তে বিদেশীর পেট না ভরা'তে পায় তা' আমাকে ক'রতেই হ'বে। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি যা'তে আমাদের দেশে উৎপন্ন হয়, আমাদের দেশের লোকের যা'তে দেশীয় জিনিষ ব্যবহারে প্রবৃত্তি হয়, দেশীয় শিল্পি-কুল যা'তে পেট ভরে খেতে পায়, দেশের কোটী কোটী টাকা যা'তে জলের মত বিদেশে বেরিয়ে যেতে না পারে, তা'র চেষ্টায় প্রাণপাত ক'রতে হবে।

কমলা। ঈশ্বর করুন, তোমার সদুদ্দেশ্য যেন সফল হয়। একটু দাঁড়াও, আ'সছি।

[প্রস্থান।

পরেশ। মার সঙ্গে কি দেখা ক'রব? না দেখা ক'রব না। তাঁ'কে কিছুতেই বুঝা'তে পা'রব না, তাঁ'র কান্না দে'খলে আমি কিছুতেই পা বাড়া'তে পা'রব না।

(কমলার প্রবেশ।

কমলা। আমি প্রস্তুত, এই টাকা গুলি তুমি নিজের কাছে রেখে দাও! তুমি আমাকে মধ্যে মধ্যে যা টাকা দিতে, আমি তা' খরচ করি নি; এই সেই টাকা।

পরেশ। আমার কাছে যা টাকা ও মাতামহীদত্ত কোম্পানীর কাগজ আছে, তা'ই আমাদের যথেষ্ট হ'বে।

কমলা। টাকায় আমার কি দরকার? যে গুরুভার মস্তকে ধারণ করেছ, তা'তে অনেক টাকার প্রয়োজন, আমার সামান্য সাহায্য গ্রহণ কর। দেশের কাযে আমার এই অর্থ লা'গলে, আমি আপনাকে ভাগ্যবতী বলে বিবেচনা ক'রব।

পরেশ। কমল! কমল! যেদিন আমাদের দেশের কুলনারী-গণ তোমার মত আত্মত্যাগ ক'রতে শিক্ষা ক'রবেন, সেই দিন দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হবে। তোমার অর্থে যদি দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারীগণের চক্ষের জল মুছা'তে পারি, যদি দেশীয় শিল্পের কণামাত্রও উন্নতি ক'রতে পারি, তবেই শ্রম সফল জ্ঞান ক'রব। এস কমল, তবে যাত্রা করি।

কম। মা ভগবতি! আমি বড় দুখিনী! দেখ মা! আমার হাতের নোয়া যেন বজ্রতুল্য হয়, আমার সিঁতের সিন্দুর যেন অক্ষয় হয়!

চতুর্থ দৃশ্য।

—০—

বৈঠকখানা।

হরনাথ, ভট্টাচার্য্য, রতিকান্ত ও দাওয়ান।

হর। দাওয়ানজি! তোমাকে যা' যা' হুকুম দিছলুম, সে সমস্ত তামিল হয়েছে?

দাও। আজ্ঞে হ্যাঁ! সুধীর বাবুর নামে তিন আদালতে তিনটে ফৌজদারী কেশ করা হয়েছে। আর নাজিরদের ঘুস দিয়ে এক তারিখেই তিনটের দিন ফেলান হয়েছে।

হর। বেশ, আমি খুব খুসি হ'লুম।

দাও। কিন্তু কাযটা—

হর। ন্যায় অন্যায় বিবেচনার ভার তোমার নয়, তুমি আদেশ মত কার্য্য কর। এ দিককার সংবাদ কি?

দাও। এ ধারেও হুজুরের হুকুম তামিল করা হ'য়েছে। হরি বোসকে দিয়ে নালিশ রুজু করিয়ে, দীনবাবুর বাটী নিলামে তুলে দেওয়া হ'য়েছে।

হর। ভাল, মাগির এখন খবর কি?

রতি। খবর আর কি? বেটী সেদিন—বুঝলে কিনা—মেয়েটার হাত ধরে বেরিয়ে গেছে।

হর। বটে! বটে! তা সে গেল কোথা?

দাও। ক্ষান্ত তাদের বড় অনুগত, সে নিজের কুটীরে তা'দের আশ্রয় দিয়েছে।

ভট্টা। হ্যাঁ—ওই এক বেটী পাষণ্ডী, নারায়ণ!

হর। হুঁ, হরনাথ মুকুয্যের শত্রুকে আশ্রয় দেওয়া! আচ্ছা থাক বেটী, তোকেও জব্দ করে দি'চ্ছি।

রতি। নিশ্চয়ই, বেটীর বুকের পাটা দেখে, বুঝলে কিনা,আমরা ত অবাক হয়ে গেছি। এঁ্যা, বাবুর এলেকায় বাস করে, বুঝলে কি না, বাবুর শত্রুকে আশ্রয় দান!

ভট্টা। না, সৃষ্টি আর থাকে না, কলিকাল কি না! হরিহে, তুমিই ভরসা!

রতি। আরে বেটী একটা, বুঝলে কি না, রাঁড়ী বালতি। তোরই যদি এ সাহস হয়, তা' হ'লে যে বাবুর জমিদারী করা ভার হয়ে উ'ঠবে।

ভট্টা। তা' আর ব'লতে, বেটী কুলপাংশুলে! ওর শাসন অগ্রে প্রয়োজন। মধুসূদন!

হর। দাওয়ানজি! ও বেটীকে শিক্ষা দেওয়া দরকার,কি বল?

দাও। আজ্ঞে, আমার মতামতের প্রয়োজন কি? আমি আপনার চাকর, আদেশপালনে বাধ্য।

হর। তবে আমার আদেশ শোন; ক্ষান্ত বেটীর ঘরে আগুন দাও। ও বেটীকে শাসন করে দিলে, ভয়ে আর মাগিকে কেউ আশ্রয় দেবে না।

দাও। হুজুর, বেয়াদবি মাপ করুন। ওদের বাটী গেছে, ঘর গেছে, একঘরে হয়েছে, এ'তেও কি প্রতিশোধ হয় না?

হর। এই না তুমি ব'ললে যে তোমার মতামতের প্রয়োজন নেই?

দাও। হুজুর, মনের আবেগে বেরিয়ে গেছে।

হর। ভাল আবেগ দমন কর, আমার আদেশ পালনে প্রস্তুত হও; আজই ক্ষান্তর ঘরে আগুন দেওয়া চাই।

দাও। একটু ভাল করে বিবেচনা ক'রে দেখুন; রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় ও'কার্য্য ক'রতে হ'লে খুন হ'বার সম্ভাবনা; আইন কানুন বড় খারাপ হ'য়েছে।

হর। খুন জখমে যদি হরনাথ মুকুয্যে ভয় পে'ত তা'হ'লে আজ তা'র এত নাম ডাক হ'ত না। সে সব ভার আমার, তোমার নয়। তুমি শুধু দাঁড়িয়ে থেকে কার্য্য নির্ব্বাহ করাও। কথা কইছ না যে?

দাও। আমি হাত জোড় ক'রছি, আর একবার বিবেচনা করুন। অনাথা স্ত্রীলোকের উপর বিনা দোষে এত অত্যাচার ধর্ম্মে স'ইবে না।

হর। কি? তোমার এত দূর সাহস, যে তুমি আমাকে ধর্ম্ম দেখাও!

দাও। হুজুর, আমাকে ক্ষমা করুন, দোসরা কোন লোকের উপর এ ভার অর্পণ করুন। আমার তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, চাকরির খাতিরে অনেক অন্যায় করেছি; কিন্তু এরূপ নৃশংস কার্য্য আমার দ্বারা হ'বে না, এরূপ গুরুতর পাপ এবয়সে ক'রতে পা'রব না।

হর। কি, তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার চাকরি ক'রে আমার অবাধ্য হও, আমাকেই ছোট বড় কথা শুনাও!

দাও। আজ্ঞে হাঁ, চাকরি করি বলেই এত দিন সমস্ত নীরবে সহ্য করে আসছি, চাকরি করি বলেই এত দিন পাপের বোঝা ঘাড়ে ক'রে আসছি। কিন্তু আর পারি না, অসহ্য হয়েছে। আপনার চাকরি আপনি নিন, আমাকে বিদায় দিন।

হর। জান এর ফল কি ?

দাও। ফল আর কি ? না হয় মাগ ছেলে অনাহারে ম'রবে, আর ত কিছু নয়। আমি চ'ললুম, কিন্তু মনে রা'খবেন ধর্ম্ম অনেক সয়েছেন আর সহ্য ক'রবেন না।

[প্রস্থান।

হর। কই হ্যায় ?

(দ্বারবানের প্রবেশ।)

দ্বার। হুজুর !

হর। দাওয়ানজীকো আটক কিও। বিনা হুকুমসে দাওয়ানজী হামারা মোকাম ছোড়েগা নেহি।

দ্বার। যো হুকুম খোদাবন্দ !

প্রস্থান।

রতি। এঁ্যা ! এ হ'ল কি—বুঝলে কি না—এ হ'ল কি ?

ভট্টা। বিদ্রোহ ! রাজ বিদ্রোহ !

হর। দাওয়ানের সাহস বেশী, তাই সে সামনেই অন্যায় ক'রলে, কিন্তু আর সকলে লুকিয়ে লুকিয়ে অন্যায় করে, সে খবর আমি পাই।

রতি। বলেন কি লুকিয়ে লুকিয়ে অন্যায়—বুঝলে কি না—

লুকিয়ে লুকিয়ে, এ ভারী দোষ। (জনান্তিকে) ভট্‌চায! এ আমার—বুঝলে কি না—ভাল ঠেকছে না।

ভট্টা। এ অতি ঘোরতর অন্যায়। যা ক'রবে সামনা সামনিই ভাল, লুকিয়ে লুকিয়ে, অন্তরালে—এ মহাপাপ! কালি, কৈবল্য দায়িনি!

হর। মহাপাপ ত বটেই! তা'র প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর হ'বে। দীনবন্ধুর শ্রাদ্ধে যা'রা দক্ষিণার লোভে লুকিয়ে আহার করে এসেছেন, তাঁ'দের নাম সেই দিনই আমার কাছে পঁহু'ছেচে।

রতি। এঁ্যা—তা'দের নাম—বুঝলে কি না—তা'দের নাম!

হর। হঁ্যা—বুঝলে কি না,—তা'দের নাম।

রতি। নারায়ণ রক্ষা কর; ভট্‌চায, এইবার গেলুম—বুঝলে কি না—গেলুম!

ভট্টা। তা' হ'লে ত তা'দের শাসন আবশ্যক। এ সব ত অতি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতক লোক দে'খছি!

হর। ভট্‌চায,তোমার কথাই রা'খব,সে সমস্ত বিশ্বাস ঘাতক-দের আমি রীতিমত শিক্ষাই দেব,তা'র জন্য ভাবনা নেই।

ভট্টা। আজ্ঞে হঁ্যা—তা বই কি। দুর্গে দুর্গতিনাশিনি।

হর। তবে রতিকান্ত আর ভট্‌চায প্রস্তুত হও। দণ্ড সর্ব্বাগ্রে তোমাদেরই হওয়া উচিত।

রতি। ওরে বাবারে গেছিরে!

ভট্টা। আমাদের দণ্ড হওয়া উচিত? আমাদের অপরাধ কি? যে ব্যক্তি আমাদের নাম আপনার কাছে বলেছে সে মিথ্যাবাদী।

হর। সে মিথ্যাবাদী নয়, মিথ্যাবাদী তোমরা। তোমরা যে সামান্য দক্ষিণার লোভ সম্বরণ ক'রতে না পেরে দীনুর শ্রাদ্ধে আহার করেছ, তা' আমি বেশ জানি।

ভট্টা। রামচন্দ্র! ও বাটীতে আমরা আহার ক'রব! আপনি বলেন কি?

হর। বৃথা ঢা'কবার চেষ্টা ক'র না। হরনাথ মুকুয্যের চ'খে ধূলো দেওয়া বড় শক্ত। তোমাদের আমি ভাল রকম শিক্ষা দেব। তবে যদি একটা কায ক'রতে পার, তা' হ'লে এ যাত্রা ক্ষমা ক'রতে পারি।

রতি। বলুন, কি ক'রতে হ'বে বলুন। গোলাম এই দণ্ডে—বুঝলে কি না—প্রস্তুত।

হর। ক্ষান্তর ঘরে আজ রাত্রেই আগুন দিতে হ'বে। যে সে লোক দিয়ে এ কার্য্য করা'তে আমি রাজি নই। দেখ পা'রবে?

ভট্টা। বড় কঠিন কার্য্য, গুরুতর রাজদণ্ডের সম্ভাবনা।

হর। দেখ, এ কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হ'লে পাঁচ শত টাকা পা'বে। আর এখন বায়না স্বরূপ দুইজনকে দুইশত টাকা দিচ্ছি।

ভট্টা। আজ্ঞে আপনারই ত খা'চ্ছি, আপনার অন্নেই ত আমরা প্রতিপালিত। হরি হে, মধুসূদন!

রতি। বাবুর মত উঁচু মেজাজ—বুঝলে কি না—কা'র আছে? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ কার্য্য হ'য়ে গেছে ধরে রাখুন।

হর। আরও কিছু তোমাদের গোপনে ব'লবার আছে, ও ঘরে এস।

ভট্টা। চলুন, চলুন, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা। হরিবোল।

পঞ্চম দৃশ্য।

—০—

ক্ষান্তর কুটীর সম্মুখ।

অনুপমা ও ক্ষান্ত।

ক্ষান্ত। মা, রাত্রি অনেক হয়েছে, শোবে চল। না খেয়ে আর ভেবে ভেবে শরীরটেকে যে খানেখারাপ ক'রলে।

অনু। আর শরীর! এ পোড়া শরীর যাচ্চে কই, তা' হ'লে যে জুড়িয়ে যাই। আর যে এ জ্বালা সহ্য হয় না।

ক্ষান্ত। কি ক'রবে মা! মেয়ে মানুষ জন্ম জন্মেছ, অনেক সহ্য ক'রতে হয়।

অনু। আমি এমন পোড়াকপালী যে, তিনি চক্ষু বুঁজলেন, আর শ্বশুরের ভিটে গেল! খায় না খায় লোকের মাথা গোঁজবার একটা স্থান থাকে। আমার কপালে তা'ও গেল! ক' দিন না যেতে যেতে বাড়ীখানা নিলেম ক'রে নিলে! তুমি না আশ্রয় দিলে আমি সোমত্ত মেয়ে নিয়ে কোথায় যেতুম, কা'র দোরে দাঁড়াতুম?

ক্ষান্ত। ও কথা মুখেও এন না, আমি আবার তোমাকে আশ্রয় দেব কি? এ বাড়ী ত তোমার। কৃপা করে

তুমি যে পায়ের ধুলো দিয়েছ, এই আমার পরম ভাগ্য।

অন্নু। ভগবন্! কি পাপে আমার এ দুর্দ্দশা হ'ল? কখন যে মনে জ্ঞানেও স্বামীর চরণ ভিন্ন অন্য মতি হয় নি। তবে এ কলঙ্ক আমার কেন হ'ল? কি ক'রে আমি জনসমাজে মুখ দেখাব? আমার কি মরণ নেই?

কান্ত। তোমার মত সতী লক্ষ্মীর এ কলঙ্ক যে রটনা করেছে, আমি প্রাতঃবাক্যে ব'লছি, তা'কে অনেক সাজা পেতে হ'বে, নরকেও তা'র স্থান হ'বে না।

অন্নু। এখন আমি এ সোমত্ত মেয়ে নিয়ে করি কি? কি ক'রে বিয়ে দেব? আমাকে একঘরে করেছে, জাতে ঠেলেছে, তা'র উপর অন্নের সংস্থান নেই। এ অভাগীর মেয়েকে কে ঘরে নিয়ে যা'বে? শেষে কি জাতকুল যা'বে? আমার শ্বশুরের পবিত্র বংশে কি কালি প'ড়বে? ওঃ এ সব কথা ভা'বতে গেলেও যে পাগল হয়ে যাই! কি হ'বে? কি উপায় হ'বে?

কান্ত। ওইটের জন্যে আমারও বড় ভাবনা হয়েছে। লীলা ত আর ছেলে মানুষটি নেই, ষেটের কোলে তের উতরে চোদ্দয় পড়ে। সুধীর বাবু না হয় কোন রকম জোগাড় ক'রতেন, তা তুমি ত মা তাঁ'কে দেখা সাক্ষাৎ ক'রতেই বারণ করে দিলে, আর তাঁ'র কোন রকম সাহায্য নিতেও অস্বীকার ক'রলে।

অন্নু। সাধে ক'রলুম, তুমি ত সব বোঝ। বাছা আমার যা' করেছে তা' কখন ভু'লব না; আশীর্ব্বাদ করি, নাইতে

খেতেও তা'র কখন কেশটি না ছেঁড়ে। সে আমার পেটের ছেলের বেশী, তা'র নামে এই অপবাদ! আমার আত্মঘাতী হ'তে ইচ্ছা হয়।

ক্ষান্ত। আহা ছেলে নয় ত দেবতা। কলিকালে এমন ছেলে হয়, তা জা'নতুম না।

অন্নু। এমন কপাল, যে জামাইটীও বিবাগী হ'য়ে গেল; লোকলজ্জার মাথা খেয়ে যে জামায়ের সঙ্গেই একটা পরামর্শ ক'রব, তা'রও যো রইল না।

ক্ষান্ত। চল মা, ঘরের ভেতর যাই। রাত অনেক হ'ল। বাড়িটা আল্‌গা—আর বাইরে থেকে কায নেই।

অন্নু। চল—নারায়ণ! আমাদের দিন কি এমনই যা'বে!

[প্রস্থান।

(রতিকান্ত ও ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

রতি। আচ্ছা, এ বেটীদের কি—বুঝলে কি না—ঘুম নেই! দুনিয়ার লোক—বুঝলে কি না—নিশুতি হ'ল, আর এ বেটীরা কি না—বুঝলে কি না,—রাইবাঘিনীর মত জেগে!

ভট্টা। বু'ঝছ না হে, অপেক্ষা ক'রছিল, সেই সু'ধরে ছোঁড়ার তরে অপেক্ষা ক'রছিল। রাধাগোবিন্দ!

রতি। এই নাও, এই যত ভেজাল কি—বুঝলে কি না—আজকের জন্যেই ছিল। এক বেটা রাতভিখারী—বুঝলে কি না—এই দিকে আ'সছে; বেটা আর—বুঝলে কি না—গান ক'রবার জায়গা পেলে না। প্রায়

পাঁচশ' দাতাকর্ণ--বুঝলে কি না—টাকা হাতে ক'রে ওঁকে দেবার জন্যে ঘু'রচে কি না?

ভট্টা। ভায়া, শুভকার্য্যে এইরূপ পদেপদে বিঘ্ন। এখন এস, কিয়ৎক্ষণের জন্য আমরা অজ্ঞাতবাস করি। হরি হে!

[অন্তরালে গমন।

(জনৈক রাতভিখারীর প্রবেশ)

গীত।

দুনিয়ার কি ব্যাপার চমৎকার।
ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে, শেষে সমান দশা সবাকার॥
আপন পায়ে কুড়ুল মেরে, তবে লোকে নাশে পরে,
দেঁতোর হাসি তখন হাসে, কান্না শেষে হবে সার।
ছোঁড়া ভাবে বুড়োয় বোকা, বুড়ো ভাবে ছোঁড়া খোকা,
দুজনারি সমান ধোঁকা, এটী বোঝায় সাধ্য কা'র॥
সবাই ভাবে আমি ভাল, রূপে করে জগত আলো,
ভালর ভিতর কত কাল, ভাবে কি কেউ একটীবার॥

[প্রস্থান।

(রতিকান্ত ও ভট্টাচার্য্যের পুনঃপ্রবেশ)

রতি। বেটা যেন কাঁঠালের আটা, ছেড়েও যেন—বুঝলে কি না—ছা'ড়তে চায় না। গাইলেন ত কত? যেন—বুঝলে কি না—হাঁড়িচাঁচা ডেকে গেল।

ভট্টা। নাও পাপ বিদেয় হয়েছে, এক্ষণে শুভকার্য্যের আর বিলম্ব কি? নারায়ণ! ওরে বাবা, ও আবার কে রে? রাম! রাম!

(মুন্নার প্রবেশ)

মুন্না। কোন্ হ্যায় রে? কোন্ হ্যায়? আওয়াজ দেতা নেই কাঁহে? তব দেখেগা?

রতি। হাম—হাম—হামলোক—বুঝলে কি না—মানুষ হায়।

মুন্না। আদমিকা মাফিক তেরা বাত হ্যায়, লেকেন কাম তেরা জানোয়ার কা মাফিক। তু কোন্ হ্যায়? হিঁয়াপর এত্তা রাতমে কেয়া করতা?

রতি। হাম রতিকান্ত হায়।

মুন্না। কোন্ রতিবাবু? হিঁয়া কেয়া করতা বাবু সাব?

রতি। আমি—আমি—বুঝলে কি না—আঁব কুড়ুতে এসেছি।

মুন্না। হিঁয়া আম কাঁহা বাবুসাব?

রতি। এঁ্যা, তাই ত তাই ত! তা বাইজি, তুমি এমন সময়—বুঝলে কি না—কোথা থেকে?

মুন্না। হাম অতুল বাবুকা কুঠীমে মুজরা করনে গিয়াথা, জেরা পাঁওমে যাতা হ্যায়, গাড়ী পিছে আ-রহা হ্যায়, সেলাম বাবুসাব।

। প্রস্থান।

ভট্টা। বাবা, ঘাম দিয়ে জ্বর ছা'ড়ল। বেটী আবার জেরা করে; তা ভায়ার সঙ্গে ত বেশ আলাপ সালাপ আছে দে'খছি। মধুসূদন!

রতি। রতিকান্তের সঙ্গে যে বেটীর আলাপ নেই, সে বেটী—বুঝলে কি না—মেয়েমানুষই নয়।

ভট্টা। আহা, বড় মধুর মোলায়েম চেহারা! কিবা মুখ, কিবা

চোখ, কিবা গঠন, আর তদুপরি কিবা নিতম্ব! হরি হে!

রতি। তোমাকে একদিন—বুঝলে কি না—ওর বাটীতে নিয়ে যা'ব এখন। এখন—বুঝলে কি না—এ দিককার কি?

ভট্টা। আর বিলম্ব নয়, বিলম্বে কার্য্যহানির সম্ভাবনা। আমি কেহ আসে কি না দে'খতে থাকি, তুমি ত্বরা কর। উপকরণ সমস্ত প্রস্তুত ত? দুর্গে, দুর্গতিনাশিনি!

(রতিকান্তের অগ্নি প্রজ্বালন ও ক্ষান্তের কুটীরে প্রদান।)

ভট্টা। এস ভ্রাতঃ, ক্ষণেকের তরে পূর্ব্ববৎ অন্তর্ধ্যান হই।

(বেগে ক্ষান্তর প্রবেশ)

ক্ষান্ত। কে রে দুর্ব্বৃত্ত! কি সর্ব্বনাশ ক'রলি?

রতি। এই কোন্ হ্যায়, পাকড়ো ইস্কো।

(কয়েকজন লাঠিয়ালের প্রবেশ ও ক্ষান্তকে ধারণ)

ভট্টা। বেটারা দাঁড়িয়ে আছিস কি? মুখ বেঁধে ফেল। উধাও করে নিয়ে চলে যা।

(ক্ষান্তের মুখ বাঁধিয়া তাহাকে লইয়া প্রস্থান)

লুকুই এস, লুকুই এস, আগুন খুব জ্বলেছে।

(অন্তরালে গমন)

(বেগে অনুপমার প্রবেশ)

অনু। ওগো কে কোথায় আছ, রক্ষা কর রক্ষা কর।

(কয়েকজন লোকের প্রবেশ)

সকলে। কি হয়েছে? কি হয়েছে? ইস্ বেজায় আগুন যে।

অনু। ওগো আমার মেয়ে ঘরের ভিতর। তোমাদের পায়ে পড়ি, রক্ষা কর।

১ম লোক। ওরে বাপরে, ও আগুনের ভিতর কে যাবে?

২য় লোক। ওরে মই নিয়ে আয়, কলসি নিয়ে আয়।

অনু। ওগো আমার মেয়েকে বাঁচাও।

৩য় লোক। নেকা মাগি, "মেয়েকে বাঁচাও", তুই বাঁচানা কেন? আগুনের ভিতর থেকে পালিয়ে এলি কেন?

অনু। তা'ই যা'ব, আমার লীলাকে বাঁচা'ব, নয় পুড়ে ম'রব।

(বেগে সুধীরের প্রবেশ)

সুধীর। মা! মা! স্থির হও, লীলা কোথায়?

অনু। ঘরের ভিতর।

(ভট্টাচার্য্য ও রতিকান্তর পুনঃ প্রবেশ)

(সুধীরের গৃহমধ্যে প্রবেশ এবং লীলাকে স্কন্ধে লইয়া আগমন)

সুধীর। ক্ষান্ত কোথায়?

অনু। এঁ্যা তাই ত! তবে বুঝি ঘরের ভিতর।

সুধীর। বল কি? দেখি, আর একবার দেখি।

১ম। বলেন কি মশাই! যাবেন না ও আগুনের ভিতর ঢুকলে আর বেরুতে পা'রবেন না।

রতি। বটে ত, ও আগুনের ভিতর থেকে—বুঝলে কি না—আর বেরুতে পা'রবেন না।

সুধীর। তা' বলে একটা জীব হত্যা হয়, আর সচ্ছন্দে আমরা এতগুলো লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দে'খব! প্রাণের ভয়ে তা'কে রক্ষা ক'রবার জন্য একটা অঙ্গুলি সঞ্চালন ক'রব না? একবার চেষ্টা করে দে'খব না? এস ভাই সকল, সকলে মিলে একবার চেষ্টা করে দেখি।

ভট্টা। সখ হয়, তুমি চেষ্টা কর, আমরা ত পা'রছি না। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। নারায়ণ!

সুধীর। ভাল তা'ই হোক, আমি একলাই চেষ্টা ক'রব। ম'রতে ত হ'বেই। যদি আজ মরি, প্রাণে শান্তি থা'কবে যে, একটা সৎকার্য্যের তরে দেহত্যাগ ক'রলুম! জয় মা ঈশানি! মনে বল দাও, বাহুতে শক্তি দাও।

(সুধীরের গমনোদ্যোগ, হঠাৎ জমাদার পাহারাওয়ালা প্রভৃতির প্রবেশ এবং সুধীরকে ধৃত করণ)

ছেড়ে দাও, আমাকে একবার ছেড়ে দাও, আগে স্ত্রীলোকটিকে বাঁচাই, তার পর ধরো।

জমা। চুপ চাপ রহো বাবু, নেই ত হাতকড়ি লাগাএঙ্গে!

সুধীর। পিশাচ! নারী হত্যা হয় যে?

জমা। হরি সিং, বালা লাগাও।

(সুধীরের হাতে হাতকড়ি দেওন।)

সুধীর। এ অত্যাচারের কারণ কি?

জমা। আপ ত ঘরমে আগ লাগায়া!

সুধীর। ভগবন্!

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—০—

মনোহরপুর গ্রামের প্রান্তভাগ।

(দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট স্ত্রী, পুরুষ ও বালক বালিকাগণ)

১ম পু। দে, দে, আমাকে দুটি পাতা দে!

২য় পু। দেবে বই কি? ইচ্ছে হয়, তুই পেড়ে নে। গাছের ডাল পাতাও আর মেলবার যো নেই।

১ম পু। গাছে ওঠবার ত শক্তি আমার নেই।

২য় পু। তবে ঘাস খা!

১ম পু। কচি ঘাসও ত নেই।

২য় পু। (পাতা খাইতে খাইতে) পেটের জ্বালার কাছে আবার কচি কি রে? যা' পাবি খা'!

১ম স্ত্রী। হ্যাঁগা, তোমরা কেউ ছেলে কি'নবে? পাঁচসের চাল দিলেই দিই, অন্ততঃ দু'সের।

৩য় পু। কেউ আমার স্ত্রীকে কি'নবে এক সের চাল পেলে আমি দিই।

২য় পু। কি'নবে কে'রে, কি'নবে কে? সকলেই ত বে'চতে চায়—কিন্তু কেনে কে? দু'সের পাঁচ সের নয়, কেউ আমাকে এক মুটো ভাত খেতে দিক, চিরকাল তা'র

কেনা গোলাম হয়ে থা'কব! ওঃ! কত দিন ভাত চ'খে দেখি নি রে।

২য় স্ত্রী। ফেন, ফেন, একটু ফেন খেতে পেলে অমৃত চাই না।

১ম পু। আর ফেন! গরু গেল, লাঙ্গল গেল, বীজ ধান গেল, বাড়ী ঘর সব গেল, মহাজন বেটারা আর ধার দিলে না, খাটুনি মি'লল না, ভিক্ষে মি'লল না; ছেলে পুলে গুলো না খেতে পেয়ে পটাপট্ চ'খের উপর মরে গেল! আমি কেন মলুম না?

২য় পু। সকলেই খা'টতে চায়, খাটায় কে? সকলেই ভিক্ষে চায়, দেয় কে? আমি ত দুটো ছেলের গলা টিপে মেরে ফে'ললুম, কিন্তু এমনি প্রাণের মায়া যে নিজে ম'রতে পা'রলুম না।

৩য় পু। তখন যে সকলকে হাজার বার ব'ললুম,যে চল ডাকাতি করি, তা' তোরা শু'নলি কই? তখন যে ধর্ম্ম দেখিয়ে ছিলি, এখন তোর ধর্ম্মবাবা এসে খেতে দিক্ না রে শালা! যা'রা দেশ ছেড়ে চলে গিয়ে লুটপাট ক'রছে, তা'রা বেশ সুখে আছে; জেলে গেলেও ত খেতে পাবে?

২য় পু। তবে চল, লুট ক'রব।

১ম পু। এখন আর লুট ক'রবে কি ক'রে? গায়ে শক্তি কই? ন'ড়বার ক্ষমতা নেই যে!

(একটী বালকের প্রবেশ)

বালক। মা! মা! বাবা! একটী বাবু আমাকে চাল দিয়েছে, দেখ!

সকলে। চাল! চাল!

বালক। আমি কা'কেও দেব না, আমি একলা খা'ব।

২য় স্ত্রী। দিবি নি কি? তোর ঘাড় দেবে।

(বালকের হাত হইতে কাড়িয়া লওন)

বালক। আমি দেব না, মা! দেব না, মা!

৩য় পু। তবে রে বেটি, তুই খাবি? দে বলছি।

(স্ত্রীর হাত হইতে কাড়িয়া লওন)

বালক। ও বাবা! দাও বাবা! দাও বাবা!

(বালককে ধাক্কা দেওন, তাহার পতন ও মৃত্যু)

সকলে। তুই শালা একলা খাবি? দে আমাদের!

(পরস্পর মারামারি)

২য় পু। ওরে ছেলেটা মরে গেছে।

১ম পু। দেখ, আমি একটা কথা বলি; পেট ত সকলের জ্বলে যা'চ্ছে। বনশাক, ঘাস, এমন কি গাছের পাতা পর্য্যন্ত আর পাওয়া যায় না। আমাদের আবার খাদ্যাখাদ্য কি? এই ছেলেটাকে পুড়িয়ে, আজ এরই মাংস সকলে খাই, তবু পেটের জ্বালা কতক থা'মবে।

সকলে। সেই বেশ! সেই বেশ! চল, চল, ছেলেটাকে তুলে নিয়ে চল, আগুন করিগে চল।

[প্রস্থান।

(অনুপমা ও লীলার প্রবেশ।)

লীলা। মা! এ কোথায় এলুম মা? আর যে পারি না—গা ঝিম ঝিম ক'রছে।

অনু। আর বোধ হয় বেশী দূর নেই। এখন হরি করেন, শীঘ্র পরেশের দেখা পাই. তবেই মঙ্গল।

লীলা। হ্যাঁ মা! ও ধারে তবু ভিক্ষে পাওয়া গি'ছল, কিন্তু আজ দু'দিন আর কেউ ভিক্ষে দিলে না।

অনু। ভিক্ষে আর দেবে কে মা? সকলেই যে ভিখিরি। ঘোর মন্বন্তর হয়েছে, লোক না খেতে পেয়ে মরে যা'চ্ছে।

লীলা। আমরা যদি জামাই বাবুর দেখা না পাই, তা' হ'লে আমরাও ত না খেতে পেয়ে মরে যা'ব!

অনু। দেখা পা'ব বই কি মা! তিনি ত এইখানেই আছেন বলে শুনেছি।

লীলা। মা! সুধীর বাবুর কি হ'বে?

অনু। সেই জন্যই ত মা, লোকলজ্জা, মান, অভিমান, সমস্ত ত্যাগ করে পরেশের কাছে ছুটে ছুটে আ'সছি; হায় রে কলিকাল! যে নিজের জীবন তুচ্ছ করে আমার লীলাকে বাঁচালে, সেই কিনা গ্রেপ্তার হ'ল! যে নিজের মুখের গ্রাস আমাদের দিচ্ছিল, সেই কি না ঘরে পুড়ে ম'ল! ত'ার কিছু ক'রতে পা'রলুম না! হা ঈশ্বর! তুমি কি নেই?

লীলা। মা! মা! দেখ, দেখ, মানুষের মত কতকগুলো জানোয়ার এই দিকে আসছে! পালিয়ে এস মা, আমার বড় ভয় ক'রছে।

(স্ত্রী ও পুরুষগণের প্রবেশ)

২য় পু। এই চুপ রও, খাড়া রও!

৩য় পু। তোদের কাছে কি আছে দে!

অনু। কিছু নেই বাবা!

২য় পু। চালাকি পেয়েছিস, দে'খবি তবে?

অনু। সত্য ব'লছি বাবা, আমাদের কাছে কিছু নেই। আজ তিন দিন জল ছাড়া আর কিছু খেতে পাই নি, মেয়েটি আমার মারা যাবার দাখিলে পড়েছে!

১ম পু। ওরে দেখ, দেখ, মেয়েটা বেশ নধর!

১ম স্ত্রী। ওর মাংস বেশ নরম হবে।

২য় পু। ও মরা ছেলেটার শুকনো মাংস আর খেয়ে কায নাই। আয়, সকলে মিলে এই নরম মাংস খা'ব!

সকলে। নরম মাংস খা'ব—নরম মাংস খা'ব!

অনু। ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, অমন কথা ব'ল না!

২য় পু। চুপ রও মাগি! ব'লব না কি? পেটের জ্বালায় আমরা কি আর মানুষ আছি? পশুর মত গাছপালা, ঘাস, সব খেয়েছি, এখন রাক্ষসের মত মানুষ খা'ব!

সকলে। আমরা মানুষ খা'ব, মানুষ খা'ব!

২য় পু। ওরে মেয়েটাকে টেনে নিয়ে চল!

অনু। ওগো কে কোথায় আছ, রক্ষা কর!

১ম পু। মার ধাক্কা, মাগীকে টেনে ফেলে দে না!

অনু। রক্ষা কর! রক্ষা কর!

(অনুপমাকে ধাক্কা দেওন, তাহার ও লীলার মূর্চ্ছা)

৩য় পু। তুলে নে চ, তুলে নে চ!

নেপথ্যে পরেশ। খবরদার, খাড়া রহো!

(পরেশ ও কয়েকজন দ্বারবানের প্রবেশ)

পরেশ। কে তোমরা? কি ক'রছ? এই দুটি স্ত্রীলোকের উপর কি অত্যাচারে উদ্যত হয়েছিলে?

৩য় পু। তোমার তা'তে কি?

পরেশ। জান, কা'র সঙ্গে কথা কইচ? আমি তোমাদের জমীদার পুত্র!

২য় পু। জমীদার পুত্র! ভাল কি ক'রতে এসেছেন? আমরা কি করে মরি তাই দে'খতে? আর লাঙ্গল গরু নেই, যে কেড়ে নিয়ে যাবেন, আর ঘরদ্বার নেই, যে জ্বালিয়ে দেবেন, আর স্ত্রী পুত্র নেই যে বেইজ্জত ক'রবেন!

১ম পু। দেখুন,আমাদের অবস্থা দেখুন, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, মানুষকে পিশাচেরও অধম করে! প্রাণে দয়া থাকে না, মায়া থাকে না, স্নেহ থাকে না, মমতা থাকে না! দেখুন, তা'র প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখুন, পেটের জ্বালায় ওই নরমাংস অমৃত বোধে ভক্ষণ ক'রব!

৩য় পু। শি'ওরাবেন না! আপনাদের ননী, ছানায় অরুচি ধরে গেছে, আমাদের অবস্থা কল্পনাতেও আ'নতে পা'রবেন না।

২য় পু। আপনারা বড় লোক, আপনারা বাবু লোক; আপনাদের আর কি ব'লব! কিন্তু যদি আপনারা বাবুগিরির এক আনা কমিয়ে আমাদের সাহায্য ক'রতেন, তা' হ'লে, হাজার হাজার লোককে আজ অনাহারে প্রাণ হারাতে হ'ত না! তা'হ'লে, পেটের জ্বালায় আমাদের আজ নরমাংস খেতে হ'ত না!

[অনুপমা ও লীলার প্রস্থান।

পরেশ। ভাই সব, আমি তোমাদের সাহায্য ক'রতে এসেছি, তোমাদের পেট ভরে খেতে দিতে এসেছি!

১ম পু। পেট ভরে খাওয়া? ভাত খাওয়া? সে ত ভুলে গেছি।

৩য় পু। এও কি সম্ভব? দেশী প্রজা ম'লে, বিদেশী রাজার কি? আমরা ম'লে জমীদারের কি? কেন আর আমাদের মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেন? আর এ যাতনা সহ্য হয় না। আমাদের মেরে ফেলুন, আপনার পুণ্য হ'বে।

পরেশ। ভাই সব, আমার কথায় বিশ্বাস কর, আমি সত্যই তোমাদের সাহায্য ক'রতে এসেছি। দরোয়ান, সকলকে এখন এক এক সের চাল দাও, তার পর তোমরা আমার কাছারিতে যেও, তোমাদের জন্য কি রকম বন্দোবস্ত করেছি, দে'খবে এখন।

সকলে। এঁ্যা? চাল! চাল!

পরেশ। হঁ্যা ভাই, চাল। যে চাল তোমরা স্বহস্তে উৎপন্ন কর, যে চাল গোলায় বাঁধা থা'কলে আজ তোমাদের এ দশা হ'ত না, সামান্য দু'পয়সার লোভ না সইতে পেরে, ভবিষ্যৎ না ভেবে, যে চাল তোমরা ফড়েদের হাতে তুলে দাও, যে চাল বিদেশের লোক হা'সতে হা'সতে খা'চ্ছে, আর দেশের লোক যা'র অভাবে কাঁ'দতে কাঁ'দতে মরে যা'চ্ছে, সেই চাল আমি নিজের হাতে তোমাদের দিচ্ছি, ধর।

১ম পু। কে বলে ঈশ্বর নেই? কে বলে ভগবান নেই? আমরা চাল পেয়েছি, চাল পেয়েছি; ভাত খা'ব গো, আমরা সবাই ভাত খা'ব গো!

পরেশ। ধনবান্, এ দৃশ্য দেখে যাও, বিলাসী, তোমার পায়ে পড়ি, একবার এ দৃশ্য দেখে যাও। ইংরাজ রাজপ্রতিনিধিগণ,

তোমাদের মিনতি করে ব'লছি, এ দৃশ্যটি দেখে আমাদের বিদেশী রাজার কর্ণগোচর কর। এদের সহায়তা করার চেয়ে অধিক আনন্দ, এতদপেক্ষা অধিক আত্মতৃপ্তি বুঝি বা স্বর্গেও নেই। স্বর্গ আর কোথা? এই বিমল আত্মতৃপ্তিই স্বর্গ।

সকলে। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আপনাকে রাজরাজেশ্বর করুন।

পরেশ। স্ত্রীলোক দুটি কি এখনও মূর্চ্ছিতা? একি, এরা কোথা গেল?

১ম পু। তাই ত এই যে ছিল, কোথায় গেল!

২য় পু। কিছু ত বুঝতে পারছি না!

পরেশ। বোধ হয়, মূর্চ্ছাভেঙ্গে পালিয়ে গেছে; তোমরা আমার সঙ্গে এস, আমার লোকজন ওদের সন্ধান ক'রছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

বৈঠকখানা।

হরনাথ, ভট্টাচার্য্য ও রতিকান্ত।

হর। কি হে ভট্‌চায! এখন বুঝেছ, হরনাথ মুকুয্যের নামে কি জন্ম বাঘে বলদে জল খায়?

ভট্টা। হুজুর, আমাকে আর বোঝা'তে হ'বে না, রতিকান্তকে

বোঝান ; মহর্ষি উচ্চৈশ্রবা ব'লেছেন, "বুদ্ধিং যস্যং বলং তস্যং"—

রতি। নাকে নস্যং—ভট্‌চায,বুঝলে কি না, চেপে যাও, আর বিদ্যে ছড়িও না ; রতিকান্ত যদি হরনাথ বাবুকে বু'ঝতে না পা'রত, তা' হ'লে—বুঝলে কি না—তাঁর পদপ্রান্তে পতিতা ছুঁচো হ'য়ে পড়ে থা'কত না।

ভট্টা। "দেহি পদপল্লব মুদারম্"—আহা, প্রভু জয়গোবিন্দ কি লেখাই লিখেছেন! নারায়ণ!

হর। ভট্‌চায, জয়গোবিন্দ কোথা পেলে হে? জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" বল।

রতি। আরে ছ্যা—ছ্যা এইবার,—বুঝলে কি না—পণ্ডিতের কাছে ধরা পড়ে গেছে। হুজুর, এই রকম করে কত কি আবল তাবল ব'লে, আমাদের কাছে,—বুঝলে কি না—বিদ্যে ফলায়, তা' ব'লতে পারি না।

ভট্টা। ওরে পাষণ্ড, তুই কি বুঝিবি? "জয়দেব" ছিল "গীত গোবিন্দ" সন্ধি বিচ্ছেদ করে হ'ল "জয়গোবিন্দ", হরনাথ বাবু তা' বুঝেছেন—কথায় বলে,"পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দু'চার দিবসে, মুর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে।"

রতি। ভণে কবি ভট্‌চায গাঁজা খেয়ে কসে।

হর। যাক—যাক—এখন কাযের কথা হ'ক। আচ্ছা, সু'ধরে বেটার হাতে যখন পুলিশ হাত কড়ি দিলে, তখন বেটা একবারে আচাভো মেরে গেল, কেমন?

রতি। আহা, সে যা' রগড়! আমি ত—বুঝলে কি না—হেসে

বাঁচি না। বেটার—বুঝলে কি না—একেবারে আক্কেল গুড়ুম।

ভট্টা। বেটা এমনি পাষণ্ড, তখনও ব'লছে কি না, "আমায় একবার ছেড়ে দাও, আমি ক্ষান্তর প্রাণ বাঁচাই, তার পর ধ'র!"

রতি। হাঃ হাঃ, বাছাধন ত জানেন না যে,—বুঝলে কি না—তাঁর সাধের ক্ষান্ত ততক্ষণ পগার পার। বেটী একেবারে—বুঝলে কি না—মজিয়েছিল আর কি! আচ্ছা, বেটী—বুঝলে কি না—টের পেলে কি ক'রে?

ভট্টা। বোধ হয় বাইরে টাইরে উঠেছিল। আগুন জ্বলে উ'ঠতেই বেরিয়ে প'ড়েছে।

হর। সে এক রকম হ'য়েছে ভাল। সু'ধরে ছোঁড়া খুনের দায়ে পড়েছে। যা' ভেবেছিলুম, মকদ্দামা তা'র চেয়েও সঙ্গীন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কেস বোধ হয়, সেশন সোপরদ্দ হ'বে। ক্ষান্ত যে জলজ্যান্ত বেঁচে আছে, তা' দুনিয়ার কেউ জানে না।

ভট্টা। বেটীকে এর পর কি করা হ'বে? আমার মতে ওকে ভব-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়াই শ্রেয়ঃ! হরি হে!

হর। আগে মকদ্দামা চুকুক, তার পর ওর আর দাওয়ানের সম্বন্ধে কি ক'রব,না ক'রব, বিবেচনা করা যা'বে।

রতি। পরেশ বাবুর কোন সন্ধান পেলেন কি?

হর। সে কুলাঙ্গারের কথা ক'ও না, মনোহরপুরের নায়েব চিঠি লিখেছে যে, পরেশ বাবু এখানে এসে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য জলের মত অর্থ ব্যয় ক'রছেন, জমী-

দারিতে বড় বড় দীঘি কাটা'চ্ছেন, এমন কি গভর্ণমে-ণ্টের Relief Works ত্যাগ করে, নিকটবর্ত্তী দশ বার খানা গ্রামের লোক এসে তাঁর কাযে যোগ দান ক'রেছে। কালেক্টার সাহেব গভর্ণমেণ্টের খরচ অনেক বেঁচেছে বলে, কুলাঙ্গার সন্তানকে খুব thanks দিয়েছে।

(একজন চাকরের প্রবেশ ও একখানি পত্র দান)

বটে এত দূর! আমার বিরুদ্ধে লাগা! ছেলে বলে মা'নব না। দেখি তো বেটার কত তেজ!

ভট্টা। কি হ'য়েছে? ব্যাপার কি?

হর। নায়েব লিখেছে, যে পরেশ বাবুর জন্যে একটি পয়সাও খাজনা আদায় হ'বার যো নাই। তিনি মনোহর পুরের সব প্রজাদের খাজনা রেহাই দিয়েছেন। আমার লোকজনকে প্রজারা গ্রাহ্য করে না, উল্টে ভয় দেখায়। এতদূর স্পর্দ্ধা! আমিও নায়েবের উপর পরয়ানা দেব, যে যত লাঠিয়াল দরকার, সব যোগাড় করে পরেশকে গুম করে রাখে, দেখি বেটা, তোর, কোন্ বাবা বাঁচায়!

ভট্টা। হরি হে, মধুসূদন!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

--:*:--

কক্ষ।

পরেশ।

পরেশ। দারুণ দায়িত্ব স্কন্ধে লয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছি, জগদীশ্বর জানেন, কতদূর কৃতকার্য্য হ'ব। ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, তৃষ্ণার্ত্তকে বারিদান, এর তুল্য স্বর্গীয় আনন্দ বোধ হয়, পৃথিবীতে আর কোন কার্য্যে পাওয়া যায় না; দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশের দৃশ্য কি ভয়ানক! আমরা অনেকে সংবাদ পত্রে দুর্ভিক্ষের চিত্র প্রতিফলিত দেখি সত্য, কিন্তু এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য স্বচক্ষে যিনি না দেখেছেন, মনুষ্যগণের কঙ্কালাবশেষ বীভৎস মূর্ত্তি যিনি প্রত্যক্ষ না করেছেন, একমুষ্টি অন্নের জন্য মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ যিনি স্বকর্ণে শ্রবণ না করেছেন, তাঁর সাধ্য কি যে, সংবাদ পত্র পটে, কল্পনার তুলিতে সে ভয়াবহ আলেখ্যের শতাংশের একাংশও রঞ্জিত করিতে পারেন? আমি ত দে'খছি, দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থ পরিবারেই কষ্ট অধিক; কারণ, তাঁদের পক্ষে ছেলেপুলের হাত ধ'রে বাটীর বাহিরে এসে কাঙ্গালীদের সহিত ভোজন বা তাদের সহিত একত্রে দান গ্রহণ, একেবারেই অসম্ভব। আমার হাস্যমুখী কমলা, কমলার ন্যায়, এইরূপ প্রতি ভদ্র-লোকের অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে যথাসাধ্য তা'দের অভাব পূর্ণ ক'রছে। এরূপ স্ত্রীরত্নলাভ ভাগ্য-

সাপেক্ষ। কিন্তু সুধীরের সংবাদ কি? সে কি পীড়িত হয়েছে, না দুর্ভিক্ষের জন্য আর অর্থসংগ্রহ ক'রতে অপারগ হওয়ায়, লজ্জায় আমাকে পত্রাদি লেখে নি। কিছুই ত বু'ঝতে পা'রছি না।

(স্বামীজি ও শরতের প্রবেশ)

একি শরৎ যে! তুমি হঠাৎ এখানে কি মনে ক'রে?

স্বামীজি। আপনি এঁকে চেনেন না কি?

পরেশ। বিলক্ষণ চিনি, ইনি আমাদের প্রতিবেশী।

স্বামীজি। অনেক কষ্টে আজ এঁর জীবন রক্ষা করেছি।

পরেশ। কি রকম? কি হয়েছিল?

স্বামীজি। এ দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়ার পর থেকেই, ইনি মাঝে মাঝে এখানে আ'সতেন, এবং কয়েক দিন থেকেই চলে যেতেন। এঁর নামে প্রায় প্রত্যহই মনিঅর্ডার আ'সতে দেখে লোকের সন্দেহ হয়। অনুসন্ধানে প্রকাশ পায়, যে ইনি দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের সাহায্য কল্লে চাঁদা সংগ্রহ ক'রে, সমস্তই আত্মসাৎ করেছেন। জন সাধারণ তাই উন্মত্তের ন্যায় এঁকে আক্রমণ করে; সৌভাগ্যক্রমে আমি হঠাৎ উপস্থিত না হ'লে, এঁর দুর্ভিক্ষলীলা আজই সাঙ্গ হ'ত।

পরেশ। শরৎ! এ সব কথা কি সত্য?

শরৎ। না মশাই, না। কোথায় আমি দেশের উন্নতি কল্লে জীবনপাত ক'রছি, না আমার উপর এই অপবাদ! আমার দু'একটী বন্ধু বান্ধব সময়ে সময়ে আমাকে কিছু টাকা পাঠা'তেন মাত্র।

স্বামীজি। আপনি এই খান কতক মনিঅর্ডার কুপন দে'খলেই বু'ঝতে পা'রবেন।

শরৎ। ও সব জাল; আমার উপর আক্রোশ ক'রে এই সব ক'রছে। দেশের উন্নতিই আমার জীবনের সার লক্ষ্য।

পরেশ। থাক, আর দেশের উন্নতিতে কায নেই, আগে নিজের একটু উন্নতি কর দেখি। ছি ছি ছি, তুমি কি মানুষ? পিশাচও যে এমন কায ক'রতে পারে না। চক্ষের উপর এই মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখেও, দিবা নিশি, 'হা অন্ন', 'হা অন্ন', লক্ষ কণ্ঠের এই সকরুণ আর্ত্তনাদ শ্রবণ ক'রেও, দুর্ভিক্ষক্লিষ্টের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে প্রাণে একটু সঙ্কোচ বোধ হ'ল না! ধন্য তোমার প্রাণ! ধন্য তোমার জ্ঞান!! আর ধন্য তোমার শিক্ষা!!!

শরৎ। আপনি ভুল বুঝেছেন।

পরেশ। তুমি দেশ উদ্ধারক সেজে, দুর্ভিক্ষ দমনের ভাণ ক'রে, চুরি ক'রতে একটু লজ্জিত হ'লে না? তোমার মত ঘৃণিতচরিত্র-চোরের জন্য অনেক যথার্থ স্বদেশহিতৈষী মহাপুরুষকেও সময়ে সময়ে অযথা অবিশ্বাস ও অপবাদ সহ্য ক'রতে হয়। তুমি আমাদের জাতির কলঙ্ক, দেশের কলঙ্ক, বাঙ্গালীর কলঙ্ক। যে সময়ে তুমি দুর্ভিক্ষের চাঁদা আত্মসাৎ কর, সে সময়ে তোমার মস্তকে বজ্রাঘাত হ'ল না!

শরৎ। আপনি মিছামিছি আমাকে যা' ইচ্ছে তা'ই ব'লছেন!

পরেশ। চুপ কর, বেশী কথা ক'য়ো না। এই মুহূর্ত্তে তুমি মনোহরপুর ছেড়ে চলে যাও, আর কখন এখানে

এস না। যাও চলে যাও, নইলে তোমাকে আমি পুলিশের হাতে দেব।

[শরতের প্রস্থান।

কি জঘন্য! কি ঘৃণিত!

স্বামীজি। ও কথা ছেড়ে দিন, রাজা বাবু।

পরেশ। আপনি আমাকে ওরূপ সম্বোধন ক'রলে, আমি বিশেষ লজ্জিত হই।

স্বামীজি। লজ্জা কিসের রাজা বাবু? গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত শূন্য রাজ সম্মানের মূল্য আছে কি না জানি না, তবে এই টুকু বুঝি, সে সম্মানমরীচিকা লোভে অনেক তৈল ও বিস্তর চাঁদা দিতে হয়। কিন্তু জন সাধারণ যার মহত্ত্ব, উদারতা,দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি রাজোচিত গুণে মোহিত হ'য়ে অযাচিত ভাবে, সম্মান প্রদান করে; যিনি সুখ ভোগলালসা,বিলাসবৈভব তুচ্ছ করে সহস্র সহস্র প্রাণীকে মৃত্যুর করাল গ্রাস হতে রক্ষা করেন, যাঁর সহধর্ম্মিণী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার ন্যায় লক্ষ লক্ষ লোককে অন্ন বিতরণ করেন, তিনি যেই হ'ন, তিনি জনসাধারণের হৃদয়ের রাজা; তাঁর সিংহাসন লোকের হৃদয়, চন্দ্রাতপ সাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা, আভরণ লক্ষ কণ্ঠের অযাচিত আশীর্ব্বাদ।

পরেশ। যা'ক, এখন এ দিককার সংবাদ কি বলুন?

স্বামীজি। জলকষ্ট দূর হ'য়েছে। যে কয়টী পুষ্করিণী খনন করান হ'য়েছে সব ক'টীই সুস্বাদ জলে পূর্ণ হ'য়েছে। যে দু'খানা আটচালা বাড়াতে বলেছিলেন,তা' করা হয়েছে,

কিন্তু তা'ও কাঙ্গালীতে ভরে গেছে, আর বাহিরের মাঠেও প্রায় দু'শ' তিনশ' লোক এসে পড়ে আছে।

পরেশ। এত লোক হঠাৎ কোথা থেকে এল ?

স্বামীজি। গভর্ণমেন্টের Relief Works ছেড়ে, সব দলে দলে চলে আ'সছে।

পরেশ। ইতোপূর্ব্বে কতকগুলি দুর্ব্বল লোক খা'টতে না পেরে চলে এসেছিল, সকলেই এল কেন ?

স্বামীজি। আর কেন? কর্ম্মচারীদের অত্যাচারে। পেটের দায়ে অনশনক্লিষ্ট লোক খা'টতে ছোটে। একে দুর্ব্বল শরীর, তা'য় বিষম পরিশ্রম, তা'র উপর দুই আনা রোজ, তদুপরি কর্ম্মচারীদের চুরি এবং দস্তরী। কাযেই লোকে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' বলে চলে আসে।

পরেশ। স্বামীজি! এর কি কোন প্রতিবিধান হয় না ?

স্বামীজি। অসম্ভব! পূর্ব্বে আমি একবার কলেক্টার সাহেবকে এ সকল কথা জানাই, তা'তে তিনি একজন ডেপুটীর উপর তদন্তের ভার দেন। ডেপুটী বাবু সবডেপুটী বাবুর কাছে রিপোর্ট চান, সব ডেপুটী বাবু Circle Officerদের কৈফিয়ৎ তলব করেন। তাঁরা এই কৈফিয়ৎ দেন যে, 'গভর্ণমেন্ট রিলিফ ওয়ার্কে খা'টতে হয় ব'লে কতকগুলি কুড়ে লোক চলে গেছে সত্য, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সাহায্য সকলকেই করা হচ্ছে, তার কোন ত্রুটি হয় নাই।' কৈফিয়ৎ পাবা মাত্রই সব ডেপুটী বাবুর দায়িত্ব সেই খানেই শেষ হ'ল, তিনি তা'র উপরে একটু রং ঢং ক'রে ডেপুটী বাবুর কাছে

রিপোর্ট পাঠা'লেন, ডেপুটী বাবু আবার সেই রিপোর্ট নিজের মন্তব্য সহ কলেক্টার সাহেবের কাছে পাঠা'লেন। বস্, সব চুকে গেল!

পরেশ। তা'হ'লে ত আমরা নিজেরাই দেশের লোকের উপর অধিক অত্যাচার করি। ক'টা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রজার ঘর জ্বালিয়ে দেয়? ক'টা জজ লোকের ধান লুট করে? ক'টা কমিশনার লোককে গুম করে? পাহারাওয়ালা, দারগা অধিক অত্যাচারী, না একজন সিভিলিয়ান অধিক অত্যাচারী? জেলার কালেক্টার ফেমিন্ ফণ্ড থেকে চুরি করে, না দেশীয় কর্ম্মচারিরা সেই অর্থ আত্ম-সাৎ করে? আমরা দেশের লোক যদি দেশের লোকের উপর অত্যাচার করি, যদি তা'দের মুখ না চাই, যা'রা বিদেশের, যা'দের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই, তা'রা আমাদের মুখ চাইবে কেন? তা'রা অত্যাচার ক'রবে না কেন? যতদিন না আমাদের জাতির ভিতর এ জ্ঞান জন্মাচ্ছে, ততদিন আমাদের প্রকৃত উন্নতির আশা সুদূরপরাহত।

স্বামীজি যাক, এখন কাযের কথা হ'ক।

পরেশ। দেখুন, আমি এখানে আ'সবার সময় যে পরিমাণ নগদ টাকা সঙ্গে এনেছিলুম, তা' প্রায় সমস্তই নিঃশেষ হয়ে এসেছে; সুধীরের কাছ থেকে চাঁদার টাকা আসাও হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল, পত্র লিখেও তা'র কোন সংবাদ পাচ্ছি না। আমাদের চাল, ডাল, কাপড় প্রভৃতি যা' মজুত আছে, তা'তে আর ক দিন চলবে?

স্বামীজি। গড়ে আমাদের যেরূপ খরচ হ'চ্ছিল, তা'তে সাত আট দিন চলতে পা'রত,কিন্তু হঠাৎ আজ যে রকম ভিড় হয়েছে, তা'তে দুই তিন দিনে সমস্ত আহার্য্যই নিঃশেষ হ'বে। সেই কথা ব'লতেই আমি এখানে আ'সছিলুম ; আজ কালের মধ্যেই আহার্য্য সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

পরেশ। সর্ব্বনাশ ! তবে কি হবে ? কোম্পানির কাগজ ভাঙ্গান বা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা draw করা,উভয়ই সময় সাপেক্ষ। সে ত আর এখানে ব'সে হবে না। স্বামীজি ! কলিকাতায় গিয়ে টাকা ও জিনিস পত্র সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আ'সতে যে সময় লা'গবে, তত দিন কি কিছুতেই চ'লবে না।

স্বামীজি। কিছুতেই না।

পরেশ। তবে উপায় ? এখানে কাহারও কাছে, মাত্র কয়েক-দিনের জন্য, কি হাজার তিন চার টাকা কোন রকমে পাওয়া যায় না ?

স্বামীজি। না, এখানে তার কোন সম্ভাবনা নাই।

পরেশ। তবে কি হ'বে ? কি উপায় হ'বে ?

(নেপথ্যে।) জয়, রাজা বাবুর জয়, রাণিজীর জয় !

পরেশ। ওই শুনুন, ক্ষুধার্ত্ত অন্নক্লিষ্ট কণ্ঠধ্বনি আমার কাছে অন্নভিক্ষা ক'রছে, ওরা যে বড় আশা করে এসেছে, যে আমার কাছে এলে ওদের আর খাবার ভাবনা থা'কবে না। দু'দিন বাদে আমি কোন্ প্রাণে ওদের ব'লব, যে আমি অপারগ, আর তোমরা আমার আশা ক'র না, নিরাশ হৃদয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যু মুখে

অগ্রসর হও। না আমি তা' কখন পা'রব না, তা'র চেয়ে মৃত্যু যে সহস্রগুণে প্রার্থনীয়। ভগবন্! ভগবন্! অনাথনাথ! এ বিপদ হতে উদ্ধার কর, আমার মান রক্ষা কর! কি করি,কোথার যাই, কি ক'রলে মুখ রক্ষা হয়? এমন কি কেউ নেই, যে এ বিপদে আমাকে রক্ষা করে।

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। এই যে আমি আছি, তোমার পদসেবার দাসী আছে, তোমার কমলা আছে! প্রভু! স্বামিন! এই সামান্য বিষয়ের জন্য তুমি অত চিন্তিত হচ্ছো, এত কাতর হচ্ছো কেন?

পরেশ। এত কাতর হচ্ছি কেন? তুমি কি বু'ঝবে কমলা? এই যে সহস্র সহস্র প্রাণী কাতরনয়নে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, কোন্ প্রাণে আমি তা'দের নিরাশ ক'রব? কোন্ প্রাণে আমি তা'দের ব'লব যে আর আমার শক্তি নেই, আর আমি তোমাদের খেতে দিতে পা'রব না, এ কথা কি তুমি একবারও ভেবে দেখেছ কমল?

কমলা। তোমার পত্নী আমি, তুমি আমার শিক্ষাদাতা; সে কথা যদি না ভা'বব, তবে তোমার সহধর্ম্মিণী হবার স্পর্দ্ধা কি রূপে ক'রব?

পরেশ। তুমি আমাদের সব অবস্থা জান কি? জান কি যে, যে আহার্য্য মজুত আছে, তাতে দুই তিন দিনের বেশী

কিছুতেই চ'লবে না, অথচ ঐ সময়ের মধ্যে আহার্য্য সংগ্রহের কোন উপায়ই নেই।

কমলা। জানি, আমি পাশের ঘরে ছিলুম, সব শুনেছি।

পরেশ। তবে তুমি কি ব'লছ।

কমলা। তুমি কোন উপায় নেই ভেবে কাতর হয়েছ, তাই আমি উপায় ব'লে দিতে এসেছি।

পরেশ। কি উপায়?

কমলা। রামায়ণে পড়েছি, কাঠবিড়ালও সেতুবন্ধনে শ্রীরামচন্দ্রকে সাহায্য করেছিল। ভগবান সে সামান্য সাহায্যও অগ্রাহ্য করেন নি! ধর প্রভু! আমার এই সামান্য অলঙ্কারগুলি গ্রহণ কর, এর সাহায্যে কিছু দিনের মত আহার্য্য নিশ্চই সংগ্রহ ক'রতে পা'রবে। তুমি অমন করে আমার মুখপানে চেয়ে আছ যে? দুঃখীর দুঃখ নিবারণ ক'রতে, তাদের চ'খের জল মুছা'তে কে আমাকে শিক্ষা দিয়েছে? তবে তুমি আজ আশ্চর্য্য হচ্ছো কেন? সামান্য অলঙ্কার ত তুচ্ছ কথা, প্রয়োজন হ'লে এই ক্ষুধাতুরদের জন্য, আমি আমার গায়ের সমস্ত মাংস একটু একটু করে কেটে দিতে পারি।

স্বামীজি। মা! মা! সত্যই তুই বিশ্বজননীর অংশ! সত্যই তুই অন্নপূর্ণারূপিণী!! কবে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে তোর মত রমণীরত্ন বিরাজ ক'রবে? রাজা বাবু! সত্যই তুমি ভাগ্যবান্!

পরেশ। তুমি সব গহনা খুলে দিলে?

কমলা। সব গহনা খু'লব কেন? এই যে আমার আসল গহনা

রয়েছে। আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই গহনা আজীবন প'রতে পারি; যেন এই লৌহবলয় বজ্রতুল্য কঠিন হয়, যেন এই সীমন্তের সিন্দূরপ্রভা চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে।

(পরেশ ও স্বামীজির পদধূলি গ্রহণ)

(নেপথ্যে।) জয় রাণীজির জয়!

স্বামীজি। আমি কাঙ্গালিদের পর্য্যবেক্ষণ করে শীঘ্রই আসছি।

[প্রস্থান।

পরেশ। কমল! কমল! আমার সর্ব্বস্ব! জন্মজন্মান্তরে যেন তোমাকেই পত্নীরূপে পাই এ ছাড়া ভগবানের নিকট আমার আর অন্য প্রার্থনা নাই।

চতুর্থ দৃশ্য।

—০—

বৃক্ষতল।

অনুপমা ও লীলা।

লীলা। আর যে পারি না, মা! আমার মাথা ঘু'রছে। চ'খে আর কিছু দে'খতে পা'চ্ছিনা!

অনু। তবে এই গাছ তলায় একটু বসি আয়। মাথার আর অপরাধ কি? দুধের বাছা আজ সাত আট দিন পেটে অন্ন নেই! দু' তিন দিন বনশাক আর গাছের পাতা সার হয়েছে; রক্ত মাংসের শরীর, আর কত সহ্য হ'বে?

লীলা। মা, আমি আর এক পাও চ'লতে পারব না।

অন্নু। শেষটা এই হ'ল? না খেতে পেয়ে রাস্তায় প'ড়ে ম'রতে হ'ল। আমি মরি তা'তে ক্ষতি নাই। কিন্তু চ'খের উপর লীলার কষ্ট যে আর দে'খতে পারি না। ভগবন্, কি পাপে আমার এই সাজা হ'ল? পতি গেল, পুত্র গেল, বাড়ী, ঘর সব গেল, পথের ভিখারী হ'লেম। শেষটা আমার বড় আদরের লীলা, না খেতে পেয়ে রাস্তায় পড়ে মারা যায়, এও দে'খতে হ'ল!

লীলা। মা, তুমি অমন ক'র না। তুমিও ত ক'দিন কিছু দাঁতে কাট নি, তোমারই বা শক্তি কই?

অন্নু। খাই নি? অনেক খেয়েছি, ভাল ভাল জিনিস সব পেটে পুরেছি; রাক্ষসীর অধম আমি, আমার আবার খাওয়া কি?

(জনৈক পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ।)

পুরুষ। ওরে দেখ, দেখ, গাছতলায় দু'টী মেয়ে মানুষ দেখ, একটা বোধ হয় ওর মেয়ে।

স্ত্রী। মেয়েটি যেন পদ্মফুল, চল দেখি, এগিয়ে গিয়ে দেখি।

পুরুষ। হ্যাঁগা, তোমরা এখানে অমন করে বসে কেন গা?

স্ত্রী। মন্বেন্তরের জন্যে তোমরা বুঝি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছ।

অন্নু। বাছা, আমরা বড় দুঃখী। বিপদের উপর বিপদ আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গিয়েছে। আজ সাত আট দিন আমরা কিছুই খাই নি। তোমরা যেই হও তোমাদের পায়ে ধরে ব'লছি, তোমরা আমার মেয়েটিকে বাঁচাও,

লীলাকে আমার কিছু খেতে দাও, আমি চিরকাল তোমাদের কেনা হয়ে থা'কব, চিরদিন তোমাদের দাস্যবৃত্তি ক'রব।

স্ত্রী। আহা, তোমরা ত বড় কষ্টে পড়েছ মা!

অনু। হ্যাঁ মা, তুমি আমার মা; আমাদের রক্ষা কর, আমার লীলার প্রাণদান কর।

পুরুষ। তোমরা কোথা থেকে আ'সছ,আর যা'বেই বা কোথায়?

অনু। আমরা ক'লকাতার কাছ থেকে আ'সছি, বরাত মনোহরপুরে, কিন্তু পথে এই বিপদ হ'য়েছে।

পুরুষ। মনোহরপুর! তোমরা ত মনোহরপুর ছেড়ে তিন চার দিনের পথ চলে এসেছ। মনোহরপুরেই ত বিষম মন্বন্তর হয়েছে।

অনু। বল কি—মনোহরপুর ছেড়ে চলে এসেছি?

পুরুষ। তিন চার দিনের পথ।

অনু। সর্ব্বনাশ! কি হ'বে, কেমন ক'রে ফি'রব? শরীরে বল নেই, আর চ'লবার সামর্থ্য নেই! ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাদের রক্ষা কর, আমাদের বড় বিপদ।

লীলা। মা! আর ব'সতেও পারি না, একটু শুই।

[শয়ন।

অনু। ওগো আমার মেয়েটিকে বাঁচাও, তোমাদের পায়ে পড়ি, বাঁচাও।

স্ত্রী। দেখ, যদি তুমি আমার কথায় রাজি হও, তা' হ'লে তুমিও বাঁচ, আর তোমার মেয়েও বাঁচে, আর তুমি মনোহরপুরে ফি'রতেও পার।

অনু। বল, বল, এখনি শু'নব, আমাকে যা' ক'রতে ব'লবে তা'ই ক'রব, তোমরা আমার লীলাকে বাঁচাও।

স্ত্রী। দেখ, যখন নিজেও খেতে পা'চ্ছ না, আর মেয়েকেও খেতে দিতে পা'রছ না,তখন কেন মেয়েকে বেচে ফেল না! মেয়েও বাঁ'চবে, আর টাকা পেয়ে তুমিও খেয়ে বাঁ'চবে।

অনু। তুমি কি ব'লছ।

স্ত্রী। ব'লছি, মেয়েটিকে বেচে ফেল; আমি দশ টাকা দিচ্ছি, আর আমার সঙ্গে খাবার আছে তা'ও কিছু দিচ্ছি।

অনু। প্রাণ থা'কতে ত. পা'রব না।

পুরুষ। তা প্রাণ ত আর বেশী দিন থা'কবে না, হালফিল মেয়ের কি হ'বে, তা' বুঝ'তে পা'রছ ত? যেখানে থাকুক, প্রাণে বেঁচে থা'কবে।

স্ত্রী। এই অকালের দিনে কি কেউ আর মেয়েছেলে মা'নছে গা? পেটের জ্বালা, বড় জ্বালা, সে জ্বালায় মানুষ পাগল হয়। আমরা যা' ব'লছি, তোমার ভালর জন্যই ব'লছি, নইলে আমাদের আর কি বল?

অনু। ও পুরুষ, ও যেন ব'লছে, কিন্তু তুমিত স্ত্রীলোক, তুমি কোন্ প্রাণে ও কথা মুখে আ'নছ? যাকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরেছি, বত্রিশ নাড়ী ছিঁড়ে যে জন্মগ্রহণ করেছে, অপত্য স্নেহের ডোরে হৃদয়ের সহিত যে গাঁথা আছে, সামান্য অর্থের জন্য তাকে বিক্রয় ক'রব? এ কথা তুমি উচ্চারণ ক'রলে কি করে? তোমার প্রাণে

একটুও সঙ্কোচও হ'ল না! নিশ্চয় তুমি জননী নও, অপত্যস্নেহের মর্ম্ম নিশ্চয় তুমি কখন বোঝ নি, না হ'লে মা'র কাছে এ প্রস্তাবের উত্থাপন কর!

স্ত্রী। যা'ই বল, আর যা'ই কর, মেয়েকে বাঁচা'তে হ'লে ওই একমাত্র উপায় আছে। যদি ভাল চাও ত' এখনও রাজী হও, মেয়েটিকে আমাদের বেচে ফেল।

অন্ন। তা'র চেয়ে আমি স্বহস্তে লীলার গলাটিপে মেরে ফে'লব, তবু প্রাণ থা'কতে আমি সোনার পুতলিকে তোদের হাতে তু'লে দিতে পা'রব না!

লীলা। মা, প্রাণ যায়, বুকের ভিতর কেমন ক'রছে, একটু জল!

অন্ন। ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, একটু জল এনে দাও, তুমি আমার মা, তুমি আমার বাপ, একটু জল এনে দাও, মেয়ে আমার গলা শুকিয়ে মারা যায়!

স্ত্রী। আমাদের গরজ কিসের?

পুরুষ। আরও আমাদের গালাগালি দে।

অন্ন। আমায় ক্ষমা কর, তোমাদের পায়ে ধরি আমায় ক্ষমা কর! একটু জল এনে দাও, যদি না এনে দাও, বল কোথায় গেলে, কোন দিকে গেলে জল পাব!

স্ত্রী। ওই ও দিকে একটু গেলে একটা পুকুর পাবে।

অন্ন। চ'ললুম জল নিয়ে আসি; দে'খ মা, আমার মেয়েকে তোমাদের কাছে রেখে গেলুম।

স্ত্রী। ভাবছিস কি? এ রকম বয়সে, এ রকম সুন্দরী

কি মেলে? অনেক দাম হ'বে, এই বেলা ফর্সা করি আয়।

পুরুষ। তবে আর দেরি-করে কায নেই, এই বেলা নে, ধর!

[লীলাকে লইয়া প্রস্থান।

(অনুপমার প্রবেশ)

অনু। লীলা! লীলা! মা, এই জল এনেছি! এ কি কোথায় গেল? বুঝেছি, সর্ব্বনাশ হয়েছে, লীলাকে চুরি করে নিয়ে গেছে; নারায়ণ! শেষে এই ক'রলে? কোথা যা'ব? কোথায় গেলে লীলাকে পা'ব? লীলা! লীলা!

পঞ্চম দৃশ্য।

—০—

আটচালা।

পরেশ, স্বামীজি, কমলা, ও কাঙ্গালীগণ।

কাঙ্গালী। জয়, রাজাবাবুর জয়! জয়, রাণীজির জয়!

কমলা। বাছা, শু'নলুম তোমাদের বাড়ী অনেক দূর। তোমরা যেন এসেছ, কিন্তু তোমাদের গ্রামের কাণা, খোঁড়া এবং যে সব ভদ্রলোকের ঘরের বিধবা আছেন, তাঁরা ত আ'সতে পারেন নি, তাঁদের উপায় কি হ'বে? নিকটে হ'লে, আমি অন্যান্য গ্রামে যেমন করি, সেই রকম অনুসন্ধান করে তা'দের যথাসাধ্য দিয়ে আ'সতুম।

২য় কা। লক্ষ্মীস্বরূপিণি, তুই সাক্ষাৎ কমলা! তুই অনাথের মা, তুই জগতের মা!

কমল। অমন ক'রলে, আমি বাছা এখান থেকে চ'লে যা'ব।

২য় কা। আচ্ছা মা, চুপ ক'রলুম।

পরেশ। স্বামীজি! এখন আজকের মত এঁদের চাল ডাল বস্ত্রাদি বিতরণ করুন, আর যাঁ'রা আহার ক'রতে ইচ্ছা করেন, তাঁ'দের বন্দোবস্ত করে দিন; পরে কাল প্রাতে গরুর গাড়ী বোঝাই দিয়ে চাল ডাল প্রভৃতি নিয়ে গিয়ে, এঁদের গ্রামে বিলি করে আ'সবেন।

স্বামীজি। ভাল তা'ই হ'বে। মা, কার্য্য আরম্ভ কর।

(কাঙ্গালীগণকে কমলার চাল, ডাল বস্ত্রাদি প্রদান)

৩য় কা। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা! সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা!

কমলা। বাছা! তোমাদের একটী কথা ব'লব, মন দিয়ে শোন। তোমাদের ভিতর অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। কথায় বলে 'ভারতভূমি স্বর্ণপ্রসবিনী' স্বর্ণাপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান যে শস্য, সেই শস্য ভারতবর্ষে যত উৎপন্ন হয়, পৃথিবীর আর কোন স্থানে তত হয় না। ভারত জগতের লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। সেই ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশের ন্যায় উর্ব্বরা প্রদেশ আর নাই; বাঙ্গালার মাটীতে সোনা ফলে, তা'ই আমাদের বড় সাধের, বড় আদরের জন্মভূমি "সোনার বাঙ্গলা" নামে অভিহিত হয়েছে; তাই অমর কবি

উচ্চকণ্ঠে গেয়েছেন ঃ—"সুজলাং, সুফলাং, মলয়জ-শীতলাং, শস্য শ্যামলাং মাতরং"

কাঙ্গা। বন্দে মাতরং!

কমলা। কোন কোন বৎসর শস্য কিছু কম জন্মা'তে পারে, কিন্তু উৎপন্ন শস্য যদি তোমাদের গোলায় থা'কত, তা' হ'লে কি আজ তোমরা "হা অন্ন" "হা অন্ন" রবে গগন তল বিদীর্ণ কর? তা' হ'লে কি চক্ষের উপর অন্নাভাবে স্ত্রী পুত্রের মৃত্যু প্রত্যক্ষ কর?

১ম কা। বু'ঝতে পারি নি, তখন টাকার লোভে চাল বেচে ফেলেছি।

কমলা। কা'দের বেচেছ জান? বিদেশী বণিকগণকে; সে চাল কোথায় গেছে জান? বিদেশে; যে চাল তোমরা স্বহস্তে উৎপন্ন করেছ, যা'র অভাবে আজ তোমাদের এই দশা, সেই চাল আজ বিদেশের লোকের পেট ভরা'চ্ছে, আর তোমরা পেটের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করে বেড়া'চ্ছ! যদি তোমাদের সামান্য কাণ্ডজ্ঞানও থাকে, তবে প্রতিজ্ঞা কর, যে আজ থেকে আর একদানা চালও বিদেশী বণিকের ফোড়েরা তোমাদের গ্রামের বাইরে নিয়ে যেতে পা'রবে না!

কাঙ্গা। আমরা সকলে শপথ ক'রছি যে আর আমরা ফোড়েদের একদানা চালও বিক্রয় ক'রব না।

কমলা। এ প্রতিজ্ঞা যদি রা'খতে পার, তা'হ'লে আর কখনও তোমাদের অন্নাভাবে কষ্ট পেতে হ'বে না।

পরেশ। ভাই সকল! আর একটী কথা—বাঙ্গালীর একদিন

শৌর্য্য ছিল, বীর্য্য ছিল, তেজ ছিল, সাহস ছিল, আজ সে সকলের অভাব কেন? কি ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রবলে আজ বাঙ্গালী ভীরু, কাপুরুষ, দুর্ব্বল ও অল্পায়ু? যে যা'ই বলুক আমার বিশ্বাস, গোদুগ্ধের অভাবই আমাদের অধঃপতনের প্রধানতম কারণ। যদি গোলা পোরা ধান থাকে, পুকুর পোরা মাছ থাকে আর গোয়াল ভরা গরু থাকে, তা' হ'লে আমাদের অভাব কি? অন্ন ও দুগ্ধই আমাদের প্রধান খাদ্য, তা'ই ধান্য আমাদের কমলা, গাভী আমাদের ভগবতী।' প্রত্যহ সহস্র সহস্র গো-হত্যায় আমাদের দেশের গোবংশ নির্ব্বংশপ্রায়; তা'ই কাতর কণ্ঠে, করযোড়ে তোমাদের অনুরোধ ক'রছি সাধ্যমতে ভগবতীর সেবা ক'র, গোবংশ প্রতিপালন ক'র, আর অপরিচিত ব্যক্তিকে গরু বিক্রয় ক'রে, মা ভগবতীকে কসাইএর হস্তে তুলে দিও না!

কাঙ্গা। আমরা প্রতিজ্ঞা ক'রছি আপনার আদেশ যথাযথ পালিত হ'বে।

(অনুপমার প্রবেশ)

অনু। কই, কই, আমার লীলা কই? আমি তা'কে জল খাওয়া'ব বলে যে আজ তিন চার দিন ভাঁড় হাতে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি; একবার তা'কে এনে দাও, আমি তা'কে একটু জল খাওয়াই, তা'রপর তোমরা তা'কে যেখানে খুসি নিয়ে যাও।

কমলা। এ কি? মা! এ অবস্থায় এখানে কেন? কি হয়েছে মা? অমন ক'রছ কেন?

অনু। পেটের জ্বালা—পেটের জ্বালা! এই নাও, জল খাও! সব খেও না, একটু আমার লীলার জন্যে রেখ। তা'র খালি পেট, বেশী জল খেতে দেব না।

কমলা। মা! মা! কি ব'লছ?

অনু। আমি মা নই, রাক্ষসী—আমায় মা বলো না, তা' হ'লে এখনই আমার দৃষ্টিতে ভস্ম হয়ে যা'বে। আহা! পরের বাছা কেন প্রাণ খোয়াবে?

কমলা। ওগো দেখ, লীলা বুঝি বেঁচে নেই, মা আমার বুঝি তা'রই শোকে পাগল হয়েছে।

অনু। কে বলে রে আমার লীলা বেঁচে নেই? কে তুই? একে কমলা? এঁ্যা—

(মূর্চ্ছা।)

পরেশ। স্বামীজি! এ কি সর্ব্বনাশ!

স্বামীজি। স্থির হ'ন! যখন রাণীমাকে দেখেই চিন্তে পেরেছেন, তখন ভয়ের কোন কারণ নেই। মূর্চ্ছান্তে, সম্পূর্ণ না হ'ক, কতকটা প্রকৃতিস্থ হ'বেন। চ'খে মুখে বেশ করে জল দিন। এই যে অল্প জ্ঞান হচ্ছে।

কমলা। মা! মা!

অনু। আঁ—কে আমায় মা বলে ডা'কলে? আজ তিন দিন যে মা বুলি শুনি নি। আমার লীলা কোথায়?

পরেশ। মা! উঠুন—দেখুন আপনার জন্য কমলা বড়ই কাতর হয়েছে।

অনু। কে তুমি?

পরেশ। আমি পরেশ!

অন্নু। পরেশ! পরেশ! বাবা! কমলা, মা! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার লীলাকে কে কোথায় নিয়ে গেছে।

পরেশ। সে কি! আমি শীঘ্রই লীলার সন্ধান করে দেব, আমাকে সমস্ত খুলে বলুন।

অন্নু। আঁ্যা—লীলাকে আমি আবার পা'ব! তবে ব'লছি শোন। পাওনাদারেরা আমাদের বাড়ী বেচে নিয়ে আমাদের উঠিয়ে দেয়, আমি ক্ষান্তর ঘরে আশ্রয় নিই; দিন কতক যেতে না যেতে, একদিন রাত্রে আমরা ঘুমুচ্ছি, এমন সময় কে সেই ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়; আমি লোক জন ডাকাডাকি ক'রবার জন্য বেরিয়ে পড়ি, কিন্তু লীলা আর ক্ষান্ত যে সেই ঘরে ঘুমুচ্ছিল, আমার তা খেয়াল ছিল না। সুধীর হঠাৎ দৌড়ে এসে লীলার প্রাণরক্ষা ক'রলে, কিন্তু ক্ষান্ত বেরুতে পা'রলে না।

কমলা। আঁ্যা—বল কি?

অন্নু। হায়! হায়! আমাকে আশ্রয় দিয়েই সে গৃহদাহে পুড়ে ম'ল; আমার কেন মরণ হ'ল না?

কমলা। তা'র পর—তা'র পর?

অন্নু। সুধীর ক্ষান্তকে বাঁচা'তে যা'চ্ছিল, এমন সময় পুলিশ এসে সুধীরকে ঘরে আগুন দিয়েছ ব'লে গ্রেপ্তার ক'রলে।

পরেশ। সুধীরকে গ্রেপ্তার ক'রলে!

অন্নু। হ্যাঁ; তা'রপর আমি তোমাকে সেই খবর দে'ব ব'লে লীলাকে সঙ্গে ক'রে আ'সছিলুম, এই গ্রামেরই কাছে

কতকগুলো লোক লীলাকে ধ'রে পুড়িয়ে খেতে চাইলে, আমরা ভয়ে মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়ি। মূর্চ্ছা ভাঙ্গলে দেখি, তা'রা কা'কে ঘিরে ধ'রে "চাল, চাল" ক'রছে, আমি সেই অবসরে লীলার হাত ধ'রে পালিয়ে যাই।

পরেশ। সে কত দিনের কথা?

অনু। সে আজ সাত আট দিন হ'ল।

পরেশ। অ্যাঁ-সাত আট দিন! মানুষগুলো লীলাকে নিয়ে টানাটানি ক'রছিল? আমি চি'নতে পা'রলুম না— হায়, হায়! তা'হ'লে ত এত দূর হয় না।

অনু। এঁ্যা! তোমায় ঘেরে তা'রা "চাল, চাল" ক'রছিল? হা রে আমার অদৃষ্ট।

কমলা। তা'র পর—তা'র পর?

অনু। তা'র পর ত তিন চার দিন একরূপ অনাহারে দু'জনে চলেছি, কোথা যাচ্ছি তা'র ঠিক নেই। ক্রমে লীলা আর চ'লতে পারে না, তা'কে নিয়ে পথের ধারে এক গাছতলায় বসে আছি, লীলা অবসন্ন হ'য়ে আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে, এমন সময় একটা মাগি, আর একটা মিনসে এসে লীলাকে কি'নতে চাইলে; সেই সময়ে হঠাৎ লীলা কেমন ক'রতে লা'গল, আমি দৌড়ে জল আ'নতে গেলুম। ফিরে এসে দেখি, সে দুটী লোকও নেই, লীলাও নেই!

স্বামীজি। লীলার ব্যাপার আমি সমস্তই বু'ঝতে পেরেছি। দেখুন, কলুটোলা, মেছুয়াবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে কতক-

গুলি বেশ্যাব্যবসায়ী আছে, যা'দের মফঃস্বলে প্রতিনিধি আছে। সেই সকল প্রতিনিধিগণ, মেদিনীপুর, ঘাটাল, পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি নানা স্থান থেকে বালিকা চুরি বা ক্রয় ক'রে কলিকাতায় পূর্ব্বোক্ত ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করে। ওই সকল অপহৃতা বালিকা সেইখানে ছলে, বলে, কৌশলে, বেশ্যাবৃত্তিতে দীক্ষিতা হয়। আমার বিশ্বাস, লীলা ঐ শ্রেণীর লোক কর্ত্তৃক অপহৃতা হ'য়েছে।

অনু। কি হ'বে বাবা, তা'হ'লে কি হ'বে ?

স্বামীজি। ভাবনা নেই। পরেশ বাবু ত কলিকাতায় যাচ্ছেন, তিনি ভাল ভাল ডিটেক্‌টিভ নিযুক্ত ক'রে দেবেন। আমিও এখানকার পুলিশ দিয়ে তদ্বির করা'ব। শীঘ্রই লীলার উদ্ধার হ'বে।

পরেশ। দুই দারুণ কর্ত্তব্য এখন ঘাড়ে প'ড়ল ; লীলার অনুসন্ধান এবং সুধীরের উদ্ধার সাধন। স্বামীজি এ দিককার ভার সমস্ত আপনার উপর দিয়ে, আমি অদ্যই কলিকাতাভিমুখে যাত্রা ক'রব। সুধীরের বিপদ শুনে আমার প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠেছে ; নিশ্চয়ই কোন গভীর চক্রান্তে তা'র এই দশা হ'য়েছে।

(রামলোচনের প্রবেশ)

কি রামলোচন যে! তুমি হঠাৎ কি মনে করে ? আজ কাল নাকি তুমি দাওয়ান হয়েছ ? তা বেশ—বেশ! যাই হ'ক বাটীর সব মঙ্গল ত ? বাবা, মা, দিদি প্রভৃতি সকলে ভাল আছেন ?

রাম। আজ্ঞে হ্যাঁ—এই চিঠি প'ড়লেই সব বুঝতে পা'রবেন।

পরেশ। কই দাও, (পাঠান্তে) হুঁ বুঝেছি। তুমি বাবাকে ব'ল যে আমি প্রজাদের খাজনা দিতে বারণ করি নি, তারা অক্ষম বলেই খাজনা দিতে পারে নি। আর তিনি যে আমাকে তোমার সঙ্গে যেতে বলেছেন, আমি পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলা ক'রব না—যা'ব, তবে কিছু বিলম্বে। অগ্রে এখানকার সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিই, লীলার উদ্ধারসাধন করি, সুধীরকে বাঁচাই, তা'র পর তাঁর চরণ দর্শন ক'রব। তুমি সুধীরের কেসের পার্টি-কুলারস আমাকে সব ব'লতে পার?

রাম। তা'হ'লে এখনই আপনি আমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত ন'ন?

পরেশ। রামলোচন, তোমার বড়ই স্পর্দ্ধা দেখছি! যা'ই হ'ক তুমি এখন যেতে পার, আমার সময় নেই যে তোমার সহিত বাকবিতণ্ডা করি।

রাম। দেখুন, আমার দোষ নেই। আমার উপর হুকুম এই যে, আপনি সহজে না গেলে, বল পূর্ব্বক ধ'রে নিয়ে যা'ব।

পরেশ। তোমার যা ইচ্ছা ক'রতে পার, এখন বিরক্ত ক'র না, চলে যাও।

রাম। বটে, তবে দেখুন -

(বংশীবাদন ও লাঠিয়ালগণের প্রবেশ)

পরেশ বাবুকো পাকাড়ো!

(লাঠিয়ালগণের পরেশকে ধারণ)

কমলা। স্বামীজি! স্বামীজি! কি হ'বে?

স্বামীজি। কেন বাবু তোমরা এ অত্যাচার ক'রছ?

রাম। সে জবাব দিহি তোমার কাছে নয়, যদি প্রাণের মায়া থাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক। আটচালাগুলো সমভূম করে দে, আর চাল ডাল প্রভৃতি যা' কিছু আছে, সব কাছারি বাড়ীতে চালান দে। চল, পরেশ বাবুকো লে চল।

অনু। স্থির হও! (কাঙ্গালীগণের প্রতি) তোমরা দাঁড়িয়ে দে'খছ কি? যিনি নিজ সুখসচ্ছন্দ পরিত্যাগ ক'রে তোমাদের সেবায় জীবন অর্পণ করেছেন, যিনি তোমাদের অনাহারক্লিষ্ট স্ত্রী পুত্রদের মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন, যিনি দেবতার ন্যায় তোমাদের দুঃখ দূর ক'রবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন, তাঁকে সামান্য ক'টা লাঠিয়াল, তোমাদের চক্ষের সামনে দিয়ে, ধরে নিয়ে যা'বে, আর তোমরা তাঁ'র অন্নপুষ্ট অত বড় বড় শরীর নিয়ে নির্ব্বাক, নিশ্চেষ্ট চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে দে'খবে? তোমরা কি মানুষ? তোমাদের প্রাণে কি বিন্দু মাত্র কৃতজ্ঞতা নেই?

কাঙ্গা। কা'র সাধ্য রাজা বাবুকে ধরে নিয়ে যায়?

অনু। এখনও ওই ক'টা লাঠিয়াল তোমাদের রাজা বাবুকে ধরে রেখে দিয়েছে,আর তোমরা অম্লানবদনে তা'ই দে'খছ?

কাঙ্গা। লাগাও—লাগাও!

(লাঠিয়ালগণকে আক্রমণ, তাহাদের সকলের পলায়ন এবং রামলোচনকে ধারণ)

১ম কাঙ্গা। শালাকে খুন কর, মেরে ফেল।

পরেশ। সকলে স্থির হও, রামলোচনকে ছেড়ে দাও!

(সকলের তথা করণ)

রাম। আমাকে প্রাণে মা'রবেন না,—দোহাই আপনার,—দোহাই আপনার!

পরেশ। রামলোচন! তুমি প্রাণের ভয়ে এত কাতর হ'চ্ছ? এই প্রাণ কি তোমার চিরকাল থা'কবে? তোমায় কি ম'রতে হ'বে না? আজ যে মনিবের হুকুম তামিল ক'রবার জন্য তুমি এই সমস্ত ঘৃণিত পাপকর্ম্মেও পশ্চাৎ-পদ হ'চ্ছ না, সেই মনিব কি তোমার হয়ে পরকালে জবাব দিহি ক'রবেন? উপরে ধর্ম্ম আছেন, উপরে একজন মনিবের মনিব আছেন জান? সেই মনিবের মনিব মৃত্যুর পর যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রবে, তখন তাঁ'কে কি জবাব দেবে?

রাম। এঁ্যা—আপনি কি ব'লছেন?

পরেশ। একটা লোককে খেতে দিতে পার না, আর সচ্ছন্দে এতগুলো লোকের খাবার জিনিস উঠিয়ে নিয়ে যা'বার হুকুম দি'চ্ছ? তোমার প্রাণে একটু সঙ্কোচও হ'ল না? এই সমস্ত ক্ষুধার্ত্ত লোকের মুখের গ্রাস অনায়াসে কেড়ে নিতে এসেছ! জান না কি তোমার এই সমস্ত কার্য্য চিত্রগুপ্তের খাতায় জমা হচ্ছে? জান না কি তোমার মুখের গ্রাসও এক দিন এইরূপে যাবে? মৃত্যু যে তোমার শিয়রে, তা তুমি বুঝতে পা'রছ না?

রাম এঁ্যা—মৃত্যু!

পরেশ। হ্যাঁ, মৃত্যু! রামলোচন! জীবনে ত অনেক পাপ করেছ, অনেক খারাপ কায করেছ, সত্য কথা বল দেখি, এক দিনের জন্যও কি প্রাণে শান্তি পেয়েছ? এক দিনের জন্যও কি জীবনে বিমল সুখ পেয়েছ? কখন না। কিন্তু একদিন আমার অনুরোধে, নিঃস্বার্থ ভাবে একটা ভাল কায ক'রে দেখ দেখি—একটা ক্ষুধাতুরকে একদিন পেটভরে খেতে দাও, এক জন অনাথকে একদিন আশ্রয় দাও, এক জন পীড়িতের একদিন সেবা কর, তা'হ'লে প্রাণের ভিতর যে বিমল আত্মতৃপ্তি লাভ ক'রবে, এক বৎসরব্যাপী অবিরল পাপে, তা'র লক্ষাংশের একাংশও পা'বে না!

রাম। আমার আজ চক্ষু খু'লল. আর আমি পাপ ক'রব না—আর আমি চাকরির ভয় ক'রব না—আজ থেকে আমি আপনার নফর, আমি আপনার গোলাম, আমাকে ক্ষমা করুন।

(পরেশের পদধারণ)

পরেশ। ওঠ, ওঠ, রামলোচন, ওঠ!

রাম। আপনার ভয় নেই, সুধীর বাবুর জন্য আপনার কোনও ভাবনা নেই; আমি সুধীর বাবুকে বাঁচাব। আসুন, আমার সঙ্গে আসুন, আর বিলম্ব ক'রবেন না। আমার চ'খ ফুটেছে, আর আমি চাকরির তোয়াক্কা রাখি না. আর আমি কা'কেও ভয় করি না।

পরেশ। স্বামীজি, চ'ললেম—মা, বিদায়! আপনার কোন

ভাবনা নাই। আমি লীলাকে উদ্ধার ক'রবই ক'রব।

অম্বু। এস বাবা, আশীর্ব্বাদ করি জয়ী হও।

পরেশ। কমল, আমি চ'ললেম, এদের সকলের ভার তোমার উপর।

কমলা। নারায়ণের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি সফলমনোরথ হ'য়ে আমার মুখোজ্জ্বল কর।

রাম। বাবু, আর বিলম্ব ক'রবেন না, সুধীর বাবুর মোকদ্দমা কাল।

পরেশ। তবে আসি, কমল!

[পরেশ ও রামলোচনের প্রস্থান।

কমলা। এস, বাপ সকল! তোমাদের পরিতৃপ্ত করে আহার করাই গে।

কাঙ্গা। দেবতা! দেবতা! পৃথিবীর মানুষ কখনও এমন হয় না!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—o—

পথ।

অতুল ও শরৎ।

শরৎ। কোথা গি'ছলেন, অতুল বাবু?

অতুল। মুন্নাকে সুধীরদের বাড়ী দেখিয়ে দিতে গিয়েছিলুম।

শরৎ। কি রকম! মুন্নার সুধীরদের বাড়ীতে কি দরকার? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে হয়েছে। সেদিন পরেশের বাটীতে

সুধীর মুন্নাকে মা বলেছিল বটে। তাই কি সন্তানকে স্তন্যপান করা'তে এসেছেন? তা' সন্তানটী ত এখন হাজতে বাস ক'রছেন।

অতুল। শরৎ, তুমি কি জান না যে, মুন্না বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে দিয়েছে।

শরৎ। ও সব ঢং আমি ঢের দেখেছি। বেটী আমার ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠির হয়েছেন। বেড়ে চাল ছে'ড়েছে কিন্তু! বাবা, আজ কালের বাজারে মাগ্যি না হ'লে ত আর বেটীদের দর বাড়ে না, আর বাবুদেরও ঝোঁক পড়ে না। যা হোক বেড়ে ফন্দি বা'র করেছে। তারিফ করি বাবা, তারিফ করি। দেখেছে দানাদার ছোকরাটি, শিকারের চেষ্টায় ঘু'রছে আর কি!

অতুল। তুমি কি ব'লছ, শরৎ! সুধীর যে মুন্নাকে মা বলেছে।

শরৎ। ঐ সব বিষয়ে পরিপক্ক হওয়ার আপনার ঢের দেরী। গোড়ায় "মা" "বাবা" না ব'ললে, ও সব স্থানে পরস্পরের প্রেম ঘনীভূত হয় না। শিওরাবেন না, এই রূপই হয়। আমারই Name sake এক বন্ধু, "মা" বলে, তাঁ'র এক মেয়েমানুষকে ত্যাগ করেছিলেন, আবার এখন সেই খানেই খুব জমে গেছেন।

অতুল। শরৎ, তুমি ভুল বুঝেছ! নিজের মনের ওজনে সকলকে ভেবে নিচ্ছ। তবে সত্য কথা বলি শোন, মুন্নার উপর আমার ভারী ঝোঁক পড়ে; আমি তা'কে অনেক লোভ দেখাই, অনেক টাকা কবলাই, কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হ'ল না। আমি তাকে লওয়াতে পা'রলুম না,

কিন্তু সে আমাকে লইয়েছে, সে আমার পাশব প্রবৃত্তি দমিত ক'রেছে। আমি এখনও তা'কে ভালবাসি, কিন্তু সে ভালবাসা কামলিপ্সু পৈশাচিক প্রবৃত্তি দ্বারা আর এখন চালিত হয় না।

শরৎ। তবে কি আজ কাল আপনাদের পবিত্র প্রণয় চলেছে? ভাল, ভাল!

অতুল। ঠাট্টাই কর, আর যা'ই কর, যা' ব'লনুম, তা' ধ্রুব সত্য। আর এক কথা—সুধীরকে তোমরা যাই বল, কিন্তু সুধীরের মত উন্নতচেতাঃ, সুধীরের ন্যায় মহৎ,বোধ করি দেবতার মধ্যেও দুর্ল্লভ।

শরৎ। হঠাৎ এতটা জ্ঞান হ'ল কি ক'রে?

অতুল। আমি একদিন সুধীরকে দে'খতে যাই; পরেশকে একটা খবর দেব ব'লে তা'র মত চাইলুম, সুধীর কিছুতেই সম্মত হ'ল না। ব'ললে 'আমার জন্য কি সে পিতার সহিত বিচ্ছেদ ক'রবে?' শরৎ, এতদূর উচ্চ হৃদয় আমি কখনও দেখি নি; এই ভয়ানক বিপদ অম্লান বদনে সহ্য ক'রছে।

শরৎ। হঠাৎ সুধীরকে দে'খবার সাধ হ'ল কেন?

অতুল। মুন্নার অনুরোধে; কিন্তু এখন বু'ঝছি, আমি ভালই করেছি। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রব, যদি সুধীরকে উদ্ধার ক'রতে পারি, এতে যদি আমার সর্ব্বস্ব যায়, আমি তা'তেও প্রস্তুত।

শরৎ। বলেন কি, আপনি হরনাথ বাবুর বিরুদ্ধে লা'গবেন?

অতুল। কি ক'রব? চক্ষের উপর এমন কাণ্ডটা কখন দে'খতে

পা'রব না। সুধীরের পয়সার অভাব নেই, কিন্তু তদ্বিরের লোক নেই; হরনাথ বাবুর ভয়ে সকলেই তা'র শত্রু, আমি তা'কে সাহায্য ক'রব।

শরৎ। বু'ঝলেম, মুন্নার পরামর্শে আপনি এ কাযে লেগেছেন, একজন দোষীকে সাহায্য ক'রছেন।

অতুল। সূর্য্য পশ্চিম দিকে উঠেছে ব'ললে বরং আমি বিশ্বাস ক'রতে পারি, কিন্তু সুধীর ঘরে আগুণ দিয়েছে ব'ললে, আমি কখন বিশ্বাস ক'রব না। নীচকার্য্য, পাপকার্য্য, সুধীরের পক্ষে অসম্ভব!

শরৎ। ভাল, যা' বু'ঝবেন, তা'ই ক'রবেন। কিন্তু যতই করুন, এবার তাঁ'র শ্বশুরবাড়ী কেউ ঘোচা'তে পা'রবে না! বড় অহঙ্কার হয়েছিল—বাবা "অতি দর্পে হতা লঙ্কা",—

(রতিকান্ত ও ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

ভট্টা। "অতি মানে চ কৌরবাঃ"—

অতুল। প্রণাম। আমার বিশেষ কার্য্য আছে বিদায় হ'লেম।

[প্রস্থান।

ভট্টা। জয়োস্ত পাণ্ডুপুত্রানাং—রতিকান্ত! অতুল বাবু বড়ই ব্যস্ত দে'খছি।

রতি। নইলে কি কিছু—বুঝলে কি না—গেঁড়ার চেষ্টা দে'খতে না কি? তা' সে বিষয়ে—বুঝলে কি না—অতুল বাবু বড় পাকা।

ভট্টা। আহা! শরৎ বাবু আমাদের দরিদ্রবৎসলা! তবে যে উনি স্ত্রীলোকদিগকে কিছু কিছু পাইয়ে দেন, সে কেবল

কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করবার জন্য। না হলে শরৎ বাবু—মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু আত্মবৎ, লোষ্ট্রবৎ সর্ব্বভূতেষু, পশ্য সিংহ মদোন্মত্ত শশকেন নিপাতিতঃ!

শরৎ। বা, বা, চমৎকার! ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কোন টোলে পড়া হয়েছিল?

রতি। খানায় ট'লে পড়া হয়েছিল; বাবা, পণ্ডিত লোকের কাছে—বুঝলে কি না—চালাকি?

ভট্টা। রতিকান্ত! তুমি বর্ব্বর, পাষণ্ড ষণ্ড, অপগণ্ড, কুষ্মাণ্ড, অশ্বাণ্ড—

শরৎ। প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডচণ্ডকিরণনিকরমণ্ডিত,—

ভট্টা। এরণ্ডোপি দ্রুমায়তে,—

রতি। তোমার মুণ্ড—বুঝলে কি না—বিঘূর্ণতে।

শরৎ। আচ্ছা ভট্টাচার্য্য মহাশয়,আপনি গোঁফ কামান না যে?

ভট্টা। কি জান ভায়া, "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" অর্থাৎ দাড়ি গোঁফ দুইই না কামিয়ে, শুদ্ধ চিবুক ক্ষৌর করাই বিধেয়। যাক্—শরৎ বাবু! আপনার নিকট বাবু আমাদের প্রেরণ করেছিলেন, পথে আপনার সঙ্গে সঙ্গম হ'ল, ভালই হ'ল।

শরৎ। আমার কাছে কষ্ট করে আর আপনাদের যা'বার কোন আবশ্যকই ছিল না, আমি আপনিই যা'চ্ছিলুম। যা' হোক, আমি এখন অন্য কার্য্যে যা'ব। বাবুকে একটী বিশেষ গোপনীয় কথা ব'লবেন; অতুল বাবু সুধীরের কেসের তদ্বির ক'রছেন।

ভট্টা। শরৎ বাবু, আপনি ও বিষয়ে ভাবাকুল হ'বেন না। 'কা

চিন্তা মরণে রণে'? হরনাথ বাবু মোকদ্দমা সম্বন্ধে একজন ব্যুৎপন্নকেশরী ; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সুধীর পাষণ্ড কর্ত্তৃক আপনার অপমানের এইবার উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত।

শরৎ। তা' হ'লে আমি এখন চ'ললুম, আপনারা বাবুকে সমস্ত ব'লবেন।

[প্রস্থান।

ভট্টা। রতিকান্ত ভায়া! রতিকান্ত ভায়া! হাঃ—হাঃ—হাঃ—আপোশে আমাদের পরস্পরের বাক্‌যুদ্ধ হয়ে গেল, ওটাকে কলহ মনে ক'র না, কথায় বলে, "বিদ্যাতে কলহং যস্য গৃহে নিত্যমকারণং"

রতি। ভট্‌চায! আমার কাছে—বু'ঝলে কি না কেন আর বিদ্বে ছড়াচ্ছ? আমার কাছেও কিছু পিত্যেশ রাখ না কি?

ভট্টা। আমরা হচ্ছি যুগল দম্পতি, মহর্ষি বৈশ্যদ্বৈপায়ন বলেছেন—দাম্পত্য কলহেশ্চৈব বহ্বারম্ভে বায়ুক্রিয়া—

রতি। ভট্‌চায—বুঝলে কি না—তুমি আমার চেয়েও পণ্ডিত, বায়ুক্রিয়া, না লঘুক্রিয়া?

ভট্টা। আরে ভায়া, বায়ুর মত লঘু আর কি আছে? সুতরাং বায়ুক্রিয়াও যা' লঘু ক্রিয়াও তা'—"বহ্বারম্ভে বায়ু ক্রিয়া" অনুপ্রকাশের ঘটাটা দে'খছ?

রতি। কি ব'লব—বুঝলে কি না—কোনও লোক এখানে উপস্থিত নাই ; নইলে 'বায়ুক্রিয়া' ব'লতে কি বোঝায়,

তা'র কাছে সেটা—বুঝলে কি না—অনুভব ক'রতে পা'রতে—

ভট্টা। যাক্—যাক্—চল, শরৎ বাবু যা' ব'ললেন, বাবুর কাছে সেই সমস্ত সংবাদ দেওয়া যাক্ গে।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

—০—

আলিপুর ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট।

ম্যাজিষ্ট্রেট, ইণ্টারপ্রিণ্টার, ব্যারিষ্টারগণ, উকীলগণ, হরনাথবাবু সুধীর, অতুল, চাপরাসী প্রভৃতি।

১ম ব্যারি। I believe, I have thoroughly established the guilt of the prisoner. But just now I shall produce more crushing evidence before your Worship.

২য় ব্যারি। My learned colleague dreams.

১ম ব্যারি। রতিকান্ত গোসাল।

ইণ্টার। রতিকান্ত ঘোষাল কো বোলাও।

কনষ্ট। রাতকানা গোসা! রাতকানা গোসা! রাতকানা—

(রতিকান্তের প্রবেশ সাক্ষীর কাট গড়ায় গমন ও শপথ পাঠ)

১ম ব্যা। তোমার নাম কি?

রতি। এই ত হুজুর—বুঝলে কি না—নামের সপিণ্ড-করণ হয়ে গেল, আবার নাম কেন?

ইণ্টার। বাজে কথা ছাড়, নাম বল।

রতি। রতিকান্ত ঘোষাল।

১ম ব্যা। জাতি।

রতি। ঘোষাল কি আর—বুঝলে কি না—মুচি হয়?

ইণ্টার। বাজে ব'কলে সাজা হ'য়ে যাবে। কি জাত বল?

রতি। ব্রাহ্মণ।

১ম ব্যা। তুমি এ মোকদ্দমার কি জান?

রতি। আজ্ঞে, হুজুর, ওই দিন—বুঝলে কি না—রাত্রে আমি বেড়িয়ে ফি'রছি এমন সময়—বুঝলে কি না—দেখি যে ক্ষান্তর বাড়ীর কাছে একটা লোক লুকুল; আমার সন্দেহ হওয়াতে—বুঝলে কি না আমি ভাবলুম দেখিই না, শেষটা কি হয়? এমন সময় বুঝলে কি না—দেখি, যে সুধীর বাবু মশাল জ্বেলে ক্ষান্তর খড়ো চালে লাগিয়ে দিলে।

২য় ব্যা। তুমি কি কর?

রতি। ক'রব আর কি, খাই, দাই—বুঝলে কি না কাঁসি বাজাই।

ইণ্টার। বলি, তুমি জীবিকা নির্ব্বাহ কর কিরূপে?

রতি। জীব দিয়েছেন ভগবান—বুঝলে কি না—তিনিই নির্ব্বাহ ক'রেন।

ইণ্টার। তোমার জাত ব্যবসা কি?

রতি। একি কামার কু'মর পেলেন যে—বুঝলে কি না—জাত ব্যবসা?

২য় ব্যা। I don't want all these nonsense! Then he has got no ostensible means of living.

২য় ব্যা। তুমি হরনাথ বাবুর মোসাহেব না?

রতি। রামচন্দ্র! মোসাহেব হ'ব কেন? তবে বুঝলে কি না —বাবু যখন সাহেব সুবোর কাছে যান, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান।

২য় ব্যা। কত বার তুমি সাক্ষ দিয়েছ? কাযটা কি পুরুষানুক্রমে চলে আ'সছে না কি?

রতি। আপনি কি আমায়—বুঝলে কি না—অপমান ক'রতে চা'ন? সাক্ষ দেওয়া কি আমার কায? আমাকে— বুঝলে কি না—যা' নয় তাই বলা!

২য় ব্যা। তুমি মিথ্যা সাক্ষ দেওয়ার জন্য একবার ফৌজদারি সোপরন্দ হ'য়েছিলে, এটা কি সত্য?

রতি। আমি বেগাতা—আমি-- বুঝলে কি না—

২য় ব্যা। Yes, your Worship! Here are the papers. He was once hauled up for glving false evidence. রাত দুপুরে সান্ধ্য ভ্রমণটা কি সুখের?

রতি। তা' আমার খুসি।

২য় ব্যা। সুধীর বাবুকে তুমি চি'নলে কি ক'রে? তখন কি তুমি ধাতে ছিলে?

রতি। ধাত ছা'ড়লই বা কি করে, বাবা? মশালের আলোতে —বুঝলে কি না—সুধীর বাবুকে চি'নতে পা'রব না? আমি ত আর—বুঝলে কি না— রাতকানা নই।

২য় ব্যা। অনুপমা ও তাহার কন্যাকে আশ্রয় দিবার জন্য ক্ষান্তর উপর হরনাথ বাবুর খুব আক্রোশ ছিল, এ কথা কি সত্য?

রতি। আমি—বুঝলে কি না—আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরের ধার ধারি না।

২য় ব্যা। I don't want all these nonsense. Tell me yes or no!

রতি। আমি জানি না কেমন করে ব'লব? এ ত—বুঝলে কি না—বিষম বিভ্রাট রে বাবা!

ম্যাজি। He talks much. He is a very cunning chap, I see.

২য় ব্যা। Yes, your Worship. He may go.

ইণ্টার। যাও, নেবে যাও। ওই ধারে গিয়ে বস গে।

১ম ব্যা। Now my last witness—ড়াম কিনকড় বটাচাড়জ।

ইণ্টার। রামকিঙ্কর ভট্টাচার্য্যকে বোলাও।

কনষ্টে। রাম টিনকর বটাচার! রাম টিনকর বটাচার!

(ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

ভট্টা। হরি বোল! হরি বোল!

কনষ্টে। এই চিল্লাও মৎ!

২য় ব্যা। Is it a man or a Leopard?

(সকলের হাস্য ও ভট্টাচার্য্যের শপথ পাঠ)

ইণ্টার। আপনার নাম কি?

ভট্টা। রামকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরত্ন। নারায়ণ!

১ম ব্যা। আপনি কি করেন?

ভট্টা। পৌরহিত্য করি। হরি হে!

১ম ব্যা। মোকদ্দমার কি জানেন?

ভট্টা। সে দিন যামিনীযোগে আমি এক যজমানের গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়, শ্রীমান সুধীর বাবুকে ক্ষান্তর গৃহে অগ্নিসম্প্রদান করিতে দেখি। দুর্গে, দীনতারিণি!

২য়। আপনি আপনার স্মৃতিরত্ন উপাধি কোম্পানী থেকে পেয়েছেন কি?

ভট্টা। না।

২য় ব্যা। তবে কোথা থেকে পেলেন? কোন উৎকৃষ্ট টোল থেকে? কোন পরীক্ষা দিয়েছেন কি?

ভট্টা। আমি আবার পরীক্ষা দিব কি? উপাধি আমার স্বোপার্জ্জিত! আমার পিতৃদেব—

২য় ব্যা। Then he is nothing more than a quack, your Worship! হরনাথ বাবু আপনার যজমান?

ভট্টা। হাঁ।

২য় ব্যা। আপনি ওঁরই তাঁবেদার ত?

ভট্টা। হাঁ আমি বাবুরই আশ্রিত। বলে মহাজনো যেন গত—

২য় ব্যা। Stop! He admits;—আপনি সে রাত্রে আপনার যজমানের বাটী গিয়েছিলেন কেন?

ভট্টা। ক্রিয়াকলাপ বাবা, আর কি? কালি তরাও।

২য় ব্যা। অত রাত্রে ক্রিয়াকলাপ?

ভট্টা। সাবিত্রী ব্রত বাবা, রাত্রেই হয়।

২য় ব্যা। ওই দিন কি সাবিত্রী ব্রত ছিল?

ভট্টা। পাঁজী না দে'খলে ব'লব কেমন করে বাবা?

২য় ব্যারি। I shall point your Worship out from the Bengalee Almanac that, that was not the

Brata Day in question. যখন সুধীর বাবু ঘরে আগুন দেন, তখন আর কা'কেও সেখানে দেখেছিলে কি ?

ভট্টা। হাঁ, আমাদের রতিকান্ত তখন একটী বৃক্ষান্তরালে অবস্থান ক'রছিলেন ?

২য় ব্যা। সে রাত্রে জ্যোৎস্না ছিল ?

ভট্টা। ঘোর অন্ধকার।

২য় ব্যা। তবে রতিকান্তকে দে'খলেন কি ক'রে ?

ভট্টা। তাই ত বটে।

২য় ব্যা। তাই ত বটে কি ?

ভট্টা। আমি তাহার অতি সন্নিকটে গিয়ে পড়েছিলুম, তাই—

২য় ব্যা। সে তোমাকে দেখেছিল ? Don't you look at Haranath Baboo! Answer me.

ভট্টা। হাঁ্যা—না—তা কি জানি।

২য় ব্যা। I have done with this worthy witness.

ইন্টার। যান, ওধারে গিয়ে বসুন।

ম্যাজি। Young man! Have you got a defence to make ?

সুধীর। I have already submitted to your Worship that I am innocent and I still hold on to it.

ম্যাজি। But this should be proved! Where is Anupama and her daughter ?

১ম ব্যা। They cannot be traced, your Worship. •

ম্যাজি। This reflects great credit on the sagacity of our police!

১ম ব্যা। Nothing more is required, your Worship. His guilt has been proved beyond the shadow of a doubt. Almost all the witnesses are gentlemen of high repute and they were unflinching, and they corroborated each other. The slight deviations were due to the fact, that they were innocent men and were bewildered.

২য় ব্যা। On the other hand, I hold that the accused gentleman is quite innocent. It is quite plain that the witnesses were tutored; and your Worship understands that. The exaulted position, the unstained character and the high education possessed by the accused, will never permit him to commit such a crime. There is a good deal of underhand business in the affair, and the gentleman has only been made a martyr to revenge and black treachery.

ম্যাজি। Young man! You are hauled up on a very grave charge, and unless you prove yourself innocent, I shall have to commit your case to the Sessions. Mr. Naish, inspite of the deviations of the witnesses for the

prosecution the case stands. I allow an hour to your client, and after tiffin if nothing fresh transpires, I shall deliver judgment.

[ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রস্থান।

অতুল। সুধীর! সুধীর! কি হ'বে? কি হ'বে?

সুধীর। ভাই, দুঃখ ক'র না। যা' হ'বে তা'ত বেশ বু'ঝতে পা'রছি। তোমার ঋণ আমি শোধ ক'রতে পা'রলুম না। আমার জন্য তুমি দেহপাত ক'রলে, জলস্রোতের ন্যায় অর্থব্যয় ক'রলে, আর তুমি কি ক'রবে? ভাই, বিধাতা আমার উপর নিদয়, তাঁ'র ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক।

অতুল। ভাই! আমার সাক্ষী সব মজুত আছে; একবার তুমি ব'ললেই আমি তাদের খাড়া ক'রে দিই; হরনাথ বাবুরা ত সমস্তই মিথ্যা সাক্ষ দিলে।

সুধীর। সে কি অতুল বাবু! মিথ্যার সাহায্যে যদি আমাকে বাঁ'চতে হয়, সে প্রাণ আমি চাই না। ধর্ম্মপথে থেকে যদি আমার মৃত্যুও হয় আমি সে মৃত্যুকে হা'সতে হা'সতে আলিঙ্গন ক'রব। এক খেদ র'ইল, পরেশের সঙ্গে দেখা হ'ল না। ভাই, এখনই ত তোমা-দের নিকট হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'ব। যে ধারায় আমি অভিযুক্ত তাহার সাজা transportation; আর তোমাদের দে'খতে পা'ব না; চির পরিচিত স্থান, সাধের গৃহ, বড় সুখের জন্মভূমি আমাকে জন্মের মত ত্যাগ ক'রতে হ'বে! ভাই, আমার আর কেউ নেই,

কেবল বুড়ো মা আছেন; তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ক'রে পাগলিনীর মত বেড়াচ্ছেন; এখনও তাঁ'র আশা আছে, যে আমি নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হ'ব। আজ তাঁ'র সব আশা ছিন্ন হ'বে, তিনি উন্মাদিনী হ'বেন। মাগো! তোমাকে আর দে'খতে পেলুম না।

অতুল। ভাই! ভাই! তোমার যদি সাজা হয়, তা'হ'লে বু'ঝব, এ পৃথিবীতে ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, দয়া নাই, দাক্ষিণ্য নাই, সত্য নাই, কিছুই নাই; তা'হ'লে বু'ঝব, প্রলয়ের বিশ্বসংহারিণী মূর্ত্তি, এখনই জগৎ গ্রাস ক'রবে, বিশ্ব চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দেবে! কে যেন এখনও আমার মনের ভিতর ব'লছে ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী।

সুধীর। ভাই! আমাকে শেষ আলিঙ্গন দাও! বিদায়—বিদায়! জন্মশোধ বিদায়!

(ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রবেশ)

ম্যাজি। Youngman! I again ask you, have you really no witness to produce?

সুধীর। I regret there is none, your Worship. I am ptepared for the worst.

পরেশ। (নেপথ্যে) ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও!

(পরেশ ও রামলোচনের প্রবেশ)

হুজুর! ধর্ম্মাবতার! এ মোকদ্দমায় আমি দোষী। আমিই ঘরে আগুন দিয়ে পালিয়ে গি'ছলুম। I surrender myself to your Worship, as the real accused in the case.

সুধীর। এ কি! পরেশ!

হর। পরেশ কি ক'রে এ'ল?

[রামলোচনের অতুলকে ইঙ্গিত ও অতুলসহ প্রস্থান।

ম্যাজি। What is this? তুমি কে?

পরেশ। আমি পরেশ, হরনাথ বাবুর পুত্র। কান্তর ঘরে আমার শ্বাশুড়ী আশ্রয় ল'ন; তাঁহার সহিত আমার বড়ই বিবাদ ছিল; তাই রাত্রে আমি তাঁ'দের ঘরে আগুন দিয়ে পালিয়ে যাই।

হর। হুজুর, ওর মিথ্যা কথা; ও তখন মনোহরপুরে ছিল।

সুধীর। হুজুর, হরনাথ বাবু ঠিক কথা ব'লেছেন।

পরেশ। না হুজুর! ওঁরা আমার প্রতি স্নেহপরতন্ত্র হ'য়ে মিথ্যা কথা ব'লছেন। আমি দোষী, আমিই ঘরে আগুন দিয়েছি।

ম্যাজি। You admit!

পরেশ। Yes sir, I admit.

হর। কি সর্ব্বনাশ! এ মতি তোর কেন হ'ল?

(অতুল ও রামলোচনের পুনঃপ্রবেশ)

অতুল। I have got sufficient evidence, which will throw new light on the case.

ম্যাজি। Is it? Produce them please.

(অতুলের ইঙ্গিত ও দাওয়ামের প্রবেশ)

২য় ব্যা। Let not any body leave the court!

হর। কি সর্ব্বনাশ! এ বেটা কি ক'রে বেরুলো?

রতি। তাই ত, তাই ত,—বুঝলে কি না—তাই ত!

(ভট্টাচার্য্যের সরিয়া পড়িবার চেষ্টা।)

কনষ্টে। আরে কাঁহা যাতা? খাড়া রহো।

ভট্টা। আমার প্রস্রাবের পীড়া হয়েছে।

ম্যাজি। টোমার কি বলিবার আছে?

দাও। হুজুর! এ গৃহদাহের ব্যাপারে সুধীর বাবু সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ! আমার মনিব হরনাথ বাবুর হুকুমে এই ব্যাপার হয়েছে।

হর। মিথ্যা কথা।

ম্যাজি। Shut up! You may go on.

দাও। আমাকে এই কার্য্যের ভার উনি দেন, আমি অসম্মত হই, এই নিমিত্ত তিনি এতদিন আমাকে গুম ক'রে রেখেছিলেন, অনেক কষ্টে আজ পালিয়ে এসেছি, তা'র পর এই মোকদ্দমার কথা শুনে আমি ছুটে আ'সছি।

ম্যাজি। Harnath Baboo! what have you got to say in the matter?

হর। মিথ্যা কথা, হুজুর! ও তহবিল ভেঙ্গেছে, তাই ওকে dismiss ক'রেছি, আর শীঘ্র case রুজু ক'রব। তাই আমাকে জব্দ ক'রবে ব'লে এমন কথা ব'লছে।

ভট্টা। হাঁ, একথা আমরা জানি।

ম্যাজি। কে আগুন দিয়াছে, তুমি ব'লতে পাড়ে?

দাও। তা' কি করে ব'লব, ধর্ম্ম অবতার! আমি সেই অবধি ওঁর বাটীর ভিতর বদ্ধ ছিলাম। আমি তা' ব'লতে পারি না।

(মুন্নার প্রবেশ)

মুন্না। মুজকো মালুম হায়, হুজুর! ইয়ে—রতিকান্ত, আওর ওহ—বুঢ়া বামুন নে আগ লাগায়া।

ম্যাজি। টোম কোন হায়।

মুন্না। আপকা তাঁবেদার, হুজুর। এক বাইজী হুঁ।

রতি। বেবিশ্বে বেটী—বুঝলে কি না—বেবিশ্বে!

ম্যাজি। টোম কেয়া জানে ব'ল।

মুন্না। উহ রাতকো ময় অতুল বাবুকে ঘর মুজরেকো গেয়ে থি; লউটনেকে ওয়াক্‌থ্‌ মেরা ঘোড়া গরম হো গেয়া; ইস্‌লিয়ে, ময় থোড়া দূর তক পাঁয়দল গৈ। এক ফুথ্‌কে মকান্‌কে পাশ ইয়ে দো সাখ্‌স্‌ খাড়ে থে, ময় খোদ আঁখসে দেখি; মেরা সাথ্‌ রতিকান্তনে বাঁতে কিঁ। ময় থোড়ে দুর যা কর দেখি, কে উও মকান জ্বল রহা; আর ইয়ে দো সাখ্‌স্‌ দৌড় কর এক বড়ে গাছকা পিছে ছিপ গয়া। আউর দেখি, কে সুধীর বাবু, দউড় কর যিস্‌ জায়গা আগ লাগাথা, ঘুঁয়ি গ'য়া।

ম্যাজি। টোম্‌ ই সব আদমি কো পছন্তা?

মুন্না। হাঁ হুজুর! মুজরাক ওয়াস্তে ময় হামেসা উস্‌ জায়গা যাতি হুঁ। আর উ উল্লু রতিকান্ত কে ময় এক বাগিচা পর দেখা।

রতি। হুজুর ও মাগি—বুঝলে কি না—

ম্যাজি। Shut up!

(কান্তর প্রবেশ)

রামলো। হুজুর, কান্ত গৃহদাহে মরে নি, হরনাথ বাবু দাওয়ানজি

ও ক্ষান্তকে গুম করে রেখেছিলেন, আমি এঁদের মুক্তি দিয়েছি, এই সেই ক্ষান্ত।

ম্যাজি। ক্ষ্যান্ত! টুমি কি জানে?

ক্ষান্ত। হুজুর, আমি রাত্রে বাইরে উঠেছিলাম, ঘরের পাশে ফুস্‌ফুসুনি আওয়াজ শুনে আমি দে'খতে যাই; গিয়ে দেখি, রতিকান্ত বাবু আর ভট্‌চায্যি মশাই একটা মশাল জ্বেলে, আমার চালে লাগিয়ে দিচ্ছেন; আমি চিৎকার করে উঠি; সেই সময়ে কতকগুলো লাঠিয়াল এসে আমাকে ধ'রে মুখ বেঁধে ফেলে, আমাকে উধাও ক'রে নিয়ে যায়। এতদিন পরে আজ রামলোচন বাবু আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন।

ম্যাজি। Young man! You are creditably discharged. I am very sorry that you have so suffered. Police! উ সব আদমি কো পাকাড়ো।

(হরনাথ বাবু, রতিকান্ত ও ভট্টাচার্য্যের হস্তে হাতকড়ি প্রদান

পরেশ। বাবা! বাবা!

(মূর্চ্ছা)

পঞ্চম অঙ্ক।

—ঃ·ঃ—

প্রথম দৃশ্য।

—o—

কক্ষ।

পরেশ, সুধীর ও অতুল।

পরেশ। কি হ'ল, কি হ'ল? আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল? আমি লোকের কাছে মুখ দেখা'ব কেমন ক'রে? জলের মত টাকা খরচ ক'রলুম, হাইকোর্টের যত বড় বড় ব্যারিষ্টার—সকলকে নিযুক্ত ক'রলুম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না।

অতুল। তুমি ভুল বু'ঝছ। উপরে যে ধর্ম্ম আছেন, এখনও যে দিন রাত হচ্ছে, এখনও যে চন্দ্র সূর্য্য উ'ঠছে, তা' তুমি ভূলে যা'চ্চ কেন? ধর্ম্ম অনেক সহ্য করেন, কিন্তু শেষটা অসহ্য হ'লে, হঠাৎ কোথা থেকে অঘটন ঘটে যায়, কা'র সাধ্য তা' বু'ঝতে পারে? নইলে রামলোচনেরও ন্যায় পাপিষ্ঠের এরূপ আকস্মিক মানসিক পরিবর্ত্তন হ'বে কেন?

পরেশ। বস্তুতঃ, সমস্ত পথ রামলোচন আমাকে একটী কথাও ব'ললে না। যদি সে আপনার মনোগত অভিপ্রায় আমাকে ব্যক্ত ক'রত, বা সমস্ত কথা খুলে ব'লত তা'

হ'লে আমি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা ক'রতুম। কারণ, এক দিকে নির্দ্দোষ অথচ অভিযুক্ত অভিন্নহৃদয় বন্ধু, অন্য-দিকে দোষী, কিন্তু আমার পিতা। আমি জেনে শুনে কি বন্ধু,কি পিতা, কা'কেও জেল খাটা'তে পা'র-তুম না, সুতরাং আত্মহত্যা ক'রতুম।

সুধীর। ভাই, কাতর হ'ও না। তুমি আর কি ক'রবে? আর ক'রবার আছে কি? খাটুনি মকুব করিয়েছ, জেলের ভিতর যতদূর সুখ সচ্ছন্দ সম্ভব, তা' করিয়েছ। Privy Councilএ আপিল ক'রতেও প্রস্তুত হ'য়েছ, আর কি ক'রতে পার?

পরেশ। ভাই, সব বুঝি, কিন্তু তবুও যে কোন মতে মনকে বোঝাতে পা'রছি না। সব কথা মনে হ'চ্ছে আর আমার মাথার ভিতর যেন বিদ্যুতের হল্‌কা ব'য়ে যাচ্ছে; আমি যেন পাগলের মত হয়ে যাচ্ছি। বল কি সুধীর, যে হরনাথ মুকুয্যের নামে একদিন বাঙ্গালা কম্পিত হয়েছে, যাঁ'র দাপটে একদিন বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খেয়েছে, ন'নী ছানা খেয়ে যাঁ'র অরুচি হয়ে গেছে, রৌদ্রের আঁচটী পর্য্যন্ত যাঁ'র গায়ে কখন লাগে নি তাঁ'র আজ কি দশা! জানি না অদৃষ্টে আরও কি আছে? সকলেই এর পর আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে ব'লবে যে, যে হরনাথ মুকুয্যের জেল হ'য়ে-ছিল, এ তাঁ'রই পুত্র। ভাই, আমার আত্মহত্যার বাসনা হ'চ্ছে।

সুধীর। ছি পরেশ, বিপদে যে তোমাকে এত অধীর দে'খব তা'

আমি কখনও মনে করি নি। কাতর হ'লে কোন ফল হ'বে না। তোমার পিতা পীড়িত, তাঁ'র বিশেষ চিকিৎসা ও শুশ্রূষা আবশ্যক। তোমার মাতা, ভগিনী ও আত্মীয় স্বজনকে প্রবোধ দিতে হ'বে।

পরেশ। ভাই, কি করে মাকে প্রবোধ দিব, কি ক'রে তাঁর কাছে মুখ দেখা'ব? কিছুই বু'ঝতে পা'রছি না; আমার সোনার সংসার যেন শ্মশান হ'য়ে গেছে।

অতুল। আমার আদালতের experience কখন ছিল না, গত মোকদ্দমায় আমার বেশ শিক্ষা হ'য়েছে। মামলা মোকদ্দমায় আমাদের দেশের যে কি সর্ব্বনাশ ক'রছে তা' আমি বেশ বু'ঝতে পেরেছি। জা'নতুম যে পুলিশেরই টিকটিকিটি পর্য্যন্ত হাত পেতে থাকে, কিন্তু দে'খলুম যে আদালতের দেয়াল পর্য্যন্ত হাঁ করে আছে। কাশীর গঙ্গাপুত্রদের হাতে পার আছে, কিন্তু উকিল এটর্ণির হাতে একবার প'ড়লে, আর তা'র নিস্তার নেই; বেটারা যেন ছিনে জোঁক, কাঁটালের আটা, ছেড়েও ছাড়ে না গা!

পরেশ। অতুল বাবু, লীলার সম্বন্ধে কতদূর কি হ'ল?

অতুল। সহরের সেরা ডিটেক্‌টিভ রামবাবু লীলার কেস নিয়েই আছেন। তাঁ'র সঙ্গে কাল দেখা করেছিলুম, তিনি ব'ললেন যে clue পেয়েছেন, আর দিন কতকের মধ্যেই উদ্ধার ক'রবেন। যাক্, আপনাকে আমার একটী অনুরোধ আছে। যে কারণেই হ'ক, মুন্না কর্ত্তৃক ত আমার জীবনের স্রোত ফিরেছে, আপনাদের

সংস্পর্শে আমি আর এক মানুষ হয়েছি; এতদিন হুজুক নিয়ে সারা জীবনটা কাটিয়েছি, Patriot সেজে নাম কে'নবার চেষ্টা করেছি, এখন দু'দিন কায করবার বাসনা হয়েছে, যদি অনুমতি করেন তা'হ'লে আমি মনোহরপুরে গিয়ে স্বামীজির সহায়তা করি।

পরেশ। এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। যদিও দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অনেক কমে এসেছে কিন্তু স্বামীজির বয়স হয়েছে, তিনি একা সমস্ত পেরে উ'ঠবেন না। আপনি রামলোচনের সঙ্গে মনোহরপুরে যান, সেখানে সমস্ত সুবন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে, আমার শাশুড়ী প্রভৃতিকে নিয়ে ফিরে আ'সবেন।

(মুন্নার প্রবেশ।)

মুন্না। বাবু সাব! বাবু সাব! মেরা বেটীকো বহিন্‌কা নাম কেয়া।

পরেশ। কেন মুন্না?

মুন্না। মেরা কাম হ্যায়! কেয়া নাম বাবুসাব?

পরেশ। লীলা।

মুন্না। লীলা! কেতনা উমার?

পরেশ। তের বৎসর হ'বে, তুমি হঠাৎ এ সব জিজ্ঞাসা ক'রছ কেন?

মুন্না। বাবু সাব, মুঝে উস্কি পাত্তা মিলা।

সুধীর। কোথায়? কোথায়? শীঘ্র বল।

মুন্না। ঘাবড়ানা নেহি, বাবু সাব! মেরা ওস্তাদনে কহা, কে হামারা ঘরকা নগিজমে একঠো নয়া লেড়কী আওই;

উও কুচ তালিম লেতি নেহি, খালি রোতি হ্যায় ; উসিক নাম জ্যোৎস্না হ্যায়, পর উও লেড়কী ওস্তাদকা পাশ বোলি, কে উনকি নাম জ্যোৎস্না নেহি, লীলা হ্যায়।

অতুল। তবে আর কি, পুলিস নিয়ে যাওয়া যাক চল।

সুধীর। স্থির হও অতুল, অত ব্যস্ত হ'বার প্রয়োজন নাই। তা'তে কার্য্য ক্ষতি হ'বে ; কোন রূপ গোলমাল হ'লে ওরা লীলাকে সরিয়ে দিতে পারে। প্রথমতঃ, মুন্নাকে জা'নতে হবে, যে ওই লীলাই আমাদের লীলা কি না, তা'র পর জা'নতে হ'বে সে কিরূপ অবস্থায় আছে, তা'র সর্ব্বনাশ হ'য়েছে কি না ; এই সমস্ত ঠিক হ'লে, তা'র পর তা'কে উদ্ধার ক'রতে আমাদের অতি অল্প সময় লা'গবে।

পরেশ। সুধীরের পরামর্শ ই উত্তম। মুন্না, তোমাকে অতি ধীর-ভাবে, সাবধানতার সহিত কার্য্য ক'রতে হ'বে। যেরূপ যেরূপ হয়, আমাকে প্রত্যহ সংবাদ দিবে।

মুন্না। যো হুকুম, মুঝে কুচ কহেনা নেহি পড়েগা।

সুধীর। আমি এখন জেলে চ'ললুম।

পরেশ। চল, আমিও একবার ব্যারিষ্টারের বাড়ী হয়ে যাচ্ছি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—•—

জেল হাঁসপাতাল

হরনাথ।

হরনাথ। পরেশ কথামালায় প'ড়ত শুনেছিলুম,"পরের মন্দ চেষ্টায় ফাঁদ পাতিলে, আপনাকে সেই ফাঁদে পড়িতে হয়," কথাটা ধ্রুব সত্য। সুধীরকে জেল দিবার জন্য, যে ফাঁদ পেতেছিলুম, সেই ফাঁদে পড়ে আমি নিজে জেলে এলুম! বাঃ! বাঃ! কি সুন্দর! কি ছিলুম, আর কি হ'লুম! একদিন হরনাথ মুকুয্যের নামে বাঘে গরুতে জল খেয়েছে, আপামর সাধারণ হরনাথ মুকুয্যেকে দেখে, সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত ক'রেছে. শত শত লোক ব্যগ্র হয়ে, আমার আদেশ পালন ক'রতে ছুটেছে, কিন্তু আজ আমি কি? আমার অবস্থা দেখে লোকের চৈতন্য হওয়া উচিত। জেল খা'টতে হয় এমন কায যেন কোন ভদ্র সন্তান না করে। আমার অর্থের অভাব ছিল না, লোকজনের অভাব ছিল না, কিন্তু ধর্ম্মের কলে কেমন জড়িয়ে প'ড়লুম। যেন স্বপ্ন, মাত্র একটা স্বপ্ন দে'খলুম। প্রথম প্রথম পাপ কায করে তরে যাওয়া যায় ব'লে, চিরদিনই তরা যায় না; মাত্রাপূর্ণ হ'লে, তার ফল ভু'গতেই হ'বে, তা'র প্রত্যক্ষ জ্বলন্ত নিদর্শন আমি।

(সুধীরের প্রবেশ)

সুধীর। এখন আপনি কেমন আছেন?

হর। বড় ভাল নেই, শরীর বড়ই দুর্ব্বল।

সুধীর। ডাক্তার এসেছিলেন?

হর। হাঁ। এসেছিলেন, ঔষধ দিয়ে গেলেন; ও কোন ওষুধেই কিছু হ'বেনা। ভট্‌চায আর রতিকান্তকে একবার দে'খব বলে ডাকতে পাঠিয়েছি, এখনও এল না কেন?

সুধীর। যে সকল বিষয়ে মানসিক উত্তেজনা হয়, এ দুর্ব্বল শরীরে সে রূপ প্রসঙ্গের উত্থাপন ক'রবেন না, এই আমার কাতর অনুরোধ।

হর। উত্থাপন ক'রব না! আমার এক একটা কার্য্য যেন অদৃশ্য ছায়ামূর্ত্তির ন্যায় আমার সঙ্গে সঙ্গে র'য়েছে; মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, তা'রা আমার সঙ্গের সাথী; নরকেও তা'রা সহচর হ'বে!

সুধীর। আপনার পায়ে ধরে ব'লছি, ও সকল কথা আর তু'লবেন না।

হর। স্মৃতি লোপ না হ'লে, সে সকল কথা কেমন ক'রে ভু'লব? এক একটা দুষ্কর্ম্মের কথা মনে হ'লে আমি পাগল হ'য়ে যাই। যে জমিদারীর এক অঙ্গুলি পরিমাণ ভূমিও আমার সঙ্গে যা'বে না, সেই জমিদারী রক্ষার জন্য, তা'র আয়তন ও আয় বাড়া'বার জন্য, কত দাঙ্গা, কত খুন, কত ব্রহ্মস্বাপহরণ, কত লোকের উচ্ছেদ সাধন করেছি। সামান্য অর্থের জন্য

আপনার বৈবাহিককে ধনে প্রাণে মেরেছি, তাঁ'র স্ত্রী কন্যা নিজ গৃহ হ'তে আমা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হ'য়ে এক দরিদ্রা বিধবার গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল, সেই ঘরে আগুন দিতে হুকুম দিয়েছি, অবশেষে তোমার ন্যায় মহাত্মাকে মিথ্যা মোকদ্দমায় জেল দিতে গিয়েছিলুম। বোধ হয় দেবতারা নিদ্রিত ছিলেন, তাই আমার মস্তকে তখনই বজ্রাঘাত হয় নি।

(প্রহরীসহ ভট্টাচার্য্য ও রতিকান্তের প্রবেশ)

হর। তোমরা এসেছ ? দেখ আমি ত চ'ললুম ! পার যদি শেষ কটা দিন অনুতাপ করে ঈশ্বর আরাধনায় কাটিও। মনে রেখ, পাপ আপাতঃ মধুর হ'লেও পরিণাম অতি ভয়ানক !

সুধীর। চুপ করুন, চুপ করুন, আপনি যে রকম হাঁপা'চ্ছেন, এখনই আবার অসুখ বা'ড়বে।

হর। অসুখ বা'ড়বে ? আমি ত তা'ই চাই। এখন যত শীঘ্র আমার মৃত্যু হয়, ততই ভাল। এ কালামুখ কি আর কা'কেও দেখা'তে হ'বে ? আহা, সতী সাধ্বী বেয়ানের নামে কলঙ্ক রটনা ক'রেছি, নিরপরাধা বিধবাকে সমাজচ্যুত ক'রেছি, বউমাকে কত নির্য্যাতন ক'রেছি, তা'র পর পরেশের মত মুখোজ্জ্বলকারী পুত্রকে বাটী হ'তে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম। ওহো! নরক—নরক— আমার জীবনে মরণে অনন্ত নরক ! স্মৃতির তীব্র যাতনা আর সহ্য ক'রতে পারি না। মৃত্যু, মৃত্যুই এখন আমার এক মাত্র ভরসা।

সুধীর। আপনি চুপ করুন, আপনার মুখ দেখে আমার ভয় ক'রছে। আপনার যা' অনুতাপ হ'য়েছে, তা'ই আপনার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত।

হর। মৃত্যু! মৃত্যু! দাও ঈশ্বর, মৃত্যু দাও! তোমায় তখন ডাকি নি, আজ প্রাণ খুলে প্রার্থনা ক'রছি আমাকে মৃত্যু দাও। ও কি! হঠাৎ আমার চ'খের উপর যেন একটা কাল জাল পড়ে যাচ্ছে কেন? সুধীর! বাবা! আমার বুকের ভিতর যেন কেমন ক'রছে। ক্ষমা—ক্ষমা!

(পরেশের প্রবেশ)

পরেশ। কি হ'য়েছে? কি হ'য়েছে?

সুধীর। তুমি ব'স, আমি শীঘ্র ডাক্তারের কাছ থেকে আ'সছি।

[প্রস্থান।

পরেশ। বাবা! বাবা! কি হয়েছে, এমন কচ্ছেন কেন?

হর। কে ও—পরেশ? বস, আমার বুকে হাত দাও। ওহো! বুক যায়—বুক যায়!

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

বেশ্যালয়।

বারবনিতাগণ ও লালা।

১মা বার। আচ্ছা পাঁচি দিদি, এ কি রকম মেয়ে গা? আদর ক'রছি, যত্ন ক'রছি, এর বুনো স্বভাব যে কিছুতেই গেল না; আশ্চর্য্য!

২য়া বার। হ্যাঁ, মেয়ের প্যানপ্যানানি যেন দিন দিন বেড়ে উ'ঠছে। অত ভাল লাগে না; আমি না জানি কি? এই বয়সে ত কতই দে'খলুম, আমার হাত দিয়েই ত কত মেয়ে মানুষ হয়ে গেল।

১মা বার। কি ব'লব হরিমাসী, সব দে'খতে পাচ্ছো ত। দু'বেলা দুধ, ঘি, টেংরির যুস, লুচি, পরোটা কিছুরই অভাব নেই, তবু একবার কাণ্ডখানা দেখ দেখি! আমার মাথা চাপড়ে ম'রতে ইচ্ছে করে! এক কাঁড়ি টাকা দিয়ে কি'নলুম, তা'র পর পেছনে এত খরচ ক'রছি, তা'র ফল দেখ দেখি; সবই আমার পোড়া বরাতে হ'য়েছে।

৩য়া বার। বুদ্ধু, কড়া নাড়ে কে রে?

(বুদ্ধুর প্রবেশ)

বুদ্ধু। পাঁচি দিদিকো ও বাড়ীর বেহারা রামচরণ বোলাতা, সরাপ মাঙে।

[প্রস্থান।

২য়া বার। যাই পোড়ারমুখো মিনসেকে ব'ললুম যে, জল টল মিশিয়ে রাখ; তা খালি গি'লতেই পারেন। দেব মুড়ো ঝাঁটার বাড়ী।

[প্রস্থান।

৩য়া বার। জ্যোৎস্না, তুমি কেমন মেয়ে বল ত?

লীলা। আমি যে লীলা, আমি জ্যোৎস্না হ'ব কেন?

১মা বার। তোমাকে বার বার বলেছি, যে এখন থেকে তোমার নাম "জ্যোৎস্না বিহারিণী", আবার তুমি কথা কও?

৪র্থা বার। ছিঃ! মা, অমন অবুঝ হ'তে আছে কি? বয়েস হ'য়েছে সব বুঝে নাও। কত সোনাদানা প'রবে, বাড়ী ঘর দোর হ'বে, গাড়ী জুড়ী চ'ড়বে। তুমি যদি বুঝে চ'লতে পার, ত' ত্ব' বৎসর বাদে পাশের বাড়ীর মুন্না বাইজীর সমান হ'বে।

৪র্থা বার। তারক বাবু না যাতায়াত ক'রছে।

১মা বার। যাতায়াত ত অনেক বাবুই ক'রছে। লোকজনও পাঠা'চ্ছে, ত্ব'শ পাঁচ'শ দিতেও চাচ্ছে। তা মেয়ে যে এক তর, তা'ই ত সাহস ক'রে ভদ্রলোকদের ব'লতে পা'রছি না। দেখছ ত, জুড়ি, টম্‌টম্, মটর, হরেক রকমই ত আজকাল দরজায় দাঁড়া'চ্ছে গো!

৩য়া বার। দেখ, আমার মতে তুমি রামগোপাল বাবুকেই আ'সতে বল। হ'লেই বা বুড়ো, তা'তে কি এল গেল? ওর মত টাকা কেউ দেবে না।

১মা বার। হ্যাঁ, আমি রামগোপাল বাবুকেই আ'সতে ব'লেছি, বুড়ো হাজার টাকা দেবে ব'লেছে।

লীলা। ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও। যদি তা'ও না দাও, আমি তোমাদের দাস্যবৃত্তি ক'রব, কিন্তু আমাকে পাপ কথা ব'ল না।

১মা বার। ওঃ, বেটী আমার কি ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্টির রে! ফের কথা কইবি, ত লাথি মেরে তোর মুখ ভেঙ্গে দেব।

লীলা। ওগো, আমায় মেরে ফেল, তা'র চেয়ে আমাকে মেরে ফেল।

১মা বার। বটে রে হারামজাদী! (প্রহার) আজ যদি বুড়োর সঙ্গে কোন বদমাইসি ক'রবি, ত লোহার সাঁড়াশি তাতিয়ে, তোর গায়ের মাংস একটু একটু ক'রে ছিঁড়ে ছিড়ে নেব। হরি মাসি, মেয়েটাকে একটু সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে এস ত।

(লীলাকে লইয়া ৩র্থা বারবনিতার প্রস্থান ও দ্বিতীয়ার প্রবেশ)

২য়া বার। বেশ করেছ, বেশ করেছ, ভাল কথায় ও বশ হ'বে না। হায় রে কলিকাল!

১মা বার। সে কথা আর ব'ল না, দিদি! দিন কাল যে রকম প'ড়েছে, সৃষ্টি আর থাকে না!

(নেপথ্যে।) বুদ্ধ! বুদ্ধ!

৩য়া বার। ওই গো, বোধ করি বুঁড়ো এসেছে।

১মা বার। আসুন! আসুন! বুদ্ধু, আলো দেখা, বাবুকে ওপরে নিয়ে আয়।

(নেপথ্যে।) আস্তে রে বেটা, আস্তে। অত তাড়াতাড়ি কি আমি উ'ঠতে পারি? পায়ে বাতাশ্রয় ক'রেছে যে।

(বৃদ্ধের প্রবেশ)

১মা বার। বসুন, বসুন! বুদ্ধু, বাবুকে তামাক দে, পান দে।

৩য়া বার। পান কি ছেঁচে দিতে হ'বে? ঠাকুরদা!

বৃদ্ধ। কেন রে শালি, এই দেখ আমার দু'পাটী দাঁত।

৩য়া বার। ও ত বাঁধনের কৃপায়।

১মা বার। কেন গা, তোরা আমার জামাইয়ের সঙ্গে লেগেছিস?

বৃদ্ধ। শালীরা মনে করে, আমি বুড়ো হ'য়েছি। আরে শালি, ছোঁড়ারা চেংড়াপনাই জানে, রসিকতার ধার কি ধারে?

৩য়া বার। তা' বটে ত।

বৃদ্ধ। নাতনি! অনেকদিন তোমার গান শুনি নি, একখানা গাও না।

৩য়া বার। আমার গান তোমার কি ভাল লা'গবে? আজ কাল কত ভাল ভাল গান চারিদিকে শু'নছ।

গীত।

তুমি কি এসেছ ফিরে,
মনে কি পড়িল সখা, দেখা দিতে অধিনীরে?
অথবা আমার অন্তরের স্মৃতি,
বসিলে হাসিয়ে ধরিয়ে মুরতি,
না, না, হে নিঠুর, যাও ত্বরাগতি, তা'রই কাছে, তুমি ভালবাস যা'রে।
তুমি ভাব, তুমি যাবে চলি দূরে,
ভাসায়ে আমারে সদা আঁখি নীরে,
ভেবেছিলে সখা, দিবে না ক দেখা, দেখ, রেখেছি বাঁধিয়ে হৃদয় মাঝারে॥

১মা বার। ও হরি মাসি! জ্যোৎস্নাকে নিয়ে এস ত মা!

৪র্থা বার। তোমার জ্যোৎস্না এখন একেবারে অন্ধকার হ'য়ে গেছে।

(লীলাকে টানিতে, টানিতে, ৪র্থা বারবনিতার প্রবেশ)

৩য়া বার। ঠাকুরদা', দেখ এক বার, মুণ্ডু ঘুরে যা'বে।

১মা বার। ও কি জ্যোৎস্না, কি হচ্ছে? বাবু নিন্দে ক'রবেন যে।

২য়া বার। ছি মা, অমন ক'রতে আছে কি? বাবু কত টাকা দেবেন, গহনা দেবেন, কাপড় দেবেন, জামা দেবেন। ও কি ও?

১মা বার। ভাল কথার কেউ নও বটে? আবার কাঁদে! দেখ বাবু, বুনো, মূলে পোষ মানে নি, কিছু মনে ক'রবেন না।

বৃদ্ধ। না, না, মনে ক'রব কি, মনে ক'রব কি। আমি ওই ভালবাসি। আমি ওস্তাদ, বশ ক'রে নেব।

১মা বার। তবে এস মাসি, যাই।

লীলা। ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে একলা ফেলে যেও না!

বৃদ্ধ। তোমার ভয় কি? কাঁ'দছ কেন? আমি বাঘ নই, ভালুক নই, আমাকে ভয় কি?

লীলা। আপনি আমার কাছে আ'সবেন না।

বৃদ্ধ। আমি বুড়ো বলে তোমার ঘেন্না হচ্ছে, দেখই না, আমি কত যত্ন ক'রব, কত সোহাগ ক'রব, কত তোয়াজ ক'রব, ছোঁ'ড়ার বাবাও তা' পারবে না।

লীলা। আপনি বৃদ্ধ, আপনার জ্ঞানবুদ্ধি অসীম, আপনি আমাকে পাপ কথা ব'লবেন না! এরা সকলে পিশাচী, আপনি ত ভদ্রলোক, আপনি আমাকে দয়া করুন, আপনি আমাকে এ নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার করুন!

বৃদ্ধ। আহা, বেগোড় গাচ্ছ কেন মনি?

১মা বার। দেখ্, ফের যদি বদমাইসি ক'রবি, তা' হ'লে তোর হাড় এক ধারে, মাস এক ধারে ক'রব।

লীলা। আপনি আমার বাপ, আমাকে রক্ষা করুন, আপনার পায়ে ধ'রে ব'লছি, বাবা, আমাকে উদ্ধার করুন।

বৃদ্ধ। সব বেটীই অমন প্রথম প্রথম বলে।

লীলা। তোমাকে আমি পিতৃসম্বোধন ক'রলুম, তবু তোমার পৈশাচিক হৃদয়ে কণামাত্রও করুণার সঞ্চার হ'ল না? আজ বাদে কাল যে তোমাকে পৃথিবী ত্যাগ ক'রতে হ'বে তা' এক বার ভা'বছ না, উপরে ধর্ম্ম আছেন, তা'ও কি এক বার ভা'বছ না?

বৃদ্ধ। এ যে ভারি ডেঁপো দে'খছি, তোর জ্ঞান থা'কতে বড় সুবিধা হ'বে না। তা'র যোগাড়ও ক'রে এনেছি। (পকেট হইতে ফ্লাস্ক বাহির করণ) তোকে এই খেতে হ'বে।

১মা বার। দিচ্ছি, তোর ভিটকিলিমি বা'র ক'রে। [প্রহার

লীলা। ভগবন্! ভগবন্! [মূর্চ্ছা।

পরেশ (নেপথ্যে)। ভয় নেই, ভয় নেই!

(পরেশ, মুন্না, ইনস্পেক্টার এবং পাহারাওয়ালা প্রভৃতির প্রবেশ, এবং সকলকে গ্রেপ্তার করণ)

পরেশ। পিশাচ! সয়তান! যে বালিকার সরল মুখের পানে চাইলে, বনের পশু পক্ষীর হৃদয়ও মুগ্ধ হয়, তা'র প্রতি তোর এই ব্যবহার! মরণের দ্বারে দাঁড়িয়েও তোর নারকীয় হৃদয়ের কলুষিতভাব বর্ত্তমান! তোদের আর কি ব'লব? এত পাপ ক'রেও কি তোদের তৃপ্তি হ'ল না? তা'ই এই সরলা বালিকার পবিত্রতা নষ্ট ক'রে, জগতে পাপস্রোত বাড়া'তে চাস? ধিক্ তোদের জন্মে, ধিক্ তোদের কর্ম্মে, আর শত ধিক্ তোদের ওই ঘৃণিত জীবনে!

মুন্না। বাবু সাব! বেটী কো দেখ।

(পরেশ কর্ত্তৃক লীলার মুচ্ছির্ত দেহ উঠাইয়া লওন)

ইন্। সব কইকো লে চল।

চতুর্থ দৃশ্য।

—o—

কক্ষ।

অনুপমা ও কমলা।

অনু। এ আবার কি নূতন বিপদ! কি অদৃষ্ট নিয়ে আমি পৃথিবীতে এসেছিলুম, যে একদিনের জন্য প্রাণে শান্তি পেলুম না! এখন লীলাকে নিয়ে করি কি? পাঁচ-জনে গা টেপাটেপি করে, আর আমার বুকে যেন শেল বাজে। কলঙ্ক! কলঙ্ক! আমার শ্বশুরের পবিত্র বংশে কলঙ্ক র'টল! এও আমাকে কানে শু'নতে হ'ল! তার পূর্ব্বে আমার কেন মৃত্যু হ'ল না?

কমলা। মা! তুমি কি ব'লছ? সিংহ শিশু কি কখন শৃগালত্ব প্রাপ্ত হয়? তুমি কখন ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হও নি, পিতাও আমার সদাশিব ছিলেন; তোমাদের সন্তান কর্ত্তৃক বংশে কলঙ্ক র'টবে, এ কথা স্বপ্নেও কিরূপে কল্পনা ক'রলে?

অনু। আর কল্পনা কেন? এখন যে পথে, ঘাটে, ওই বিষয়ের‌ই আন্দোলন হ'চ্চে। এর চেয়ে লীলা যদি মরে যেত, তা'হ'লে আমার এত কষ্ট হ'ত না।

কমলা। মা, চুপ কর, অমন কথা ব'ল না। লীলা ত আর ছেলে মানুষটি নয়, যদি সে কোন রকমে কানে শুনে, তা'হ'লে তা'র প্রাণে কি হ'বে বল দেখি? আহা, লীলার মুখের দিকে চাইলে বুক ফেটে যায়! তা'র সদাই হাসিমাখা প্রফুল্ল মুখ খানি যেন বিষাদের কাল মেঘে ঢেকে গেছে; যেন সে সদাই কি ভা'বছে, সদাই অন্যমনস্ক! আর সে লোকজনের কাছে আসে না, আর সে হেসে কথা কয় না। কি হবে মা? কি ক'রলে লীলার শুষ্ক মুখে আবার হাসি ফুটে উঠে?

অনু। তা'র ত আর কোন উপায় দেখি না। কলঙ্ক! কলঙ্ক! কে আর ও মেয়েকে বিয়ে ক'রবে? হায়, হায়, কি হ'বে?

কমলা। মা! তুমি অত নিরাশ হ'চ্ছ কেন? এঁরা সকলে এর বিহিত ক'রবেনই ক'রবেন, তা'র সব যোগাড়ও হচ্ছে। তুমি অমন করে দিন রাত কেঁদো না।

অনু। না কেঁদে থাকি কি ক'রে, কমলা? আমার প্রাণে যে কি হচ্ছে, তা' ভগবান ভিন্ন আর কে বু'ঝবে? কোন উপায় নেই, কোন উপায় নেই—লীলার মৃত্যু ছাড়া আমি ত আর কোন উপায়ই দেখি না।

(লীলার প্রবেশ)

লীলা। মা! তা'ই হ'বে, তুমি আর ভেবো না, তুমি আর কেঁদ না।

কমলা। লীলা! লীলা! তুই কি বলছিস? তোর চেহারা অমন কেন?

লীলা। মার চ'খে জল, তোমার চ'খে জল, মুকুয্যে মহাশয়ের

শুকনো মুখ, আমি আর দে'খতে পারি না। আমার জন্য এই সব হ'য়েছে তা' আমি বু'ঝতে পেরেছি, সেই জন্য—

কমলা। সেই জন্য কি লীলা?

লীলা। আমি তোমাদের সকলের মনোকষ্টের, যাতনার কারণ হ'য়েছি; সেই জন্য এ যাতনা দূর করে দি'চ্ছি।

কমলা। কি ব'লছিস? অমন কচ্ছিস কেন? লীলা! লীলা!!

(লীলাকে ধারণ)

লীলা। আমি আফিম খেয়েছি।

কমলা। এ্যাঁ, সে কি? আফিম কোথায় পেলি?

লীলা। যখন বেশ্যারা আমাকে ধরে রেখেছিল, সেই সময় আমি তা'দেরই একজনের কৌটা থেকে খানিকটা আফিম চুরি করে সর্ব্বদাই সঙ্গে রা'খতুম। সেই আফিম এখন ও আমার কাছে ছিল। দোরের পাশ থেকে যখন আমি স্বকর্ণে শু'নলুম—

অম্বু। লীলা! মা! কি সর্ব্বনাশ ক'রলি?

লীলা। কেন মা, এই ত তুমি ব'লছিলে আমার মরণই ভাল, এখন তবে ও কথা বল কেন?

কমলা। ওগো শীঘ্র এস, শীঘ্র এস।

(পরেশের প্রবেশ)

পরেশ। কি হয়েছে? কি হয়েছে?

অম্বু। পরেশ, বাবা, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল দেখ।

পরেশ। ও কি, লীলা ও রকম ক'রছে কেন?

কমলা। লীলা আফিম খেয়েছে।

পরেশ। বল কি ?

অনু। বাবা! আমার লীলাকে বাঁচাও।

পরেশ। স্বামীজি! স্বামীজি! একবার শীঘ্র এদিকে আসুন।

(স্বামীজির প্রবেশ)

স্বামীজি। কিহয়েছে ?

পরেশ। লীলা আফিম খেয়েছে।

স্বামীজি। ভয় নেই, কিছু পূর্ব্বেই খেয়েছে বোধ হচ্ছে, এখনই প্রতিকার হ'বে। ওকে তুলে নিয়ে ঘরে চলুন, আর এক জনকে ডাক্তার আ'নতে পাঠিয়ে দিন। ইতিমধ্যে খানিকটা জল একটু গরম করে আ'নতে দিন, বমন করান একান্ত কর্ত্তব্য।

পঞ্চম দৃশ্য।

—০—

চণ্ডীমণ্ডপ।

গ্রাম্য-প্রাচীনগণ।

১ম। ওহে তর্কচঞ্চু! শু'নলাম দীনুর যে মেয়েটাকে একটা বেশ্যালয় থেকে ধ'রে এনেছে, সে টা না কি আফিম খেয়েছিল ?

৩য়। গুজব ত তাই বটে। আমার বোধ হয় ও সব ঢং, নইলে আফিম খেলে কি বেঁচে উ'ঠত ?

৪র্থ। অত বড় মেয়েকে অবিবাহিতাবস্থায় রাখা, বড়ই গর্হিত কার্য্য।

২য়। শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সেই জন্যই উক্ত হ'য়েছে, "অষ্টমে গৌরী"। পরেশ বাবু ও কন্যাকে কি রূপে গৃহে স্থান দিবেন ?

৪র্থ। সব ইংরাজী মেজাজ—ইংরাজী মেজাজ।

২য়। এ কার্য্য সমাজ বিরুদ্ধ। সমাজের এ বিষয়ে লক্ষ্য একান্ত প্রয়োজন।

৩য়। একান্ত প্রয়োজন ত বু'ঝলুম। কিন্তু সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রবে কে ? কা'র মাথার উপর মাথা আছে যে, পরেশ বাবু, সুধীর বাবু ও অতুল বাবুর বিরুদ্ধে কথা কইবে।

২য়। দেশটা গেল দেখছি, কলির শেষ কি না !

৪র্থ। ভায়া, টাকায় সবই মানিয়ে যায়। কত লোক যে কত অখাদ্য খাচ্ছে, কত অনাচার ক'রছে, তা'দের কে কি ক'রছে বল ? তা'রাই ত আবার বকধার্ম্মিক সেজে সমাজপতি হয়ে ব'সেছেন।

২য়। আমাদের সমাজসংস্কার একান্ত প্রয়োজন।

(সুধীর, পরেশ ও অতুলের প্রবেশ)

অতুল। সত্যই তর্কচঞ্চু মহাশয়, আমাদের সমাজসংস্কার একান্ত প্রয়োজন।

২য়। এঁ্যা—এঁ্যা—আসুন, আসুন, আজ্ঞে হোন, আজ আমার পরম সৌভাগ্য। (জনান্তিকে) তাই ত হে, সর্ব্বনাশ দেখছি যে।

১ম। তা—তা—বাবা হঠাৎ সব কি মনে ক'রে ?

অতুল। আমরা আপনাদেরই নিকট এলুম, বিশেষ প্রয়োজন আছে।

সুধীর। যে সমাজ একদিন আমাদের জনসাধারণকে শাসন ক'রেছে,যে সমাজের ভয়ে ক্রোরপতিও কম্পিত হ'তেন, স্বয়ং রাজাধিরাজও যে সমাজের নিকট সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত ক'রতেন, সেই সমাজ আজ প্রাণহীন জড়পিণ্ড বিশেষ; শুধু নিরাশ্রয় দুর্ব্বলের ত্রুটি দর্শনে ও তাহার প্রতি অত্যাচার প্রকাশে, মাঝে মাঝে তাহার সজীবতা বিকাশ পায়।

পরেশ। আমরা মুখে "সমাজ" "সমাজ" করি, কিন্তু বস্তুত কেহ কি সমাজকে গ্রাহ্য করি? সমাজের ভয়ে আমরা কোন অপকর্ম্মে বিরত হই? সমাজ কা'কে নিয়ে? আমাদের সকলকে নিয়েই ত। কিন্তু আমরা আজ কি? আজ ব্রাহ্মণ আচারহীন, কায়স্থ নিষ্ঠাবিহীন, শূদ্র ভক্তিশূন্য। কাযেই আমাদের সমাজের মূলদেশ একেবারে অন্তঃসারশূন্য হ'য়ে প'ড়েছে। এই অচেতন সমাজকে পুনর্গঠিত ক'রে সচেতন ক'রতে হ'বে, এই শিথিল সমাজবন্ধন দৃঢ় ক'রতে হ'বে, তবে আমাদের প্রকৃত উন্নতির মার্গ উন্মোচিত হ'বে।

অতুল। সে ভার আপনাদের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আপনারা প্রাচীন, সমাজসংস্কারের ভার আপনারা গ্রহণ না ক'রলে আর কে ক'রবে? ব্রাহ্মণ যদি সুপথে চলে, তা'হ'লে কা'র বাবার সাধ্য যে সে পন্থা ত্যাগ করে!

সুধীর। এখন আর রাজা সমাজপতি ন'ন। রাজা বিদেশী, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, সুতরাং রাজা আমাদের সামাজিক কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ ক'রতে পারেন না। যা' কিছু সংস্কার আবশ্যক, তা' আমাদেরই ক'রতে হ'বে।

পরেশ। নিশ্চয়ই। তবে স্থান, কাল, পাত্র ভেদে সব নিয়মেরই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। "The old order changeth, giving place to new, and God fulfills Him in many ways". মানবের যেরূপ বয়োবৃদ্ধির সহিত আচার ব্যবহার রুচি প্রভৃতির পরিবর্ত্তন হয়, আহার বিহার পরিচ্ছদাদিতেও একটা বিপর্য্যয় লক্ষিত হয়, সেই রূপ দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের অনেক সামাজিক নিয়মেরই যে এই পাশ্চাত্য সভ্যতালোকে আলোকিত বিংশ শতাব্দীতে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

২য়। যা ব'লছেন ন্যায্য, ন্যায্য।

পরেশ। সমাজই একদিন আমাদের সমস্ত বাঙ্গালীকে একতাসূত্রে বদ্ধ ক'রে রে'খেছিল, সেই সমাজ-বন্ধন শিথিল হ'য়েই আজ আমরা স্বস্ব প্রধান হ'য়ে প'ড়েছি, সকলেই নেতৃত্বপদ গ্রহণের জন্য আকুল হ'য়েছি; সকলেই এখন আদেশ প্রদানে ব্যস্ত, কেহই আদেশ পালনে স্বীকৃত নই, কারণ আমাদের সে অভ্যাস তিরোহিত হ'য়েছে। আজ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, শূদ্র এমন কি নীচ জাতি পর্য্যন্ত নিজ নিজ জাতিব্যবসা পরিত্যাগ করে,দু'পাতা ইংরাজি প'ড়ে "Being given

to understand" বগলে করে ফিরিঙ্গির চরণ সেবা ক'রতে ব্যস্ত! তবে আমাদের দুর্দ্দশা হ'বে না ত হ'বে কার? আমরা লাথি খা'ব না ত খা'বে কে? আমরা অন্নাভাবে ম'রব না ত ম'রবে কে? আমরা অত্যাচার সইব না ত সইবে কে?

১ম। ঠিক, ঠিক—সমাজ আর কোথায় হে ভায়া! সবই ভূয়োবাজী।

পরেশ। বেশী দূর গিয়ে কায কি? এই দেখুন দেখি, কন্যাদায়। আজ কালের বাজারে এমন দায় বাঙ্গালীর আর নেই। পিতৃমাতৃদায়ে কেঁদে শুদ্ধ হওয়া চলে, এ দায়ে কিন্তু তা' হ'বার উপায় নেই। কত শত ভদ্রলোক এই কন্যাদায়ে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছে, তাঁদের স্ত্রী, পুত্র পথের ভিখারী হ'য়েছে, তা'র কি সংখ্যা আছে? অর্থাভাবে এইরূপ কত শত সুবর্ণপ্রতিমা অবিবাহিতাবস্থায় কাল-যাপন ক'রছে, কত শত স্বর্ণ-পদ্ম অকালে শুকিয়ে যাচ্ছে, কত শত সতীলক্ষ্মী মনুষ্যরূপী মর্কটগণের হস্তে নিদারুণ নির্য্যাতন সহ্য করে, নীরবে নয়ননীর পাত ক'রছে, তা'র সংখ্যা কে ক'রতে পারে? এই সকল আত্মত্যাগিনী রমণীগণের উপর অত্যাচার ও অবিচারই আমাদের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। আগে কালে ভদ্রে "পাঁঠী বেচা" ঘরের কথা শোনা যেত, এখন ঘরে ঘরে "পাঁটা বেচা" স্বচক্ষে দেখা যাচ্ছে। কই সমাজের নেতৃবৃন্দ! কই দেশ উদ্ধারকারকগণ! এ সমস্তের প্রতিকারে কি কেউ অগ্রসর হ'বেন না?

অতুল। যা'ক্, এখন এঁদের কাছে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য বলুন।

সুধীর। আপনারা বোধ হয় শুনেছেন, যে কিছু দিন পূর্ব্বে দীনবন্ধু বাবুর কনিষ্ঠা কন্যাকে পরেশ বাবু প্রভৃতি এক বেশ্যালয় থেকে উদ্ধার করে আনেন। কোন দুরাত্মা মেয়েটীকে একটি বেশ্যার নিকট বিক্রয় করে। বিশেষ অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছে যে মেয়েটির চরিত্র নির্ম্মলও নিষ্কলঙ্ক ছিল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় বেশ্যাদের শত চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছে, এর সমস্ত অকাট্য প্রমাণ আমরা সর্ব্বসমক্ষে প্রদান ক'রতে প্রস্তুত। কিন্তু বেশ্যালয়ে বাসের জন্য শাস্ত্রসম্মত প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। আপনাদের অভিমত হ'লে, আমরা দেশ বিদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করি এবং সেই সভায় সমস্ত প্রমাণ প্রদান করে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করি।

অতুল। এক্ষণে আপনাদের মতামত প্রকাশ করুন; সেই নিমিত্ত পরেশ বাবু আপনাদের কাছে এসেছেন।

২য়। শাস্ত্রমতে প্রায়শ্চিত্ত ক'রলেই সব লেঠা মিটে যা'বে, ত'ার আর কি!

১ম। এই ত মাসাবধি হ'ল, কর্ত্তা, গিন্নী উভয়েরই শ্রাদ্ধাদি চুকে গেছে।

৩য়। আহা! ওরূপ সতীলক্ষ্মী কি দেখা যায়? কর্ত্তার মৃত্যুসংবাদ পাবার অগ্রেই গিন্নীর মৃত্যু!

৪র্থ। আর এরূপ দান সাগর ব্যাপার এ গ্রামে আর কখন হয়েছে কি? তা' অত ব্যস্ত কেন বাবা?

পরেশ। আজ্ঞে না, এ সমস্ত কার্য্যে বিলম্ব করা উচিত নয়। তা'হ'লে সন্ধ্যার পর যদি দয়া করে একবার পায়ের ধূলো দেন, সমস্ত বিষয়ে তখন পরামর্শ করা যা'বে।

২য়। তা' আমরা সকলে যাব এখন, তা'র আর কি?

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—০—

কক্ষ।

অনুপমা ও ক্ষান্ত।

ক্ষান্ত। দেখ দেখি, মা! জামাই বাবুর অনাছিষ্টি কাণ্ড! আমি আর ক'দিনই বা বাঁ'চব? আমার কোটা বাড়ী নিয়ে হ'বে কি?

অনু। জীবদ্দশায় বেয়াই যা'র যা'র প্রতি অত্যাচার অবিচার ক'রে গেছেন, বাবা আমার যথাসাধ্য তা'র প্রতিকারের চেষ্টা ক'রছেন। ভট্টাচার্য্য ও রতিকান্তের স্ত্রীর এবং শরতের মাতার, পঁচিশ টাকা ক'রে মাসহারা বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছেন।

ক্ষান্ত। আহা ছেলে ত নয়, রূপে গুণে সমান! কমলার আমার হাতের নোয়া বজ্জর হ'ক, সোয়ামী নিয়ে সুখে ঘরকন্না করুক, একদিনের তরেও যেন দুজনের মনে কিছু মাত্র অমিল না হয়।

অনু। তাই বল বাপু, মা আমার অনেক কষ্ট পেয়েছে, ওদের দিন কতক হাসিমুখ দেখে প্রাণটা ঠাণ্ডা করি।

ক্ষান্ত। যা হ'ক এ দিককার ত সমস্ত এক রকম চুকে বুকে গেল, এখন লীলার একটি ভাল বর হ'লে তবে বু'ঝতে পারি।

অনু। হ্যাঁ মা, ওই ভাবনাতে ঘুমুতে পারি না। মেয়ে প্রায় সোমত্ত হ'তে চ'লল, পাঁচ জনে গা টেপাটিপি করে, আর আমার প্রাণ যেন ফেটে যায়।

ক্ষান্ত। এই ত সে দিন মা জননীর আমার অগ্নি পরীক্ষে হ'য়ে গেল। জামাই বাবু কি বলেন?

অনু। তিনি বলেন কোন ভাবনা নেই, আমি উত্তম পাত্র স্থির করেছি।

ক্ষান্ত। তিনি যখন ব'লেছেন, তখন আর ভাবনা কি?

অনু। মন যে কিছুতে বোঝে না মা! যত দিন না লীলার বিবাহ দিচ্ছি, তত দিন আমি কোন মতেই স্থির হ'তে পা'রছি না।

ক্ষান্ত। আচ্ছা বউ মা! এক কায ক'রলে হয় না? সুধীর বাবু ত আজও বে করেন নি, লীলার জন্যে ওঁকে ধ'রলে হয় না?

অনু। লীলার আমার এমন কপাল কি হ'বে? দুঃখীর মেয়েকে বিবাহ ক'রতে সুধীর কি স্বীকার ক'রবে?

ক্ষান্ত। কেন করবেন না? সুধীর বাবুর প্রাণ বড় উঁচু। আর মেয়ে ত নয়, সাক্ষাৎ পিরতিমে। চল, আমরা ও ঘরে যাই, একটা যুক্তি করা যা'ক, তা'র পর জামাই বাবুকে সব কথা খুলে বলা যা'বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কমলার প্রবেশ, তাহার পশ্চাৎ পরেশের প্রবেশ ও কমলার চক্ষু টিপিয়া ধরণ)

কমলা। আহা ছাড়, ছাড়। আমি বু'ঝতে পেরেছি গো, ছেড়ে দাও।

পরেশ। (বিকৃত স্বরে) কে বল দেখি ?

কমলা। ব'লব, ব'লব, তবে বলি।

পরেশ। বল।

কমলা। আমার নন্দাই।

পরেশ। দূর।

কমলা। তা' লা'গতে এস কেন ?

পরেশ। তোমার নেবা হয়েছে কি না, তাই সব হলদে দে'খছ।

কমলা। নেবা হবে কেন গো, এই দেখ আমার গাল টক টক ক'রছে।

পরেশ। আহা মরে যাই। যা ব'ললে আমার কাছে, আর জন সমাজে ওকথা ব'ল না, লোকে গায়ে থুতু দেবে। যেমনই রঙের চটক, তেমনই চেহারার মাধুর্য্য।

কমলা। তুমি নিজেকে বড় সুপুরুষ ঠাওরাও না কি ?

পরেশ। কার্ত্তিক—কার্ত্তিক! তোমার তুলনায় এক দম কার্ত্তিক বই কি।

কমলা। তা' আমি কাল হই, কুৎসিত হই, তা'তে ক্ষতি কি ? এই রূপেই ত কার্ত্তিক আমার বিভোর হ'য়ে আছেন।

পরেশ। অত গুমোর কিছু নয়, মুন্নার কথা কি ভুলে গেলে না কি ? টপ্ করে গালে ফেলে দি'ছল ত।

কমলা। হজম ত আর হ'ল না, উগরে দিতে হ'ল ত।

পরেশ। তোমার সঙ্গে তর্কে কে পা'রবে বল ?

কমলা। জান ত, তবে তর্ক কর কেন ?

পরেশ। আমার গেরো।

কমলা। নিশ্চয়ই ; ফের যদি অমন কর তা'হ'লে তোমার নাক কেটে দেব, গন্নাখাঁদা দেখে আর কোন আবাগী হাত বাড়াবে না।

(লীলার প্রবেশ)

লীলা। দিদি ! মা তোমাকে—(প্রস্থানোদ্যতা)

পরেশ। (হস্তধারণ) শালি, কোথা যা'স দাঁড়া না। দেখ তোর ত বে হ'ল না, তা যদি আমাকে পছন্দ হয় ত বল,আমি রাজি আছি।

কমলা। ওর বয়ে গেছে, ওর অমন বুড়ো বর হ'তে গেল কেন ?

পরেশ। ওর দিদি ত এই বুড়ো নিয়েই এক রকম ওধুধ গেলা গোছ করে আছে, ওরও না হয় তাই হ'ল।

কমলা। ওর দিদি বুড়ি হয়েছে, তার বুড়োই ভাল। ও ত আর বুড়ী হয় নি।

পরেশ। আচ্ছা শালি, শোন—বল দেখি, সুধীর বাবুকে তোর পছন্দ হয় ? লজ্জা কিসের বল না ? ওঃ, একেবারে মুখ লাল হয়ে গেল যে।

কমলা। এমন সৌভাগ্য কি লীলার হ'বে ?

লীলা। আমি চ'ললুম।

[প্রস্থান।

কমলা। হ্যাঁ গা ! সুধীর বাবুর সঙ্গে কি কথা কয়েছ ? তিনি কি সম্মত হয়েছেন ?

পরেশ। আমি এখনও কথা কই নি, তবে অতুলকে কথা পা'ড়তে বলেছি, সুধীরের মা সম্মত আছেন। তুমি একবার মাকে ডেকে নিয়ে এস দেখি, মার সঙ্গে এক বার কথা কয়ে দেখি।

শ্যামা। যাই, হ্যাঁগা একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রব ?

পরেশ। কি বল না ?

কমলা। তুমি এখন কার ?

পরেশ। কেন, তোমার এখনও কিছু সন্দেহ আছে না কি ?

কমলা। তা' নয়, কিন্তু তোমার মুখে এক বার শু'নতে আমার বড় সাধ হয়েছে।

পরেশ। আমি তোমারই !

[কমলার প্রস্থান।

পরেশ। ভাব গতিকে যত টুকু বু'ঝতে পেরেছি, তা'তে লীলাকে বিবাহ ক'রতে সুধীরের অমত হ'বে না। কিন্তু বিবাহটি শীঘ্র সম্পন্ন হ'লেই, বড় সুখের হয়, আর আমরাও সকলে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।

(কমলা, অনুপমা ও কান্তর প্রবেশ)

অনু। আমাকে ডেকেছ বাবা ?

পরেশ। হ্যাঁ মা ! লীলার বিবাহ সম্বন্ধে দুটো কথা কইতে চাই। সুধীরের সঙ্গে যদি লীলার বিবাহ হয়, তা'তে আপনার মত আছে ?

অনু। আমার মত আছে কি না জিজ্ঞাসা ক'রছ ? আমাদের

কি এমন ভাগ্য হ'বে? সুধীরের মত সুপাত্র আর কোথা পা'ব?

পরেশ। তা'ই ব'লছিলুম মা! কন্যাকে বরং চিরকুমারী করে রাখা ভাল, তা'কে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলাও ভাল, তবু কুচরিত্র মূর্খের হস্তে তা'কে অর্পণ করে, তা'র প্রাণের ভিতর তুষের আগুন জ্বেলে দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। পশুবৎ স্বামীর নির্ম্মম ব্যবহারে, কত শত সতী লক্ষ্মীর বুকফাটা উষ্ণশ্বাস বইছে, কত শত সাধ্বীর তপ্ত অশ্রুতে ধরণী অভিষিক্তা হচ্ছে! সমাজ! এখনও এ দিকে দৃষ্টিপাত কর, তোমার ভয়ে ব্যাকুল হয়ে জাতি, কুল রক্ষার জন্য, পশু হস্তে কন্যা সমর্পণ এখনও নিবারণ কর, নচেৎ সেই সমস্ত উষ্ণশ্বাস সমসূত্রে গ্রথিত হয়ে যে দারুণ দাবানল উৎপন্ন ক'রবে, ফোঁটা ফোঁটা সেই সমস্ত অশ্রুকণা একত্রিত হয়ে যে প্রলয় কল্লোল উৎপন্ন হ'বে, তা'তে তোমার অস্তিত্বের চিহ্নমাত্রও থা'কবে না।

অতুল। (নেপথ্যে) পরেশ বাবু! পরেশ বাবু!

পরেশ। আসুন, সকলে বাটীর ভিতরেই আসুন।

(অতুল, সুধীর ও স্বামীজির প্রবেশ)

সুধীর। পরেশ! স্বামীজি চলে যা'বার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছেন।

স্বামীজি। হ্যাঁ পরেশ বাবু, আমার অনেক কার্য্যক্ষতি হ'চ্ছে। আমোদপ্রমোদে কালাতিপাত করা আমার কর্ত্তব্য নয়। ঈশ্বর কৃপায় আপনাদের হৃদয়ে লুপ্ত শান্তি

ফিরে এসেছে, প্রার্থনা করি এই শান্তি সুধা চিরকাল আপনাদের উপর বর্ষিত হ'ক।

পরেশ। স্বামীজি! সার্থক ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। পরোপকার যাঁদের ইষ্ট মন্ত্র, ত্যাগস্বীকার যাঁ'দের ধ্যান, জ্ঞান, তাঁ'দের তুল্য মহানুভব আর কে? পরমহংসদেবের চরণে আমার কোটী কোটী প্রণাম! স্বামীজি! ধন্য আপনি!

সুধীর। আমি একটী প্রস্তাব ক'রছি। যেরূপ দিন কাল পড়েছে, তা'তে দুর্ভিক্ষ ত বঙ্গে একটী সংক্রামক ব্যাধি স্বরূপ দাঁড়িয়েছে। তা'র নিবারণ কল্পে একটী ধনভাণ্ডার হওয়া কর্ত্তব্য। সে ধনভাণ্ডারের ভার স্বামীজির হস্তে ন্যস্ত হউক, এবং দাওয়ানজি ইহাঁর সহকারী থাকুন। আমি এই ধনভাণ্ডারে লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।

অতুল। অতি মহদুদ্দেশ্য। স্বামীজির ন্যায় স্বার্থত্যাগী নির্লিপ্ত মহাপুরুষই এ ধনভাণ্ডারের উপযুক্ত রক্ষক। আমিও লক্ষ মুদ্রা প্রদান ক'রব।

পরেশ। ভাই সুধীর, ভাই অতুল, তোমাদের ধন্যবাদ প্রদান করি। দুর্ভিক্ষই আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ ক'রলে; যত দিন না আমাদের দেশের লোক পেট ভ'রে খেতে পা'বে, যত দিন না আমাদের দেশের 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' রব নিবারিত হ'বে, তত দিন আমাদের দেশোন্নতির সকল চেষ্টাই বিফল হ'বে। আমার ক্ষুদ্র সাধ্য মত এই ভাণ্ডারে আমি দুই লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিব।

স্বামীজি। যে দিন আমাদের দেশে, ঘরে ঘরে আপনাদের মত যুবক বিরাজ ক'রবেন, যে দিন আমাদের বাক্যবীরের বংশ নির্ব্বংশ হ'য়ে, আপনাদের মত যথার্থ কর্ম্মবীর দে'খতে পা'ব, সেই দিন দেশের প্রকৃত উন্নতি হ'বে ; নচেৎ আমাদের সকল আড়ম্বর, সকল আস্ফালনই ব্যর্থ হ'বে।

(পরেশের ইঙ্গিত মত কমলার প্রস্থান ও লীলাসহ পুনঃ প্রবেশ)

পরেশ। ভাই সুধীর! আমাদের সকলের একান্ত অনুরোধ, তোমার মাতাঠাকুরাণীরও সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে তুমি বিবাহ করে সংসারী হও।

অনু। বাবা সুধীর! এক দিন তুমি নিজ প্রাণ তুচ্ছ ক'রে লীলার প্রাণ বাঁচিয়েছ, আজ আমি আমার বড় আদরের লীলাকে তোমার করে অর্পণ ক'রছি, দুঃখিনীকে তোমার চরণ তলে স্থান দিও।

সুধীর। মা! আপনার প্রদত্ত দান আমি সাদরে গ্রহণ ক'রলেম।

(মুন্নার প্রবেশ)

মুন্না। বহুত আচ্ছা—বহুৎ খোস্। ইয়ে খোস্ খবরমে মেরা দিল [illegible] গায়ি। বেটী! বেটী! খোদা তেরা কলিজা ঠাণ্ডা রাখে! খোদা তেরা কলিজা ঠাণ্ডা রাখে!

পরেশ। মুন্না! তোমার ন্যায় উচ্চহৃদয়া জগতে বিরল! বেশ্যারও যে হৃদয় আছে, বেশ্যারও যে মহাপ্রাণতা আছে, তুমিই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত! তুমিই অতুলকে কুপথ থেকে সুপথে নিয়ে এসেছ, ধন্য তোমাকে!

মুন্না। নেহি বাবু সাব! ই মেরা বেটী, মেরা ওস্তাদ, মেরা মৌলভী, মেরা মোল্লা! আও বেটী এক দফে তু বাবু সাব্‌কা হাত পাকাড়কে, উন্‌কা পাশ খাড়া হো যা, ময় আঁখো ঠাণ্ডা করে—ময় আঁখো ঠাণ্ডা করে।

অনু। আশীর্ব্বাদ করি, যুগল দম্পতি দীর্ঘায়ু হ'য়ে মনের সুখে থাক।

(কমলার হস্তধারণ পূর্ব্বক পরেশের হস্তে অর্পণ, সকলের অনুপমাকে প্রণাম)

মুন্না। হাম বহুৎ খোস্ হ্যায়—হাম বহুৎ খোস্ হ্যায়। খোদা সব কইকো ভালা ক'রেগে।

গীত।

দিলমে বহত মিঠি হাওয়া, টুট গয়া হ্যায় আঁধার।
বহুৎ মেহেরবাণী হামারা উপর, লোটি গোড়ে ময় খোদার॥
বোলত পাপিয়া মিঠি বুলি, গাওয়ত কোয়েলা পঞ্চমে তুলি,
বিলাও খসবু কুসুমকলি, জান বহলানা হামার॥
সোনেকা মঞ্জিল, চাঁদি মহল, হীরাকো গাছমে মুকুতা ফল,
আরজ মেরা শুনিয়ে জেরা, ইয়ে সব দুনিয়া হ্যায় তুহার॥

যবনিকা পতন।